RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION

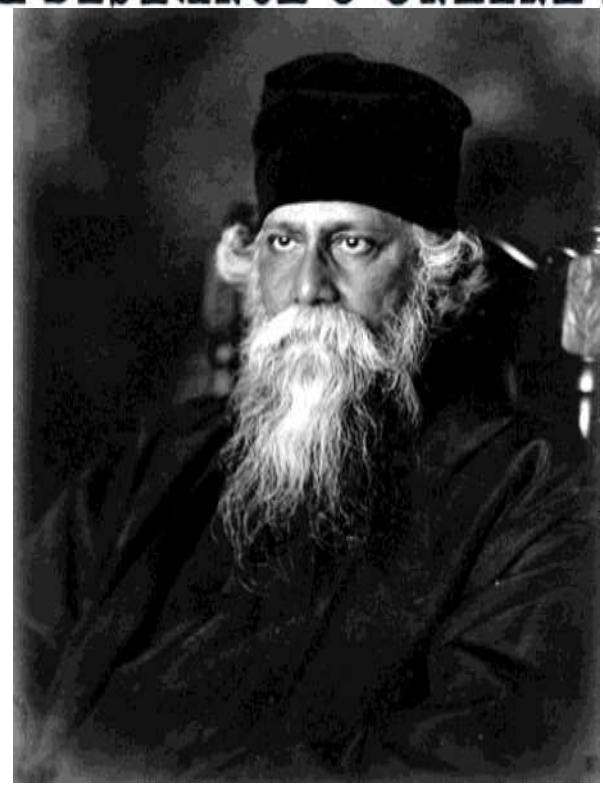

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.E.C.	Units
3	3.2	1-8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, Phone: (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Kunal Debnath	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor	Political Science, Centre for Distance and Online Education, Rabindra Bharati University
Eyasin Khan	Assistant Professor	Department of Political Science, Vidyasagar University
Pradipta Mukherjee	Assistant Professor	Department of Political Science, Hiralal Mazumdar Memorial College for Women, West Bengal State University
Shilpa Nandy	Assistant Professor	Department of Political Science, Khudiram Bose Central College, University of Calcutta
Supreeta Mehta	Assistant Professor	Department of Political Science, Khudiram Bose Central College, University of Calcutta
Tapas Barman	State-Aided College Teacher (SACT)	Department of Political Science, Khudiram Bose Central College, University of Calcutta

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Prof. Sumit Mukherjee	Professor	Department of Political Science, University of North Bengal
	Director	Centre for Studies on Bengali Diaspora, University of Kalyani

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University
Kaushik Paul	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

January, 2024 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra BharatiUniversity.

Printed at East India Photo Composing Centre
209A, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006.

CEC 3.2
Human Rights in India

Contents

Unit 1.	Human Rights: Conceptual Framework	5 – 16
Unit 2.	Human Rights: National and International Dimensions	17 – 27
Unit 3.	Human Rights and Constitutional Framework in India, a. Fundamental Rights b. Directive Principles of State Policy	28 – 39
Unit 4.	Human rights and Legal Framework in India - Protection of Human Rights Act, 1993	40 – 57
Unit 5.	Human Rights: Issues and Challenges - Caste, Tribe, Minorities and Women, LGBT, Terrorism	58 – 72
Unit 6.	Human Rights and the Indian State - Role of Police, Administration, Judiciary, and Affirmative Action for Weaker Sections	73 – 86
Unit 7.	Role of Civil Society in Human Rights	87 – 94
Unit 8.	NHRC and Other state Commissions	95 – 103

C.E.C : 3.2

Unit-1

মানব অধিকার: একটি ধারণাগত কাঠামো

বিষয়সূচি :

1.1 পাঠ উদ্দেশ্য

1.2 ভূমিকা

1.3 মানব অধিকার: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

1.4 মানব অধিকার: উদ্ভব ও বিস্তার

1.4.1 মানব অধিকারের প্রজন্মসমূহ

1.5 মানব অধিকার: বিবিধ দৃষ্টিকোণ

1.5.1 উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ

1.5.2 মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ

1.5.3 গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ

1.6 ভারতে মানব অধিকার: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

1.7 মূল্যায়ন

1.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

1.9 সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী

1.1 পাঠ উদ্দেশ্য

আলোচ্য এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে মানব অধিকার এর সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে। বিশেষ করে মানব অধিকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন ও নানাবিধ দৃষ্টিকোণ নিয়ে যেমন এখানে আলোচনা করা হয়েছে ঠিক তেমনই ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মানব অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

1.2 ভূমিকা

আজকের বিশ্বে মানব অধিকার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যায়তনকেন্দ্রিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে দুনিয়া জুড়ে মানুষের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন ভাবে চর্চা ও প্রয়োগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক উঠে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানব অধিকারের চরিত্র নিয়ে বিতর্ক আছে, যদিও ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানব অধিকারের ঘোষণা পত্রে মানব অধিকারের বিশ্বজনীন চরিত্রের উপর জোর দেওয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মানব অধিকার হল বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জলন্ত সমস্যা। বেশির

ভাগ তাত্ত্বিক মনে করেন অধিকার সর্বদা রাজনৈতিক চরিত্রের হয়ে থাকে। প্রসঙ্গ যকন 'মানব অধিকার' তখন তাও ভাবনার এই স্তরকে অতিক্রম করে না। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, সংগঠক, লেখক ও মানব অধিকার কর্মী বিষয়টির অর্থ এবং প্রকৃতি নিয়ে নানা মত উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন মতগুলি অনেক সময় একে অপরের পৃথক, কিন্তু কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না। আসলে সমাজবিজ্ঞানের অপরাপর বিষয় পর্যালোচনার মত এখানেও বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি এহেন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, মানব অধিকার আজকের দুনিয়ায় একটি বহুল প্রচলিত বিষয়।

1.3 মানব অধিকার: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে 'মানব অধিকার' কি এবং এর অস্তিত্ব কিভাবে সামনে আসে তা নিয়ে জনমনে বহু রকমের প্রশ্ন দেখা যায়। এক কথায় 'মানব অধিকার' এর অর্থ নির্ধার করা দুঃসাধ্য। তবে বেশিরভাগ গবেষক ও বিশ্লেষক এবং ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন 'মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকাই মানব অধিকার'। আসলে 'মানব অধিকার' শব্দটি 'মানব' এবং 'অধিকার' এর দ্বারা তৈরি। 'মানব' এর অর্থ হল 'মনুষ্য' সম্পর্কিত অর্থাৎ 'মান' ও 'হুশ' যুক্ত প্রাণী। অন্যদিকে 'অধিকার' বলতে বলা হয়, 'সমাজ জীবনের সেই সমস্ত অবস্থা যেগুলি ছাড়া কোনও মানুষ সাধারণ ভাবে তার ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে না। (Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best"—Laski)

ব্যক্তি মানুষ এবং সামাজিক মানুষের স্বাধীন বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য কতকগুলি মৌলিক শর্তের প্রয়োজন। এই সব শর্তের বিদ্যমানতা হল মানব অধিকার। সমাজ জীবনের পরিবর্তনের হাত ধরে মানব অধিকার ধারণাটিও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে গতি ও পরিবর্তন তথা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মানব অধিকারের মূল যে বিষয়টি এখনও পরিবর্তিত হয় নি—তা হল মানুষের মৌল চাহিদা পূরণে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য চাহিদার উপস্থিতি। মৌল চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা।

মানব অধিকার হল কোনও ব্যক্তির জন্মগতভাবে প্রাপ্ত ও অর্জিত অধিকার। এটি সকলের অধিকার। কোনও গোষ্ঠী বা দলের একক অধিকার নয়। আধুনিক জনকল্যানকামী রাষ্ট্রে মানব অধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা রক্ষা ও উন্নয়ন তথা বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। মানবাধিকারে অন্তর্ভুক্ত হয় এমন সমস্ত সুবিধার দাবি নিশ্চিত করার জন্য সমাজের নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে। এখানে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া প্রয়োজন পূরণের সুযোগের নিশ্চয়তা থাকে। সমাজে সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। মানব অধিকার হল মানব অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সহ-অবস্থানের ভিত্তি। মানব অধিকার সর্বজনীন, অবিভাজ্য ও পরস্পর সম্পর্কিত এবং এটি মানুষের অধিকার। এই অধিকারকে রক্ষা করা, উত্তরন ঘটানো, উপলব্ধি করা এবং অব্যাহত রাখা উচিত। মানুষের জীবনের সঙ্গে মানব অধিকার অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকার মানুষের জন্য প্রযোজ্য অধিকার বলে মানুষের মধ্যেই এর কার্যকারিতা বিদ্যমান। মানুষই এই অধিকারকে সংরক্ষণ করে, লালন করে, অব্যাহত রাখে এবং প্রাণময় করে তোলে। এটি মানব অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত এবং মানুষের জন্য অপরিহার্য। সমগ্র পৃথিবীর সর্বস্থান ও সব কালের সকল মানুষের প্রাপ্য অধিকার হল মানব অধিকার। এই অধিকারগুলি কেউ কাউকে দেয় না, এর প্রাপ্তি কারুর করুণার উপর নির্ভর করে না। এটি মানুষের জন্মগত অধিকার।

মরিস ক্রান্সটন তাঁর What are Human Rights শীর্ষক লেখনীতে দেখিয়েছেন, অত্যন্ত সাধারণভাবে অধিকার দু ধরনের—আইনগত (Legal) অধিকার এবং নৈতিক (Moral) অধিকার। যারা দৃস্টবাদী (Positivist) দর্শনের অনুগামী তাঁরা

একমাত্র আইনগত অধিকারকেই প্রকৃত অধিকার বলেন, কেননা এই ধরনের অধিকার আদালতের সাহায্যে ভোগ করা যায়। অন্যদিকে তাদর মতে, নৈতিক অধিকারকে সামাজিক-নৈতিক কার্যক্রমের উপর নির্ভর করতে হয় তার বলবৎ যোগ্যতা যাচাই করার জন্য। প্রাকৃতিক বা মানবিক অধিকার হল নৈতিক অধিকার যাকে বলবৎ করার জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয় না। এই অধিকার এক বিশেষ ধরনের নৈতিক অধিকার যা কোনো বিশেষ গন্ডি, সমাজ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বেই ১৭৮৪ সালে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বাধীনতার নৈতিক ভিত্তির উপর জোর দেন। স্বাধীনতার অধিকার মূলত নৈতিক অধিকার, মানব অধিকারের ভিত্তি ও আবেদন সর্বজনীন (Universal)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মানব অধিকার দেশের সংবিধানে উল্লেখিত ও স্বীকৃত হয়, এবং সে ক্ষেত্রে মানব অধিকার সাংবিধানিক অধিকারের মর্যাদা পায়। তখন সাধারণ রাষ্ট্রিক ও আইনি পরিবর্তনের মাধ্যমে এই অধিকারগুলিকে ক্ষুন্ন করা যায় না। সংবিধানে স্বীকৃত মানবিক অধিকারগুলি তখন শাসন ব্যবস্থার কাজকর্মকে প্রভাবিত করে রাষ্ট্রের পরিধিকে সীমিত করে দেয়।

প্রাথমিক ভাবে মানব অধিকার বলতে বোঝায়, এক বিশেষ অবস্থার উপস্থিতি যেখানে ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, মানব অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর সমান ভাবে বর্তায় কেবল তারা মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে। আবার মানব অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা অলঙ্ঘনীয় অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই মানব অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। সুতরাং বলা যায় যে, 'মানব অধিকার' শব্দটি এমন একটি অধিকারকে নির্দেশ করে যা অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার, যে অধিকার কোনো ব্যক্তি কেবল মানুষ হওয়ার কারণেই উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে। বস্তুত, মানব শ্রেণির অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদাবোধ, ক্ষমতার অধিকার এবং অলঙ্ঘনীয় কিছু অধিকার, যে অধিকারগুলি সমাজে সমাজে, স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্বরূপ।

অন্যান্য অধিকারগুলি থেকে মানবাধিকারের কিছু পার্থক্য আছে। মানবাধিকারের প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, মানুষ হিসেবে মানুষের কিছু অধিকার আছে। বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকতার শর্তাধীন হওয়ার জন্য অধিকার নয়, শুধু মানুষের নৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মানের জন্য ও তার নৈতিক বিকাশের জন্যই প্রয়োজন কোনো কোনো অধিকার যাদের নাম মানব অধিকার। মানুষের নিজেদের মধ্যে নূন্যতম সাম্য বজায় রাখার জন্য এই ধরণের অধিকারের প্রয়োজন। নিজস্ব ব্যক্তিগত বা নৈতিক যোগ্যতা যাই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন অন্যের মতো সমান স্বাধীনতার অধিকার, যার সাহায্যে সমাজের বা রাষ্ট্রের হাতে তার ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত না হওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। এক কথায় মনুষ্যত্বের বিচারে সকল মানুষই অন্য সকলের সমান। সেই জন্য জঘন্য অপরাধে অপরাধীরও কারারক্ষীদের হাতে অত্যাচারিত না হওয়ার অধিকার থাকে।

সাম্প্রতিক কালে মানবাধিকারের মধ্যে কিছু কিছু আর্থ-সামাজিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এংাব সেই অন্তর্ভুক্তি কিছু বিতর্ক তুলে এনেছে। তবে বেশ কয়েকটি অধিকারের ক্ষেত্রে মতৈক্য দেখা যায়, যেমন জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার এবং সুবিচার পাওয়ার অধিকার। আন্তর্জাতিক সনদের ভাষ্য অনুযায়ী মানব অধিকার বলতে সংবিধানগত ভাবে সকলের আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবন ধারনের অধিকার, স্বাধীন ভাবে বাঁচার অধিকার এবং সকলের সমানাধিকার বোঝায় (Human Rights means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual granted by the constitution or embodied in the International Covenants)।

মানব অধিকারের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায়ঃ

প্রথমতঃ মানব অধিকার হল ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। মানব সমাজের অঙ্গ স্বরূপ ব্যক্তি জন্মানোর সঙ্গেই তা লাভ করে। প্রকৃতিগত দিক থেকে মানব অধিকার প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে যুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক সময়ে মানব অধিকারের চরিত্র বিশ্বজনীন। ব্যক্তির জন্মহেতু ভৌগোলিক অবস্থান এর বিভাজন কিংবা জাতি রাষ্ট্রগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত কিংবা ঐতিহাসিক অবস্থান মানব অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না। দেশ-কাল ভেদের উর্দ্ধে উঠে তা সামগ্রিক।

তৃতীয়তঃ মানব অধিকার হল সমগ্র বিশ্বব্যাপী মেনে চলা মূল্যবোধ। আন্তর্জাতিক ঘোষণাগুলির মধ্য দিয়ে এর গ্রহণযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলা হয়।

চতুর্থতঃ মানব অধিকারের ধারণা সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুনত্ব লাভ করে। বিশেষ করে, এক ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সেখানে মর্যাদার সঙ্গে জীবন-যাপন করতে পারাই হল মানব অধিকার। তা রক্ষার জন্য মানুষের নানাবিধ পরিচয় যেমন গুরুত্ব পায় ঠিক তেমনই এই পরিচয়গুলিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার, নারীদের অধিকার, বরিষ্ঠদের অধিকার, পীড়নের বিরুদ্ধে অধিকার, পরিবেশ রক্ষাসহ নানা অধিকারের জন্য বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা পত্র জারির মধ্য দিয়ে মানব অধিকারের সামগ্রিক দিক সমূহকে রক্ষা করা হয়।

পঞ্চমতঃ তবে, এটা মনে রাখা দরকার যে মানব অধিকার যেহেতু মানব প্রজাতিভুক্ত হওয়ার কারণে লাভ করা যায় তাই তা অলঙ্ঘনীয় ও চরম এবং অবিভাজ্য।

ষষ্ঠতঃ মানব অধিকার হল নৈতিক ও আইনি ধারণার সংমিশ্রণ যা ব্যক্তিকে সমাজে বেঁচে থাকার তথ্য টিকে থাকার জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা দানের কথা বলে।

আসলে মানব অধিকারের ধারণা সাম্প্রতিক কালে জ্ঞানতাত্ত্বিক তথা বৌদ্ধিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তু হলেও প্রায়োগিক আচরণবিধি হিসেবে অনেক পুরোনো। মানব অধিকারের স্বীকৃত ধারণার বিশ্লেষণ করলে আরো সুস্পষ্ট হয় যে জন্মসূত্রে সমস্ত মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান যা চরিত্রগত ভাবে নৈতিক এবং যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ফলে ব্যক্তি মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে। আর, এক কথায় মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকাই হল মানব অধিকার।

1.4 মানব অধিকারঃ উদ্ভব ও বিস্তার

জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকাশের সূত্র ধরে মানব অধিকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা যায়। মানব অধিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে মানব জাতির সামগ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মানুষের মর্যাদার প্রতীক হল মানব অধিকার। মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা এবং তাকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মধ্যেই নিহিত আছে 'মানব অধিকার'-এর প্রাণ ভোমরা। সুদূর অতীত থেকে বিবর্তনের পথে বিভিন্ন যুগে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় অংশেই মানব অধিকার এর উপস্থিতি বিবিধ অর্থে দেখা যায়।

এই বিষয়ের ওয়াকিবহাল মহল, ১৭৯২-১৭৫০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় অধিপতি হামুরাবীয় সাধারণ সংহিতায় মানুষের জন্য ন্যায় শাসন, পরিহার গঠন এবং বিবাহের অধিকার দানের কথা বলেন যেখান থেকে মানব অধিকার রক্ষার প্রক্রিয়া প্রায় শুরু হয়েছে। প্রাচীন যুগের ভারতীয় সভ্যতায় মহাভারত, মনুসংহিতা ও শুক্রনীতিসারের বেশ কিছু অংশে মানব জাতি তথা মানুষকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত যারা দুর্বল তাদের অধিকারকে এখানে বেশি বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে। বৃদ্ধ, শিশু ও নারী প্রমুখ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা উচিত নয় বলে বলা হয়েছে—যেগুলি মানব অধিকারের

আধুনিক রূপের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। আদর্শগত দিক থেক্সছকে মানব অধিকারের বীজ নিহিত ছিল হেলেনীয় স্টোয়িক তাত্ত্বিকদের প্রাকৃতিক আইন ধারনার মধ্যে। স্টোয়িক দার্শনিকগণ বিশ্বাস করতেন যে এক মহান সর্বজনীন শক্তি আছে যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং এই কারণেই মানুষের আচরণকে প্রাকৃতিক আইনের বিধান দ্বারা বিচার করা উচিৎ। নির্বিকারবাদীদের মতে প্রকৃতির মধ্যে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিনিয়ত প্রকৃতির রাজ্যে যে সমস্ত অসংখ্য ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছে সেগুলির কোনটাকে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত বা যুক্তিহীন বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। বরং প্রকৃতির রাজ্যের ঘটনাবলী সর্বজনীন আইন দ্বারা পরিচালিত এবং মনুষ্য রাজ্যেও প্রয়োগ করা যায়। মানুষ যুক্তিবাদী ফলে তাকে যদি সর্বজনীন আইনের মধ্যে আনা যায় তাহলে মানুষের মধ্যেকার ভেদাভেদ মুছে সমতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে যা মর্যাদার দিকে এগোনোর একটি ধাপ। এর মধ্য দিয়েই মানব অধিকার তার প্রাথমিক রূপ লাভ করে।

প্রাচীন রোমের আইন সংহিতায় বিশ্বজনীন অধিকারের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে জাতির আইন তথা jus gentium এ মানব অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাছাড়া jus natural মূলত মানুষের মর্যাদাকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়েই সামনে এসেছে। মধ্যযুগে মানব অধিকারের বিকাশের পথে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বিশেষত মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্বে তথ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বেশ কিছু ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-১২৭৪) ও হুগো গ্রোটিয়াস (১৫৮৩-১৬৪৫) দর্শনে এবং ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালের অধিকারর সনদ (Magna Carta), ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদনপত্র (Petition of Rights) এবং ব্রিটিশদের হাত ধরে মানব অধিকারের চেতনা উন্নততর স্থানে পৌঁছায়। আসলে, ইউরোপের নবজাগরণ সর্বপ্রকার ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তার তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তাছাড়া আলোকায়নের পথে হবস, লক, রুশো, ডেকার্তে, স্পিনোজা, বেকন প্রমুখের লেখনিতেও বারে বারে এসেছে মানব অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল বক্তব্য। আলোকায়নের সম্মোহনী ধারায় সমালোচক, পর্যালোচক ও পক্ষের দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে মানব অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রাচীন যুগে যেমন ব্যক্তি মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ঠিক তেমনই মধ্যযুগে মানব অধিকার রক্ষা ও ন্যায়ের প্রবণতা ঐশ্বরিক চিন্তা-চেতনায় আবৃতি হয়ে উঠে আসে। তাছাড়া, 'দীন-ই-ইলাহির' মধ্যেও মানব অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক যুগের সমাজ সংস্কারক, কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের লেখনিতে মানব অধিকার রক্ষার আকুতি ধরা পড়ে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকল শ্রেণির লোকের জন্য অধিকার প্রদানের কথা তিনি ভাবতেন। একটি সমগ্র জাতি অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করুক এটাই ছিল তাঁর বাসনা। তাঁর কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভূমিকা পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কারেও তিনি মনোনিবেশ করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বাস্তববাদ ও যুক্তিবাদের সংমিশ্রণে মানবতার এক যথার্থ অর্থে সাধক বিদ্যাসাগর মানব অধিকার রক্ষারও দিশারি বলা যায়। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী সহ ভারতীয় তাত্ত্বিকগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে মানব অধিকার সম্পর্কে তাঁদের ধারণা দিয়েছেন এবং অধিকার চিন্তা এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানব অধিকারের মূল কথাগুলি প্রচারিত হয়। সতের থেকে উনিশ শতকের কাহিনী হল মানব অধিকার বিকাশের পথে আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বের ইতিহাস যা মূলত শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত। ফরাসী বিপ্লবের পরে সে দেশের সংবিধান সভা (১৭৮৯-১৭৯১) গড়ে ওঠার প্রাক্কালে একটি দলিল জারি করা হয়েছিল যা মানব অধিকার ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র বা Declaration of the Rights of Man and Citizen নামে পরিচিত। এই দলিলে বলা হয়েছিল—

ক) সকল মানুষ জন্মগত ভাবে স্বাধীন এবং চিরকাল স্বাধীন থাকবে।

খ) সকল মানুষের সমান অধিকার এবং

গ) সংবিধান সভা বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানুষের প্রতি তার ভ্রাতৃত্বের জানান দিচ্ছে।

এখান থেকেই স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান মানবিক আদর্শ সামনে আসে। তাছাড়া মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধেও মানবিক মর্যাদাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বিশ শতকের প্রথমার্ধেও পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলি নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি কাজের অধিকার, নারী ও পুরুষের সমান মজুরির অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থের অধিকার ইত্যাদি উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির শাসনতন্ত্রে স্থান পায়নি। তবে উপর্যুপরি আন্দোলন ও বিকল্প মতাদর্শরূপে সমাজতন্ত্রের উত্থান ব্যক্তি মানুষকে তার মানব অধিকার পেতে সাহায্য করেছে। এই পথেই ১৯৪৫ সালে সৃষ্ট রাষ্ট্রসংঘ পূর্বতন জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে মানব অধিকার রক্ষায় সদর্থক ভূমিকা পালন করে। যার প্রকাশ ঘটে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ সভা কর্তৃক প্যারিসে মানব অধিকার সংক্রান্ত সনদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ৩০টি ধারা ও ১টি প্রস্তাবনাযুক্ত এই সনদকে মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা বা Universal Declaration of Human Rights বলা হয়। ১৯৫০ সালে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১০ই ডিসেম্বর দিনটিকে ''আন্তর্জাতিক মানব অধিকার" দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়। মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার দলিলটিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে গ্রহণীয় করে তুলতে পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে একত্রিত করে উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারার বেশ কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিকাশের পথে ১৯৪৮'র এই ঘোষণা মানব মর্যাদাকে অনেকাংশে সাবালক করে তুলে যদিও এর বিষয়বস্তু নিয়ে তদানীন্তন বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরস্পর বিরোধীতার ফলে নতুন চুক্তিপত্র গ্রহণের প্রচেষ্টা ১৯৫৩ সাল থেকে নেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র গৃহিত হয়েছিল। যার একটি ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্র (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—ICESCR) এবং অপরটি ছিল পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিপত্র (International Covenant on Civil and Political Rights—ICCPR)। প্রথম চুক্তিপত্রটি কার্যকর হয় ১৯৭৬ সালের ৩রা জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি একই বছর ২৩ মার্চ।

চুক্তিপত্র ছাড়াও মানব অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মানব অধিকার সংক্রান্ত কমিশন লাগাতার কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানবিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কনভেনশনগুলি হল—গণহত্যার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫১), গণিকাবৃত্তি অবসান সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫১), বাধ্যতামূলক শ্রমের অবসান সংক্রান্ত কমিশন (১৯৫৯), বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৭৬), পরিবেশ রক্ষার্থে স্টকহম সম্মেলন (১৯৭২), নারী জাতির প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮১), দৈহিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুর শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮৪) ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কনভেনশন (১৯৮৬) ছাড়াও ৯০'র দশকে এবং নতুন সহস্রাব্দে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নানা উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ দেখা যায় যা মানব অধিকারকে পুষ্ট করে। তাছাড়া, Amensty International ও Human Rights Watch সহ বিভিন্ন মানব অধিকার নিয়ে কর্মরত বেসরকারী সংগঠনও মানব অধিকার রক্ষা করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে মিলেনিয়াম উদ্দেশ্য সমূহের ঘোষণা এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘোষণা মানব অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মানব অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিকোণও (Human Rights Based Approach) মানব অধিকারের বিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

1.4.1 মানব অধিকারের প্রজন্মসমূহ

তাত্ত্বিক দিক থেকে বিকাশের এই পথকে রাষ্ট্রতত্ত্বের পর্যালোচকগণ তিনটি প্রজন্মে ভাগ করেছেন আবার কোনও কোনও গবেষক চারটি প্রজন্মে ভাগ করেছেন। প্রাথমিক পর্বে 'প্রাকৃতিক আইন' (Natural Law) এবং 'প্রাকৃতিক অধিকার' (Natural Rights) কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানব অধিকার মূলত ব্যক্তি মানুষের 'পৌর ও রাজনৈতিক' অধিকারগুলিকে গুরুত্ব দিত। নেতিবাচক চরিত্রের এই অধিকারগুলো মূলত রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার 'ইতিবাচক' অধিকারের হাত ধরে 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' মানব অধিকারের ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে। এখানে মূলত 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক' অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই দুই প্রজন্মের বিকাশের পথে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয় মানব অধিকারের বিষয়বস্তু ও চরিত্র নিয়ে। ফলে বিবর্তন পথে সত্ত্বা রাজনীতিকে গুরুত্ব দেওয়ার বাইরে সম্প্রদায়কে এবং সাম্প্রদায়িক অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাকে মানব অধিকারের তৃতীয় প্রজন্মে প্রবেশ বলা যেতে পারে। এখানে তালিকায় নতুন নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এর চরিত্রকে পাল্টে দিয়েছে ফলে মানব অধিকার আলোচনায় সাবেকি উদারবাদী কিংবা উনবিংশ শতকের সমাজবাদী ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সম্প্রদায়বাদী ধারা নতুন নতুন বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে। এছাড়াও অতি সম্প্রতি না—মানুষের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে বাস্তুতন্ত্র রক্ষার কথা এবং সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে সামনে আনা হয়েছে যা মানব অধিকারের চতুর্থ প্রজন্ম বলে বেশ কিছু তাত্ত্বিক বলেছেন।

বিবর্তনের পথে মানব অধিকার গতিশীল এবং আরও নতুন তত্ত্ব ও উদ্যোগ তৈরী হবে—এ আশা করা যায়। আসলে মানব অধিকার আজকের বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ বিষয় কারণ সার্বিকভাবে ব্যক্তি মানুষ তথা মানবকে বাদ দিয়ে কিছুই আলোচনা করা সম্ভব নয় ফলে যা কিছু মানুষকেন্দ্রিক তাই মানব অধিকারের—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

1.5 মানব অধিকার: বিবিধ দৃষ্টিকোণ

মানব অধিকার মূলত মানুষের মর্যাদা ও ভালো থাকার কথা বলে। কিন্তু দেশ, কাল ও সমাজ ভেদে মানব অধিকারের চরিত্রের মধ্যে একটা ব্যবধান লক্ষিত হয় যা সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যদিও মানব অধিকার চরিত্রের দিক থেকে সর্বজনীন। তাই এই আলোচনায় বিশ্বজনীনতা (Universality) বনাম স্থানিকতার (Particular) বিতর্ক আছে। এ ক্ষেত্রে মূলত তাত্ত্বিক চর্চার ঘরানায় বেশ কিছু দৃষ্টিকোণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সংক্ষেপে এখানে তার কয়েকটি আলোচনা করব।

1.5.1 উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ

মানব অধিকারের আলোচনার প্রাণ বিষয় উদারনৈতিক দর্শনের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবাদী চেতনা নিহিত। যুক্তির মুক্তি সহ ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তিগণের মধ্যে সমতা ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার কথা বলে। জন লক, বেন্থাম, বার্কার, ল্যাস্কি, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ এই ধারার চিন্তক। মূলত পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারকে এরা তুলে ধরতে চান। যার অন্যতম হল—

- জীবনের অধিকার
- স্বাধীনতার অধিকার
- নিরাপত্তার অধিকার

- যোগাযোগের অধিকার
- সম্পত্তির অধিকার
- চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার
- বিবেকের স্বাধীনতা
- দাসত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
- নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ অথবা মর্যাদা হানিকর ব্যবহার ও শাস্তির বিরুদ্ধে অধিকার
- স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকার
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার
- স্বাধীনভাবে যাতায়াতের অধিকার
- বিধি বহির্ভূতভাবে কাউকে গ্রেপ্তারি, নজরবন্দি বা নির্বাসন থেকে সুরক্ষা
- ভোট দানের অধিকার
- নির্বাচিত হওয়ার অধিকার
- সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার
- স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে ন্যায়সঙ্গত বিচারের সুযোগ পাওয়ার অধিকার
- স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংগঠন গড়ার অধিকার।

এই সকল অধিকার সহ ব্যক্তি মর্যাদা রক্ষার নানা দিক উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণে লক্ষণীয়। ব্যক্তির জীবনের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকারের পক্ষে এরা ওকালতি করেন।

1.5.2 মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ

মার্ক্সবাদীরা মানব অধিকার আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্থানে সামগ্রিক সমাজ কল্যানের কথা বলেছেন যেখানে ব্যক্তি তাঁর অধিকারগুলি ভোগ করতে পারবে। কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেলস প্রমুখের চিন্তায় এই ধারা পুষ্ট হয়েছে। কার্ল মার্ক্স বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টি থেকে মানব অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী বিপ্লবীগণ অধিকারের যে অহস্তান্তরযোগ্য ও অনির্দেশ সংবলিত চরিত্র বর্ণনা করেছেন তা অনেকাংশে মিথ্যা। জার্মানিতে ইহুদি নির্যাতন ও নিধনের পটভূমিতে তাঁর মতও একজন সাধারণ ইহুদি নাগরিকের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ফরাসি দেশে ঘোষিত মানব অধিকারের ঘোষণাপত্র কতটা কার্যকর—এ প্রশ্ন যে মার্ক্সকে কোনো ভাবে কম পীড়িত করেনি তা তাঁর On Jewish Question গ্রন্থে দেখা যায়। তাঁর ধারনায় মানব অধিকার একটি নিছক বুর্জোয়া ধারনা যা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণির আধিপত্যবাদী অবস্থান ও অধিকার রক্ষা ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। আসলে মার্কসবাদী ধারনায় মানব অধিকার হল শাসক শ্রেণীর নির্ধারিত সমাজ ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবর্গের অধিকার। শোষণমূলক সমস্ত প্রকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অবলুপ্তির মাধ্যমে মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অধিকার চরিত্রগতভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ও সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতি। মার্ক্স মনে করতেন স্বাধীনতা, সাম্য, সম্পত্তি ইত্যাদির অধিকার সমাজের কিছু মুষ্টিমেয়

ব্যক্তির জন্য, সকলের জন্য নয়। এই অর্থে অধিকার সমূহের কোনো চিরন্তন সত্তা নেই, এগুলোর চরিত্র প্রত্যক্ষবাদী এবং সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। মার্ক্সবাদীরা মূলত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে গুরুত্ব দেন যার অন্যতম হল—

- কাজের অধিকার
- স্বেচ্ছায় কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করার অধিকার
- কাজের ন্যায্য ও সুষ্ঠু পরিবেশের অধিকার
- সমান কাজের জন্য এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার
- স্বাধীনভাবে কোনো শ্রমিক সংগঠন করা এবং স্বেচ্ছায় তাতে অংশগ্রহণ করার অধিকার।
- জীবন যাত্রার উপযুক্ত মানের অধিকার
- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার
- শিক্ষালাভের অধিকার
- স্বাস্থ্যলাভের অধিকার
- বিবাহের অধিকার ও পরিবার গঠনের অধিকার
- সামাজিক সুরক্ষার অধিকার
- সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার
- শিল্পকলায় অংশগ্রহণের অধিকার
- বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার
- সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংরক্ষণের অধিকার ইত্যাদি।

আসলে মার্ক্সীয় দর্শন বীক্ষণে সামগ্রিক ভাবে সকলের উন্নয়ন ও বিকাশ তথা অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়।

1.5.3 গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ

গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ পাশ্চাত্য প্যারাডাইমের বাইরে গিয়ে প্রাচ্যের চোখে মানব অধিকার বিশ্লেষণে প্রয়াসী। মূলত কর্তব্যকে সামনে রেখে ও সেবার মধ্য দিয়েই মানব অধিকার লাভ সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। একবার *হরিজন* পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন ''যুবা বয়সে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্যে আমার জীবন শুরু হয়েছিল। তবে অনতিবিলম্বে আমি উপলব্ধি করলুম যে আমার কোনো রকম অধিকারই নেই—কারুর ওপর এমনকি আমার স্ত্রীর ওপরেও নেই। এভাবে আমি উপলব্ধি করলুম—আমার স্ত্রী, আমার ছেলে মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী আর সমাজের আমার প্রতি কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই আজ আমি এটা বুঝতে পারছি যে আমার অধিকারই অনেকের চেয়ে বেশি—আমার মনে হয় কোনো মানুষের চাইতে আমার অধিকার কম নয়। যদিও কেউ এটা লম্বা-চওড়া দাবি বলে গণ্য করে তবুও আমি বলব, আমার চাইতে বেশি অধিকার ভোগ করছে এমন মানুষ কেউ আছে, কি-না, তা জানি না''। [As youngman I began my life by seeking to assert my rights, and soon I discovered that I had none not even over my wife!So, I began discovering and performing my duty by my wife, my children, friends, companions and society and I find today that I have greater rights, perhaps than

any living man I know. If this is a tall claim, than I say, I do not know any man who possesses greater right than I."

আসলে গান্ধীজী কর্তব্যের আলোকে অধিকারকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। ফলে গান্ধীজির মননে অধিকার বোধ মূলত আত্মোপলব্ধি এবং সত্যের পথে চালিত হওয়ার উপর ভিত্তিশীল। তিনি যে বিষয়গুলি ভেবেছেন, সূত্রাকারে সেগুলির অন্যতম হল—

- শান্তির অধিকার
- আত্ম-নির্ধারণের অধিকার
- প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণের অধিকার
- স্থিতিশীল উন্নয়নের অধিকার
- গ্রামীণ বিকাশের অধিকার
- সার্বজনীন ও সামগ্রিক উন্নয়নের অধিকার ইত্যাদি।

উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণগুলি ছাড়াও বর্তমানে মানব অধিকার সন্দর্ভে উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-আধুনিক ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

1.6 ভারতে মানব অধিকার: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মাপকাঠিতেই মানুষ তার পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ করতে পারে। মানুষ একজন মানুষ হিসেবে যে অধিকারগুলি দাবী করে সেগুলিই হল মানব অধিকার। অন্যভাবে বলা যায় যে, যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষণের অপেক্ষা রাখে না তাহাই হল মানব অধিকার। সংজ্ঞাগতভাবে মানব অধিকার বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মানুষের স্বাধীন বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উদ্বোধনের জন্য কতকগুলি মৌলিক শর্তের প্রয়োজন। এই সব শর্তের বিদ্যমানতাই মানব অধিকার। মানব অধিকার অনড় নয়, গতিশীল। কেবল বাঁচার অধিকার, জীবনের অধিকার, রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার নিয়ে থেমে থাকলে চলবে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারকে বাদ দিয়ে মানব অধিকার পরিপূর্ণ হতে পারে না। 'উন্নয়নের অধিকার' ও বর্তমানে মানব অধিকার রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে। ভালোভাবে বাঁচার অধিকারই মানব অধিকার। ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের বহুমুখী অবস্থানের সহাবস্থান কাম্য। তাহলেই মানুষের জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত সব যুগেই সবরকম হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মানব অধিকার হল মানুষের রক্ষাকবচ।

অধিকার রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত কিন্তু মানব অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষণের অপেক্ষা রাখে না। মানব অধিকার বলতে আমরা বুঝি সেই সব অধিকারকে যা ব্যতিরেকে একজন 'মানুষ' হিসেবে বাঁচতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের সব অধিকারগুলি সমান ভাবে রাষ্ট্রকর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। কোনো দেশের লিখিত সংবিধান হচ্ছে সেই দেশের মৌলিক আইন। এই লিখিত সংবিধানে যে সব মানব অধিকারকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং এর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র সেই সব মানব অধিকারকে আমরা মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করতে পারি। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে অন্যান্য

অনেক দেশের সংবিধানের তুলনায় অধিকতর মানব অধিকারের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে মানব অধিকারের উপস্থিতি আমরা সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকারের বিভিন্ন ভাষ্যে লক্ষ্য করি। তাছাড়া, সংবিধানের বহু অংশে মানব অধিকারের রক্ষার বহুবিধ দিক উপস্থিত। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে, বিভিন্ন সময়ে কমিশন গঠন করে মানব অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারত রাষ্ট্র মানব অধিকার সুরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে যার অন্যতম হল ১৯৯৩ সালে জাতীয় মানব অধিকার কমিশন গঠন এবং রাজ্যগুলিতে রাজ্য মানব অধিকার কমিশন গঠন এবং জেলাগুলিতে একটি করে মানব অধিকার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিকেন্দ্রীকরণ, খাদ্যের অধিকার, গার্হস্থ হিংসা প্রতিরোধ, তথ্য জানার অধিকার, শিক্ষার অধিকার সহ কাজের অধিকারের স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নানা পরিসরে মানব অধিকার রক্ষায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

যদিও, বাস্তবে মানব অধিকার লঙ্ঘনের নানাবিধ চিত্র ফুটে ওঠে। আমরা দেখি জীবনের অধিকার অবমাননার নানা দিক, ন্যায় বিচার লাভের ক্ষেত্রে সংকট, নারী, শিশু, জেল বন্দীদের অধিকার সমস্যায়িত। এমনকি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যার সামগ্রিক সুরাহা এখনও হয়নি। ফলে মানব অধিকার লঙ্ঘনের কাহিনী সুদীর্ঘ। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছে। আবার পৌর সমাজ ও মানব অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছে যা আশার আলো ও মানব অধিকার রক্ষার যথার্থ দিশা দেখাবে।

1.7 মূল্যায়ন

আসলে মানব অধিকার আজকের বিশ্বের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সার্বিকভাবে ব্যক্তি মানুষ তথা মানবকে বাদ দিয়ে কিছুই আলোচনা করা সম্ভব নয় ফলে যা কিছু মানুষ কেন্দ্রিক তাই মানব অধিকারের বিষয়—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

1.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১। মানব অধিকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লেখ।

২। মানব অধিকারের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে লেখ।

৩। মানব অধিকারের বিভিন্ন প্রজন্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। মানব অধিকারের দৃষ্টিকোণগুলি বর্ণনা কর।

৫। ভারতে মানব অধিকারের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা চিহ্নিত কর।

1.9 সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী

অনুরাধা চট্টোপাধ্যায় (২০১৫) *প্রসঙ্গ মানব অধিকারঃ তত্ত্ব ও সত্য*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা।

ইয়াসিন খান, সম্পাদিত (২০১৫) *মানব অধিকারঃ নানাদিক*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

পায়েল রায় চৌধুরী (২০১৫) *মানব অধিকার ও মানব উন্নয়ন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

রতনতনু ঘোষ, সম্পাদিত (২০১২) *মানব অধিকার ও সুশাসন*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

Basu, Durga Das (1994) Human Rights in Constitutional Law, Prentice-Hall of India, New Delhi.

Harijan 13 October,1940 and also available at: http://www.mkgandhi.org/thiswasbapu/134rightsandduties.htm; accessed on: 08.02.2022.

Laski, Harold J (1925) A Grammar of Politics, George Allen and Unwin LTD, New Haven, Yale University Press.

Manisha Priyam, Krishna Menon and Madhulika Banerjee (2009) Human Rights, Gender and the Environment, Pearson, Delhi.

Nickel, James W. (1987) Making Sense of Human Rights, Lexington Books, Lexington, Massachusetts.

Rachna Suchinmayee (2008) Gender, Human Rights and Environment, Atlantic, New Delhi.

Tapan Biswal (2006) Human Rights, Gender, Environment, Viva Books, New Delhi.

Upendra Baxi (2002) The Future of Human Rights, OUP, New York

Upendra Baxi (2007) Human Rights In A Post Human World, OUP, New Delhi.

Unit-2

Human Rights: International and National Dimentions

Structure

2.1 Objectives

2.2 Introduction

2.3 Human Rights—Definition, Types and Generations

2.3.1 Definition of Human Rights

2.3.2 Types of Human Rights

2.3.3 Three Generations (Phases) of Human Rights

2.4 International arrangements to protect the human rights

2.4.1 Main UN International Human Rights Conventions and Protocols

2.4.2 Other UN Human Rights and Related Conventions

2.5 Constitutional provisions and legal arrangements in India regarding protection of human rights

2.5.1 Constitutional provisions

2.5.2 Legal and Judicial arrangements

2.6 Concluding observation

2.7 Self assessment questions

2.8 Suggested readings

2.1 Objectives

The primary objective of this unit is to help the reader understand the i) basic concept of human rights and its variations; ii) international arrangements to protect the human rights; iii) constitutional provisions and legal arrangements in India regarding protection of human rights followed by general iv) concluding remarks.

2.2 Introduction

Human rights are basic rights and freedoms to which all humans are entitled.[1] The first sentence of the universal declaration of Human rights states, respect for human rights and human dignity "is the foundation of

[1]Claphan, Andrew (2007), *Human Right: A Very Short Introduction*, Oxford, New York, p23

freedom, justice and peace in the world."[2] The greatest need today is to amplify awareness about human rights because every conscious individual ceases to be a potential violator and instead becomes a potential protector. For a large section of the world, human right is related to food, shelter, education, employment and health. Naturally, it is essential to increase true awareness about human rights amongst people, to address gross human rights violations.

2.3 Human Rights—Definition, Types and Generations

2.3.1 Definition of Human Rights

Human rights are those universal rights that people should be enjoyed and entitled as human beings. It should be noted that like general rights human rights are not, always, granted by any state. They range from the most fundamental - the right to life - to those that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health, and liberty. Regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status - those universal rights are **natural** to us all.

Prof Amartya Sen observed that, "The invoking of human rights tends to come mostly from those who are concerned with changing the world rather than interpreting it…The colossal appeal of the idea of human rights [has provided comfort to those suffering] intense oppression or great misery, without having to wait for the theoretical air to clear." "Even though human rights can, and often do, inspire legislation, this is a further fact, rather than a constitutive characteristic of human rights."[3]

Thus, 'human rights can commonly be understood, "as being those rights which are inherent in the mere fact of being human. The concept of human rights is based on the belief that every human being is entitled to enjoy her/his rights without discrimination. Human rights differ from other rights in two respects. Firstly, they are characterised by being:

- Inherent in all human beings by virtue of their humanity alone (they do not have,e.g., to be purchased or to be granted);
- Inalienable (within qualified legal boundaries); and
- Equally applicable to all.

Secondly, the main duties deriving from human rights fall on states and their authorities or agents, not on individuals.

One important implication of these characteristics is that human rights must themselves be protected by

[2] Preamble; The Universal Declaration of Human Rights, 1948.

[3] Retrieved from https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/134/2018/06/Marks-and-Henson-Human-Rights-and-Development_July-5-2018.pdf (Accessed on 12th October, 2021)

law (‘the rule of law’). Furthermore, any disputes about these rights should be submitted for adjudication through a competent, impartial and independent tribunal, applying procedures which ensure full equality and fairness to all the parties, and determining the question in accordance with clear, specific and pre-existing laws, known to the public and openly declared.

The idea of basic rights originated from the need to protect the individual against the (arbitrary) use of state power. Attention was therefore initially focused on those rights which oblige governments to refrain from certain actions. Human rights in this category are generally referred to as ‘fundamental freedoms’. As human rights are viewed as a precondition for leading a dignified human existence, they serve as a guide and touchstone for legislation.

The specific nature of human rights, as an essential precondition for human development, implies that they can have a bearing on relations both between the individual and the state, and between individuals themselves. The individual-state relationship is known as the ‘vertical effect’ of human rights. While the primary purpose of human rights is to establish rules for relations between the individual and the state, several of these rights can also have implications for relations among individuals. This so-called ‘horizontal effect’ implies, among other things, that a government not only has an obligation to refrain from violating human rights, but also has a duty to protect the individual from infringements by other individuals.”[4]

There is no consensus on the specific meaning of Human Rights at different levels. However, the ‘tripartite typology’ presented by Henry Shue[5] is known today in more crisp terms as the obligations ‘*to respect*’, ‘*to protect*’, and ‘*to fulfil*’. This means the state should – 1. refrain from any measure that may deprive individuals; 2. provide access to legal remedies when violations have occurred in order to prevent further deprivations; and 3.perform the duty to fulfil (protect) economic, social, political and cultural rights.’

2.3.2 Types of Human Rights

a) Individual (civil) rights—life, liberty, and security of the person; privacy and freedom of movement; ownership of property; freedom of thought, conscience, and religious belief and practice; prohibition of slavery, torture, and cruel or degrading punishment.

b) Rule of law—equal recognition before the law and equal protection of the law; effective legal remedy for violation of rights; impartial hearing and trial; presumption of innocence; and prohibition of arbitrary arrest.

c) Rights of political expression—freedom of expression, assembly, and association; the right to take part in government; and periodic and meaningful elections with universal and equal suffrage.

d) Economic and social rights—an adequate standard of living; free choice of employment; protection

[4]Retrieved from https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/definitions-and-classifications (Accessed on 12th October, 2021)

[5]Shue, Henry (1980), Basic Rights: *Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy: 40th Anniversary Edition, Princeton University Press, U.S.*

against unemployment; "just and favourable remuneration"; the right to form and join trade unions; "reasonable limitation of working hours"; free elementary education; social security; and the "highest attainable standard of physical and mental health."

e) Rights of communities—self-determination and protection of minority cultures.

2.3.3 Three Generations (Phases) of Human Rights

i) Enlightenment (17th-18th Century) : The first tier or "generation" consists of civil and political rights and derives primarily from the seventeenth and eighteenth-century political theories noted earlier which are associated with the English, American, and French revolutions. Think "life, liberty, and the pursuit of happiness." This approach favours limiting government by placing restrictions on state action. The rights set forth in Articles 2-21 of the Universal Declaration of Human Rights include: freedom from discrimination; freedom from slavery; freedom from torture and from cruel, inhuman, or degrading treatment; freedom from arbitrary arrest and detention; the right to a fair and public trial; freedom of thought, conscience, and religion; freedom of opinion and expression; and the right to participate in government through free elections.

ii) Socialist tradition (19th century) : The second generation of rights broadens the primarily political focus of earlier views to include economic, social, and cultural rights. This view originates primarily in the socialist traditions of Marx and Lenin. According to this view, rights are conceived more in positive rather than negative terms, and thus encourage the intervention of the state. Illustrative of these rights are Articles 22-27 of the Universal Declaration of Human Rights. They include the right to social security; the right to work; the right to a standard of living adequate for the health and well-being of self and family; and the right to education.

iii) The third generation of "solidarity rights" (20th century) : These views are a product of the rise and decline of the nation-state in the last half of the twentieth century. These rights have been championed by the Third World and remain somewhat controversial and debated. The specific rights include the right to political, economic, social, and cultural self-determination; the right to economic and social development; and the right to participate in and benefit from "the common heritage of mankind."

2.4 International arrangements to protect the human rights

Law is the basis to protect the rights of the individual, so as the human rights. Without legal bindings human rights will be mere a notion of discussion. Thus efforts have been made organisationally for the formation of international arrangements to protect the rights of the individuals, groups and various sections of the society. United Nation being the international organisation initiated many arrangements in this regard.

The Universal Declaration **of Human Rights (UDHR) 1948** was the first comprehensive expression of the basic (human) rights and fundamental freedoms to which all human beings are entitled.It has been

referred as the foundational document regarding international human rights law. It is also declared as humanity's Magna Carta by Eleanor Roosevelt, who chaired the United Nations (UN) Commission on Human Rights that was responsible for the drafting of the document. The UDHR comprises 30 articles that contain a comprehensive listing of key civil, political, economic, social, and cultural rights.

Other than this following are the other important international arrangements or instruments for the protection of human rights:

- **1948 Genocide Convention :** The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted by the UN in an effort to prevent atrocities, such as the Holocaust, from happening again. The Convention defines the crime of genocide.
- **1951 Refugee Convention :** The Convention Relating to the Status of Refugees protects the rights of people who are forced to flee their home country for fear of persecution on specific grounds.
- **1960 Discrimination in Employment Convention :** The International Labour Organisation Discrimination (Employment and Occupation) Convention (No. 111) prohibits discrimination at work on many grounds, including race, sex, religion, political opinion and social origin.
- **1966 Racial Discrimination Convention :** The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) obliges states to take steps to prohibit racial discrimination and promote understanding among all races.
- **1966 Economic, Social and Cultural Rights Covenant :** The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) protects rights like the right to an adequate standard of living, education, work, healthcare, and social security. The ICESCR and the ICCPR (below) build on the Universal Declaration of Human Rights by creating binding obligations for state parties.
- **1966 Civil and Political Rights Covenant :** Human rights protected by the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) include the right to vote, the right to freedom of association, the right to a fair trial, right to privacy, and the right to freedom of religion. The First Optional Protocol to the ICCPR creates a mechanism for individuals to make complaints about breaches of their rights. The Second Optional Protocol concerns abolition of the death penalty.
- **1979 Discrimination against Women Convention :** Under the Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW), states must take steps to eliminate discrimination against women and to ensure that women enjoy human rights to the same degree as men in a range of areas, including education, employment, healthcare and family life. The Optional Protocol establishes a mechanism for making complaints.
- **1984 Convention against Torture :** The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or other Degrading Treatment of Punishment (CAT) aims to prevent torture around the world. It requires states to take steps to eliminate torture in within their borders. And it prohibits states from sending

a person to another country where he or she would be in danger of being subjected to torture.

- **1989 Children's Convention :** The Convention on the Rights of the Child (CRC) states that children are entitled to the same human rights as all other people. It also creates special rights for children, recognising their particular vulnerability, such as the right to express their views freely, and that decisions affecting children must consider the best interests of the child.There are two Optional Protocols, one on child prostitution and pornography and another on the involvement of children in armed conflict.
- **1989 Indigenous Peoples Convention :** The International Labour Organisation's Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169) aims to protect the rights of Indigenous and tribal peoples around the world. It is based on respect for the right of Indigenous peoples to maintain their own identities and to decide their own path for development in all areas including land rights, customary law, health and employment.
- **1990 Convention on Migrant Workers :** The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families aims to ensure that migrant workers enjoy full protection of their human rights, regardless of their legal status.
- **2006 Convention on Persons with Disabilities :** The Convention on the Rights of Persons with Disabilities aims to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights by persons with disability. It includes the right to health, education, employment, accessibility, and non-discrimination. The Optional Protocol establishes an individual complaints mechanism.
- **2007 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples :** This Declaration establishes minimum standards for the enjoyment of individual and collective rights by Indigenous peoples. These include the right to effectively participate in decision-making on matters which affect them, and the right to pursue their own priorities for economic, social and cultural development."

2.4.1 Main UN International Human Rights Conventions and Protocols

"ICERD – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination -

Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965entry into force 4 January 1969.

ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights - Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966

entry into force 23 March 1976.

ICESCR – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 3 January 1976.

CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-On 18

December 1979, the Convention was adopted by the United Nations General Assembly. It entered into force as an international treaty on 3 September 1981 after the twentieth country had ratified it. By the tenth anniversary of the Convention in 1989, almost one hundred nations have agreed to be bound by its provisions.

CAT – Convention against Torture -Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into force 26 June 1987.

CRC – Convention on the Rights of the Child - Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990."

2.4.2 Other UN Human Rights and Related Conventions

"Convention relating to the Status of Refugees (and its 1967 Protocol) -Grounded in Article 14 of the Universal Declaration of human rights 1948, which recognizes the right of persons to seek asylum from persecution in other countries, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, adopted in 1951, is the centrepiece of international refugee protection today.(1) The Convention entered into force on 22 April 1954, and it has been subject to only one amendment in the form of a 1967 Protocol, which removed the geographic and temporal limits of the 1951 Convention.

Convention on the Reduction of Statelessness -The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness are the key international conventions addressing statelessness. They are complemented by international human rights treaties and provisions relevant to the right to a nationality.

Rome Statute of the International Criminal Court - The Rome Statute of the International Criminal Court was adopted at a diplomatic conference in Rome, Italy on 17 July 1998[6][7] and it entered into force on 1 July 2002.It is often referred to as the International Criminal Court Statute or the Rome Statute and was established the International Criminal Court (ICC).

United Nations Convention against Transnational Organised Crime - The Convention was adopted by a resolution of the United Nations General Assembly on 15 November 2000. UNTOC which is also called the Palermo Convention is a United Nations-sponsored multilateral treaty against transnational organized crime.

Along with the aforementioned arrangements, the International Labour Organization (ILO) as a United Nations agency mandates for social and economic justice through setting international labour standards, for the protection of Human Rights of the labours.ILO was founded in October 1919 under the League of Nations and is the first and oldest specialised agency of the UN. The ILO's labour standards are aimed at ensuring accessible, productive, and sustainable work worldwide in conditions of freedom, equity, security and dignity."

There are many other specialised UN bodies and conventions for the protection of human rights of various sections of the society. However, country wise, one can hardly find any measures undertaken to implement these international instruments in the true sense. Widespread debates over the proper implementation

and relevance of international law prevails worldwide. No nation undermining their sovereignty and national interest would follow the international guidelines. Thus these instruments are merely implemented properly, but mostly remain in papers.

2.5 Constitutional provisions and legal arrangements in India regarding protection of human rights

The Protection of Human Rights Act, 1993 defines Human Rights as: "human rights" means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India".

"As world's largest democracy, India has played an exceptionally andconsiderable role in the promotion of the cause of human right. Indian Constitution has incorporated a declaration of rights in the name of fundamental rights.

2.5.1 Constitutional provisions

After Independence, In India most important pronouncement on human rights came in the pages of objectives Resolution moved by Jawaharlal Nehru in 1946. Through, the Fundamental Rights and the Directive Principles, of the Constitution of India, almost entire field of the Universal Declaration of Human Rights has been materialised. In short, the objectives resolution forms the basis for the incorporation of various provisions of the Constitution.

The Preamble to the Constitution is of supreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the Preamble.

The distinctattribute of the Indian Constitution is that a large part of human rights are named as Fundamental Rights, and the Rights to enforce Fundamental Rights itself have been made a Fundamental Rights.

Fundamental Rights provided by Indian Constitution are—

- Right to Equality (Article 14-18)
- Right to Freedom (Article 19-22)
- Right Against Exploitation (Article 23-24)
- Right to Freedom of Religion (Article 25-28)
- Cultural and Educational Rights (Article 29-30)
- Right to Constitutional Remedies (Article 32

2.5.2 Legal and Judicial arrangements

From time to time, the Government of Indiaformulate laws for the protection of Fundamental Rights. For

e.g. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. Article 17 of the constitution abolishes the practice of untouchability.To make untouchability law further strong, parliament passed Untouchability Act in 1955 which came into force 1st June 1955.

- Right to life (Article21) has a much wider meaning which includes Right to leave with human dignity, Right to livelihood, Right to pollution free air.
- The constitution 86th Amendment Act 2002 enshrined Right to Education as a Fundament Right under the Article21A.
- The Equal Remuneration Act 1976 was enacted in pursuance of Article 39 of the Constitution of India, which envisages that the state shall direct its policy, among other things towards securing that there is equal pay for equal work for both men and women.
- The 73rd Constitutional Amendment for the increased participation of women in pre political institutions at the local government which is good example of enhancing women rights and equal representation.
- There are recent legislations of Indian states which depicts the acceptance of the reality prevailing in today's society. Some of them are the National Food Security Act 2013 and National Rural Employment Guarantee Act 2005. The former provides for food and national security to the weaker sections of the society and the latter provides for enhancement of livelihood security of the households in the rural areas. The aims behind passing such legislative measures are to provide a hand of support to the poor and the marginalized.
- Social factor like caste system poses a serious threat to human rights in India. Along with Article 15, 16 and 17, various constitutional provisions have also been provided to safeguard the scheduled castes and scheduled tribes and there are also certain acts to do the same such as Protection of Civil Rights Act, 1955, The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1989, The Bonded Labour System (Abolishment) Act, 1976, The Child Labour Act, 1986, The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act, 1993.

In our Country judiciary is known as the independent wing of government. Judiciary is the protector of Fundamental Rights. The Supreme Court and the High court can issue writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibitions, Qua Warranto, and Certiorari) to the government for enforcement of rights.

- The Supreme Court gave a historical decision in Kesavananda Bharti case (1972-73). The court said that these are certain basic features of the constitution and these cannot be changed by Parliament.
- Judiciary has made immense contribution to strike the balance between discrimination caused to the working women and availing them of justice against such discrimination.
- In the case of Air India vs. Nergesh Meerza (Air Hostesses case). The Supreme Court invalidates the condition that terminated her services on her pregnancy.

- In 1997, the Supreme Court passed a landmark judgement in the same Vishaka case laying down guidelines to be followed by establishment in dealing with complaints about sexual harassment.
- In the case of Maneka Gandhi Vs. Union of India (1978) Supreme court held that right to travel abroad is well within the ambit of Article 21 (Right to Life). The Supreme Court ordered that, Article 21 guaranteed the Right to Life is not only against the arbitrary action of the executive but against Legislative action too.

Thus Judiciary played a crucial role in the protection of Fundamental Rights as well as to empower the Rights.Courts are the main mechanism for the enforcement of Human Right. Judiciary apart, there are specializing bodies that have been created by the Parliament to deal with rights issues.

The National Rights Commission of India (NRCH) is a statutory public body Constituted on 12th day of October 1993 under the protection of Human Rights ordinance of 1993 for the protection of Human Rights of Indians."

It is noteworthy to mention here that, "India had signed the Universal Declaration on Human Rights January 01, 1942. Part III of the Constitution India 'also referred as magna carta' contains the Fundamental rights. These are the rights which are directly enforceable against the state in case of any violation. Article 13(2) prohibits state from making any law in violation of the Fundamental Rights. It always provides that if a part of law made is against the Fundamental Rights, that part would be declared as void. If the void part cannot be separated from the main act, the whole act may be declared as void."

In the case of Keshvanand Bharti v. State of Kerela, the apex court observed: "The Universal Declaration of Human Rights may not be a legally binding instrument but it shows how India understood the nature of human rights at the time the Constitution was adopted."

2.6 Concluding observation

Ethics, morality, transparency and accountability are the key determinant to strengthen the foundation of human rights. Indians have Right to Information (2005) but we have not been informed about our rights properly. Government is the institution for the recognition and protection of rights. However we have witnessed that authority kept their silence on mob lynching, burning a human on the ground of his religion, communal hatred, political violence, corruption and so on so forth. In most of the cases rights are remains in paper. Thus, Government of India must strictly adhere to the laws related to human rights and follow them rigorously.

India being a core human rights treaty (UDHR) member brings all those laws and implements in India. Therefore the rights in Indian Constitution are the human rights that are similar with what international treaties have. The jurisdictions of these fundamental rights are with the Supreme Court and High Courts in India. Along with the judicial activist role of the courts Government must ensure to eradicate poverty, stop

corruption, end political violence, and ensure the fundamental principal of the constitution of India by protecting the various types of rights. One should not jeopardised national security and human rights, as this becomes a popular trend in new India. However we, the people of India mustundo any attitude from any part of the authority or individual which undermine the human rights of the people.

2.7 Self Assessment Questions

1. Write a brief note on Human Rights, highlighting is variations.
2. Briefly discuss three generations (Phases) of human rights
3. Discuss the important international arrangements or instruments for the protection of human rights.
4. Analyse the Constitutional provisions in India in regard to human rights.
5. Examine the Legal instruments or provisions available in India for human rights.
6. Write a note on the role of Judiciary for the protection of human rights.

2.8 Suggested Readings

Bajwa (1995). "Human Rights in India," New Delhi, Anmol Publication.

Claphan, Andrew (2007), *Human Right: A Very Short Introduction,* Oxford, New York

Kalse, Anant (2016), A brief lecture on "Human Rights in the Constitution of India", available at: http://mls.org.in/books/H-2537%20Human%20Rights%20in.pdf.'

Kaur, Amartish (2017), "Protection of Human Rights in India – A Review", Jamia Law Journal, Vol.2.

Meen Kumar Alok (2014). "Human Rights in India : Concepts and Concerns," Jaipur (Raj) India, Pointer Publishers,

Saumendra Das and N.Saibabu (2014), "Indian Constitution: An Analysis of the Fundamental Rights and the Directive Principles", ARS – Journal of Applied Research and Social Sciences, Vol.1, Issue.17, December 2014, ISSN 2350-14723.

Shue, Henry (1980), Basic Rights: *Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy: 40th Anniversary Edition, Princeton University Press, U.S.*

South Asia Human Right Documentation Centre (2006). "Introducing Human Rights" An overview including Issues of Gender Justice, Environmental and consumer Law, Oxford University Press.

Unit-3

ভারতীয় সংবিধান এবং মানবাধিকার

বিষয়সূচি :

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 ভূমিকা

3.3 ভারতের সংবিধান এবং মানবাধিকারের ধারণা

3.4 ভারতীয় সংবিধান এবং মানবাধিকারের বাস্তবায়ন

3.5 রাজনৈতিক সামাজিক ও নাগরিক অধিকার

3.6 অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

3.7 ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি এবং মানবাধিকার

3.8 ভারতের সংবিধান এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইনসমূহ

3.9 উপসংহার

3.10 গ্রন্থপঞ্জী

3.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানবেন—

[1] ভারতের সংবিধানের উপর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রভাব।

[2] ভারতের সংবিধানে কিভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বাস্তবায়িত হয়েছে।

[3] সংবিধানে কিভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়িত হয়েছে।

[4] নির্দেশমূলক নীতিসমূহর উপর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রভাব।

[5] বিভিন্ন সময়কালে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন।

[6] মানবাধিকার সংরক্ষণে ভারত সরকারের নানা উদ্যোগ।

3.2 ভূমিকা

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটি (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) ১৯৪৮ সালের জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অন্যদিকে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রত্যেক মানুষ যে আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য সেদিকে আলোকপাত করা হয় এবং বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারত দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিকতার পরাধীনতায় আবদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এবং জাতীয় নেতৃত্ববৃন্দ স্বাধীনোত্তরকালে দেশের প্রত্যেক মানুষকে শোষণ, অবহেলা, অসাম্য, অমর্যাদা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে ভারতবাসীদের কল্যাণ এবং মানবাধিকারকে বাস্তবায়নের স্বার্থে ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫নং ধারায় মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূল ভারতীয় সংবিধানটিতে সাতটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলিকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য সংসদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ৩৩ থেকে ৩৫নং অনুচ্ছেদে। অন্যদিকে, সংবিধানের ৩৫ থেকে ৫১নং অর্থাৎ ১৬টি ধারার মধ্যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ উল্লেখিত রয়েছে। মূল সংবিধানে ১৩টি নির্দেশমূলক নীতি ছিল। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আরও ৪টি নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে ভারতীয় সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়। সংবিধানের ৩৭নং ধারা অনুসারে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হিসাবে গণ্য করা হয়, কিন্তু এই নীতিগুলি কোনভাবেই আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়। যাহোক একথা সত্য যে, ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মানবাধিকারের বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিছু সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতি সমূহের মধ্যে যে মানবাধিকার সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে অনেকাংশে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তবে, শতাধিক সমালোচনা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, মানবাধিকারকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণেতাদের আন্তরিক প্রয়াস এবং মানবাধিকার রক্ষার্থে যে ধরনের বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়, তা কুর্ণিশযোগ্য।

3.3 ভারতের সংবিধান এবং মানবাধিকারের ধারণা

মানবাধিকারের উৎস পশ্চিমী সমাজ এবং তার ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। মানবাধিকারের তত্ত্বের অনুপ্রেরণা হিসাবে লক (John Locke), রুশো (Jean Jacques Rousseau) এবং টমাস পেইন (Thomas Paine), প্রমুখের রচনা কাজ করেছিল। ব্রিটেনের মহাসনদ (The Magna Carta, 1215), ১৬২৬ সালের দ্য পিটিশন অব রাইটস (The Petition of Rights, 1628) এবং বিল অব রাইটস (The Bill of Rights, 1680) পশ্চিমের সমাজে মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া, ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াম অধিকার (The Verginian Declaration of Rights, 1776), মার্কিন নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণাপত্র (American Bill of Rights), ১৭৮৯ সালের ফরাসি নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (Declaration of the Rights of Man and Citizen) পশ্চিমী সমাজের মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়। পরিশেষে, ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারণাটিকে পশ্চিমী সমাজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত দেওয়া হয়। সুতরাং, এটা দেকা যায় যে, ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রটি (Universal Declaration of Human Rights বা সংক্ষেপে UDHR) দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফসল। অন্যদিকে, ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেভাবে মানবাধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে, তা একপ্রকার উপর থেকে চাপানো (imposed from above)। পশ্চিমী সমাজে নাগরিক অধিকার আদায়ের দাবীতে যে ধরনের সংগ্রাম হয়েছিল, তা উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে অনেকাংশে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যে ব্যাপক মানবসম্পদ হানি হয়েছিল, বিশেষত নৃশংস ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের ভয়ানক অভিজ্ঞতা সারাবিশ্বের মানুষদের মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশ্বনেতারা মানবাধিকারকে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরই স্বীকৃতি মিলেছিল ১৯৪৫-এ সদ্য গড়ে তোলা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে। ওই সনদে বলা হয়েছিল, জাতিপুঞ্জের মূল লক্ষ্যই হল পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা এবং মৌলিক মানবাধিকার, মানুষের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও মূল্য এবং পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সনদের প্রথম ধারাতেই মানবাধিকার এবং জাতি-লিঙ্গ-ভাষা ও ধর্ম নিরপেক্ষভাবে মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদার বিকাশ ও প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলকে জাতিপুঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। মানবাধিকার সম্পর্কে সংজ্ঞা নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা এবং আন্তর্জাতিক একটি দলিল প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংসদের অন্তর্ভুক্ত সংস্থা মানবাধিকার কমিশনের ওপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের স্ত্রী ইলিয়নর রুজভেল্ট ১৯৪৮ সালে একটি কমিটির সাহায্যে মানবাধিকারের উপর একটি আন্তর্জাতিক বিল সাধারণ সভায় পেশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটি (Universal Declaration of Human Rights বা UDHR) ১৯৪৮ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই ঘোষণাটির ফলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং একটি আন্তর্জাতিক কাঠামোর মাধ্যমে তাদের অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদটি যখন প্রণীত ও গৃহীত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই সারা পৃথিবীতে একশোটিরও বেশি দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বাঁধন চূর্ণ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে মানবাধিকার রক্ষার এক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার উল্লেখিত একটি আন্তর্জাতিক সনদ প্রস্তুত করেছিল। অর্থাৎ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বলিত একটি আন্তর্জাতিক সনদ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্বলিত সনদ, এবং সর্বোপরি সর্বজনীন ঘোষণা মিলে মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দলিলটি প্রস্তুত করা হয়। অধিকার রক্ষার এই দলিলটিতে ৩০টি ধারা রয়েছে, যেখানে সর্বজনীন পৌর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের সংবিধান গণপরিষদ দ্বারা রচিত হয়েছে। যখন গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন (১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর) বসে, তখন থেকেই তাদের ভাবনায় মানুষের অধিকারগুলির সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যখন ভারতীয় সংবিধানের খসড়া প্রণীত হচ্ছিল, তখন (১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর) সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রটি ঘোষিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সংবিধানে এর প্রতিফলন ঘটে।

3.4 ভারতীয় সংবিধান এবং মানবাধিকারের বাস্তবায়ন

মানবাধিকার সংরক্ষণে যে চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তা হল—ক) ভারতীয়দের নাগরিক স্বাধীনতা, খ) ভারতীয় সমাজে নারী এবং অস্পৃশ্যদের শোচনীয় সামাজিক অবস্থার যথাসম্ভব উন্নতিসাধন, গ) ভারতে বিদ্যমান নানা ধর্ম, ভাষাগোষ্ঠী এবং নৃগোষ্ঠীর মানুষদের মঙ্গলসাধন, যারা ব্রিটিশরাজের আমলে নিদারুণ অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। ঘ) জমিদারি ব্যবস্থার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণ।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করার প্রয়াস করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সমগ্র ভারতবাসীর জন্য আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা সংবিধান প্রণেতাদের হৃদয়ে ছিল, কিন্তু

তৎকালীন সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে নাগরিকদের ব্যাপক অর্থে প্রদান করা সম্ভব ছিল না। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারের কোনো উল্লেখ নেই। নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের এই অপূর্ণতা দূর করার চেষ্টা করেছে। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ব্যাপকভাবে জড়িত রয়েছে। সংবিধানে উল্লেখিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতকে একটি সফল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার স্বার্থে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মান্য করতেই হবে। ভারতীয় জনগণের আশার প্রতীক হিসাবে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বিবেচনা করা হয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকার অপেক্ষা বহু অংশে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। মৌলিক অধিকারসমূহকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ ব্যতীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে গণতন্ত্র সফল হতে পারবে না। সুতরাং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমেই ভারতকে একটি আদর্শ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অধিকারসমূহ	**সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র**	**ভারতীয় সংবিধান**
আইনের দৃষ্টিতে সাম্য	০৭নং ধারা	১৪নং ধারা
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা	২১(২)নং ধারা	১৬নং ধারা
বাক্ স্বাধীনতাসহ কিছু অত্যাবশ্যক অধিকারসমূহ	২-৩নং ধারা	১৯(১)নং ধারা
জীবন এবং স্বাধীনতার সুরক্ষার অধিকার	৩নং ধারা	২১নং ধারা
মানবপাচাররোধ ও জোরপূর্বক শ্রমদান প্রতিরোধ	৪নং ধারা	২৩নং ধারা
বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার	০৭নং ধারা	১৪নং ধারা
সংখ্যালঘুদের অধিকারসমূহ	২২নং ধারা	২৯(১)নং ধারা
সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার	২৭(১-২)নং ধারা	৩০(১)নং ধারা

3.5 রাজনৈতিক সামাজিক ও নাগরিক অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা (Equality of Status and Opportunity) প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করার স্বার্থে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ থেকে ১৮নং ধারায় সাম্যের অধিকার গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ১৪নং ধারা অনুসারে, ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Equality before the laws) এবং 'আইনসমূহের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষণ' (Equal Protection of the laws) হওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারবে না। এই ধারার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষক, মজদুর শ্রেণীর মানুষকেও সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে, এই অধিকারের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। সংবিধানের ১৫নং ধারায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সামাজিক মর্যাদায় সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একই রকমভাবে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৭নং ধারায় আইনের চোখে সকলে সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেরই আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে অনুরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা কিংবা অনুরূপ কোন প্রয়াসের বিরুদ্ধে সকলের সমবেত হওয়ার

অধিকার রয়েছে। মানবাধিকারের ঘোষণার ২১(২)নং ধারায় বলা হয়েছে নিজ দেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান অধিকার রয়েছে। এই অধিকারটি ভারতীয় সংবিধানের ১৬নং ধারায় সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অস্পৃশ্যতাকে ভারতীয় সংবিধানে বিলোপ সাধন করা হয়েছে। সংবিধানের ১৭নং ধারায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, ইত্যাদির ভিত্তিতে সামাজিক ভেদাভেদকে নিষিদ্ধ এবং সকলের জন্য সমমর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন করা হয়েছে। অর্থাৎ অস্পৃশ্যতার অজুহাতে কোন ভারতীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে কিংবা অসম্মান করলে আইনত শাস্তি পেতে হবে। সংবিধানের এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন, ১৯৫৫ [Untouchability (offence) Act, 1955] পরবর্তীকালে সংশোধিত হয় নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন নামে। এ আইন কোনো ব্যক্তিকে অস্পৃশ্য হিসাবে ঘোষণা করে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কিংবা সাধারণের জন্য উপযুক্ত কোন দেবালয়, দোকান, হোটেল, ইত্যাদিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। তাছাড়া, সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাস্তাঘাট, জলাধার, শ্মশান, কবরস্থান ইত্যাদি ব্যবহার কররে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। সকলের জন্য সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উপাধি গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সংবিধানের ১৮(১)নং ধারায়। সুতরাং সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিভেদকে দূর করা হয়েছে। মানবাধিকার ঘোষণার ২-৩নং ধারার ন্যায় ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২নং অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯নং ধারায় ৬টি স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজ চিন্তাধারা ও বিবেক বুদ্ধি অনুসারে মতামত লিখিত বা মৌখিক ভাবে প্রকাশ করতে পারে। চিঠিপত্র, পত্রপত্রিকা, কিংবা সংবাদমাধ্যমে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এছাড়া, একজন ভারতীয় নাগরিক তার ধ্যান ধারণা মুক্তভাবে সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, বিতর্কসভা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী কিংবা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর কিছু যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার এবং ভারতীয় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য নাগরিকরা সমবেত হতে পারে। তবে সমবেত হবে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র। তবে, জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির স্বার্থে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ভারতীয় নাগরিকদের যেকোনো ধরনের সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংঘ বা সমিতি গঠন করা ছাড়াও রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন গঠন প্রভৃতি এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে এবং নীতি বহির্ভূত উদ্দেশ্য গঠিত হলে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তাছাড়া সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ভারতীয় নাগরিকদের ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার এবং যেকোন অঞ্চলে বসবাস করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। তবে, জনস্বার্থ এবং তপশিলি উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে যোগ্যতা অনুযায়ী যেকোনো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক নিজ পছন্দমত বৃত্তি পেশা বা বাণিজ্য করার অধিকারী। ২০নং ধারার অধীনে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার ও অবিচারকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। সংবিধানের ২০(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রচলিত আইন ভঙ্গের অপরাধ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। ২০(২)নং ধারায় কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। তাছাড়া, অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। ২১নং ধারায় ব্যক্তির

জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ২১নং ধারায় বলা হয়েছে, আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত আইনের সমর্থন লাভ করলেই কেবল শাসন বিভাগ নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করতে পারে, এভাবে ২১নং ধারা শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। স্বাধীনতার অধিকারের ২২নং ধারায় গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে নাগরিকের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হলে যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে গ্রেপ্তার ও আটকের কারণ জানাতে হবে। আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া তাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনোভাবেই আটক রাখা যাবে না।

3.6 অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় তা কখনই সম্ভব নয়। তাই মানবাধিকারকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানের ২৩নং এবং ২৪নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২৩(১)নং ধারায় মানুষের ক্রয়-বিক্রয় এবং বলপূর্বক ও বেগার শ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং কোনোভাবে তা ভঙ্গ করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। ২৩নং ধারা অনুসারে ১৯৭৬ সালে 'বেগার শ্রমদান প্রথা (বিলুপ্ত) আইন ১৯৭৬' [Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976]-এর মাধ্যমে বেগার শ্রমদান প্রথার বিলোপ সাধন ঘটেছে। ২৪নং ধারায় বলা হয়েছে, ১৪ বছর বয়সের নীচে কোনো শিশুকে কলকারখানা, খনি কিংবা বিপদজনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না। এই আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কলকারখানা আইন, ১৯৪৮ (Factories Act,1948), শিশু শ্রম (নিষেধ ও প্রবিধান), ১৯৮৬ [The Child Labour (Prohibition and Regulations) Act, 1986] প্রভৃতি আইন উল্লেখযোগ্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও ভারতের মূল সংবিধানে ভারতকে কোথাও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বলা হয়নি। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসকে বোঝায় না। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই এবং রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না। বরং রাষ্ট্র ব্যক্তি ও ধর্মীয় সংস্থাগুলোর ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকার করে সব ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে গণ্য করে এবং রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বিরোধিতা কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার এই বৈশিষ্ট্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮নং ধারায় ব্যক্তিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। ২৫নং ধারা অনুসারে বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ব্যক্তি ধর্ম স্বীকার, ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচারের অধিকার রয়েছে। ২৬নং ধারা অনুসারে যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোনো অংশ কতকগুলি অধিকার ভোগ করে, যেমন—ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তদারকি করা, ধর্ম বিষয়ক যেকোনো কাজ নিজেরাই পরিচালনা করা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও তার ভোগদখল করা এবং আইন অনুযায়ী সেই সম্পত্তি পরিচালনা করা। তবে, এই অধিকারগুলি অবাধ নয়, রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজনমতো এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সংবিধানের ২৮নং ধারায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, এমনকি যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত বা আংশিকভাবে সরকারি

সাহায্যপ্রাপ্ত সেগুলিতে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। ভারতীয় সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারগুলি, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৮নং ধারা প্রতিটি মানুষের চিন্তা বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের অধিকার এবং এই অধিকারের সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের অধিকার বা অন্যদের সঙ্গে সম্প্রদায়গত ভাবে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, একা অথবা মিলিতভাবে, ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পর্কে প্রচার, শিক্ষা, উপাসনা বা পালন করার অধিকারটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ভারতীয় সংবিধানের ২৯ ও ৩০নং ধারায় নাগরিকদের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ২৯নং ধারা অনুসারে সকল নাগরিককে নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারটি প্রদানের মাধ্যমে সংখ্যালগুদের স্বার্থ সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে জাতি, ধর্ম, বংশ, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচারের বিষয় হতে পারে। সংবিধানের ৩০নং ধারায় বলা হয়েছে, ধর্ম বা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্টান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারে। যা মানবাধিকার সনদের ২৭(১) ধারায় প্রত্যেকেই সমষ্টিগত ভাবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে এবং তার শিল্পকলা উপভোগ ও তার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সুফলের সকলের অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের (ধারা ৩৬-৫১নং) বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভারতকে শুধু একটি 'উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে নয়, বরং তাকে একটি 'জনকল্যাণকর রাষ্ট্র'তে পরিণত করতে চায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করে একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার এর উদ্দেশ্যে। ৬-১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে হবে, এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (৪৫নং ধারায়)। তাছাড়া রাষ্ট্র কর্ম ও শিক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বেকার, বৃদ্ধাবস্থা, অসুস্থতা ও অভাবে সরকারি সাহায্য প্রদান করবে (৪১নং ধারা)।

3.7 ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি এবং মানবাধিকার

সংবিধানের প্রণেতারা ভারতকে সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমে এমন আকার প্রদান করতে চেয়েছিলেন, যাতে স্বাধীন ভারতের সরকার গরীবের ত্রাতা রূপে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারত একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র অর্থাৎ ব্যবসায়িক স্বার্থে রাষ্ট্রীয় মেধা এবং সম্পদ ব্যবহার করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয় না। ভারতীয় সংবিধানের রূপকার আম্বেদকরের সামাজিক ন্যায়ের (Social Justice) আদর্শ ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নির্দেশমূলক নীতিগুলো আদালত দ্বারা বিবেচ্য নয়, কারণ ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এই নীতিগুলি পূরণ করার বিষয়ে আইনসভাকে কিছুটা অবসর দিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্র যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য পৌঁছাতে পারে, সেই বিষয়টি সংবিধান প্রণেতারা নিশ্চিত করেছিলেন। গণপরিষদে আম্বেদকর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, সদ্য স্বাধীন একটি দেশে হাজার সমস্যা থাকে এবং সেই সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে তাদের মোকাবিলার সময়, স্থান এবং পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা থাকা দরকার। ভারতকে একটি জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও অসাম্য দূর করে নাগরিকদের জন্য ন্যায়সঙ্গত সামাজিক পরিবেশ তৈরী করার উদ্দেশ্যেই নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে সংবিধানে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি কে এস হেগড়ের মতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতা আনা, সমাজের বিভিন্ন চাপ ও বাঁধন থেকে সাধারণ নাগরিকদের মুক্ত করা এবং সকলের জন্য স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা মৌলিক অধিকারগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য এবং নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য হল অহিংস সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে পূরণ করা।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে জাতি-ধর্ম-স্থান নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের আর্থ-সামাজিক ন্যায় এবং মর্যাদা রক্ষার উল্লেখ করা হলেও বারংবার বহু রাষ্ট্রীয় একনায়কের দ্বারা তা লঙ্ঘিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিকে মৌলিক অধিকাররূপী সাংবিধানিক রক্ষাকবচ প্রদান করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি রাষ্ট্রকে ইতিবাচক অর্থে কিছু নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে রাষ্ট্র নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে উদ্যোগ গ্রহণ করে। যাহোক, ভারতীয় সংবিধান বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলো মৌলিক অধিকারের মতো আদালত দ্বারা কোনোভাবে বলবৎযোগ্য নয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য না হলেও রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার গতিপথ নির্ণয়ে নির্দেশমূলক নীতিগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং রাষ্ট্র সর্বদা আইন প্রণয়নের সময় নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্নিহিত ভাবধারাগুলিকে বাস্তবে রূপদান করার চেষ্টা করবে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে রাষ্ট্রের সামাজিক দায়বদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরমতম নিদর্শন তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কোটি কোটি মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়, ভবিষ্যতে এমন কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার স্বার্থে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ভাবতেও মানবাধিকার রক্ষা করার স্বার্থে নানা সাংবিধানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নির্দেশমূলক নীতির ৩৮নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করে জনগণের কল্যাণে সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্র জনগণকে বেকার, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় সাহায্য করবে (৪১নং ধারা)। রাষ্ট্র পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাবিষয়ক স্বার্থের উন্নতিসাধন করবে এবং তাদের যাবতীয় শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়কে সুনিশ্চিত করবে (৪৬নং ধারা)। তাছাড়া, রাষ্ট্র সকল শ্রেণীর নাগরিকদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার স্বার্থে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির ৪৩নং ধারার মাধ্যমে নাগরিকদের কর্মের অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রসূতিদের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের সংবিধানে প্রণেতারা চেয়েছিলেন সরকারের যে দল বা মতের ক্ষেত্রে যা পার্থক্যই থাকুক না কেন, তারা যেন জনগণের কল্যাণে সচেষ্ট হয়। আম্বেদকর গণপরিষদে বলেছিলেন, গণপরিষদ আশা করে যে আইনসভা বা শাসনবিভাগ কেউ এই নির্দেশগুলির প্রতি শুধুমাত্র সহানুভূতি জানিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না, দেশ শাসন করার জন্য তারা যে সমস্ত প্রশাসনিক ও আইনগত সিদ্ধান্ত নেবে, তার পিছনে এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি অবশ্যই থাকবে। আম্বেদকর নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে নির্দেশদানের হাতিয়ার (Instrument of instruction) হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং মনে করেছেন ক্ষমতায় যে দলই আসুক তাকে এগুলি মান্য করতে হবে।

3.8 ভারতের সংবিধান এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইনসমূহ

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে মানবাধিকারকে মর্যাদার সহিত স্থান দেওয়া হলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে সংবিধানে নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবিধানের ৩৫২ থেকে ৩৬০নং ধারায় জরুরি অবস্থা ভিত্তিক বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা কোনো আইন এবং অর্ডিন্যান্স ভারতের যেকোনো নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত হানতে পারে। তবে, বাস্তব পক্ষে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে কিনা, সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানের ৩৫৫নং অনুযায়ী কেন্দ্র বৈদেশিক আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগের হাত থেকে কোনো রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীকে প্রেরণ করতে পারে। তাছাড়া, ৩৫৬নং ধারা অনুসরণ করে কেন্দ্রের সরকার যেকোনো রাজ্যের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। সুতরাং

একটি স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার কেন্দ্রের সরকার দেশের নিরাপত্তার অজুহাতে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত যেকোনো রাজ্যের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। সত্তরের দশকের জরুরি অবস্থার সময়কার বহু ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করেছিল। জরুরি অবস্থার সময় শাসনবিভাগের উপর ভারতীয় সংবিধানের অভিভাবক বিচারব্যবস্থার কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই, কোনোরূপ নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করা হলেও 'বিচার বিভাগীয় পুনরীক্ষণের' (Judicial review) কোনোরূপ সুযোগ থাকে না। যাহোক, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ব্রিটিশদের শাসন মুক্ত হলেও স্বাধীন ভারতের শাসকরা আইনের মারপ্যাঁচের সাহায্য নিয়ে নাগরিকদের মানবাধিকারকে নানাভাবে বন্দী করার ফন্দী করেছিল। ১৯৫০ সালে প্রণীত হয় 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (Preventive Detention Act)। এই নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের যেকোন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রেখে দেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় 'ভারত সুরক্ষা আইন' (Defence of India Rules) প্রণীত হয়। ১৯৭০-এর দশকে নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে আইনসভায় পাশ হয় 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন' (Maintenance of Internal Security Act), যার পোশাকি নাম হল 'মিসা'। তৎকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিরোধী পক্ষের কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে বহু ক্ষেত্রে এই আইনকে ব্যবহার করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একটি রিপোর্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী জরুরি অবস্থার সময় ৩৪,৬৩০ জনকে মিসার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মিসা আইনের ১৬(ক)নং ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করার কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজনীয়তা নেই। ভারতের সেনাবাহিনী বহু কঠিন সময়ে ভারতকে রক্ষা করার নিদর্শন স্থাপন করেছে, কিন্তু 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' (Armed Forces 'Special Power' Act) বা 'আফস্পা' বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দান করেছে, যার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবাধিকারের উপর আঘাত করতে পারে, কিন্তু ভারত যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল, তার ৯নং ধারায় বলা হয়েছিল কোনো ব্যক্তিকে স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রেপ্তার এবং আটক করা যাবে না। সুতরাং এটা দেখা যায় এই আইনটি ভারতে মানবাধিকারের আদর্শকে লঙ্ঘিত করেছে। অন্যদিকে, 'উপদ্রুত এলাকা আইন (Disturbed Area Act)' পুলিশবাহিনীকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। এই আইন অনুযায়ী পুলিশ সন্দেহের বশে নাগরিকদের জীবনের অধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে। এক্ষেত্রে দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি লাগে। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে পার্লামেন্টে Terrorist Disruptive Activities Act বা TADA আইন প্রণীত হয়। এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি রিপোর্ট অনুসারে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে অন্তত ৫২,৯৯৮ জনকে 'টাডা' আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে মাত্র ৪৪৩ জনকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সুতরাং এটা দেখা যায় যে, এই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইনগুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছিল। সিদ্ধার্ত গুহ রায়ের মতে, 'টাডা' আইনের সঙ্গে ইংরেজ সরকার প্রণীত রাওলাট আইনের যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাওলাট আইনের মতো 'টাডা' আইনেও 'বিশেষ আদালত' (Designated Court) গঠনের উল্লেখ ছিল। এই বিশেষ আদালত যেকোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দেওয়ার অধিকারী ছিল। অবশেষে, প্রবল জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনকে প্রত্যাহার করে। ২০০১ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এন.ডি.এ. নেতৃত্বাধীন সরকার 'সন্ত্রাসবাদ দমন অর্ডিন্যান্স' (Prevention of Terrorism Ordinance) জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সটি ২০০২ সালের মার্চ মাসে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে Prevention of Terrorism Act বা 'পোটা'-র রূপ পরিগ্রহ করে। এই আইনটি পুলিশের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রের সরকারই বারংবার ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে অবমাননা করছে, এমন দাবি কিছু রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি করলেও এই দাবির মধ্যে সত্যতা নেই।

রাজ্যগুলিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী। 'পোটা' আইনের অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 'সংগঠিত অপরাধ দমন আইন' (Prevention of Organised Crime Act) নামক একটি অগণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনকারী আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ২০০৪ সালে ইউ.পি.এ. ক্ষমতায় এসে 'পোটা' আইন বাতিল করে। এই আইনটির পরিবর্তে নিয়ে আসা হয় 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধক আইন' বা Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act (UAPA)। ২০০৮ সালের মুম্বাইতে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষাপটে এই আইনটিকে কঠোরতম রূপ দেওয়া হয় এবং জাতীয় তদন্ত আইনটিকেও (National Investing Agency Act) শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে মানবাধিকার বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকারগুলির গতিবিধির ফলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, ভারতে নাগরিকদের মানবাধিকারকে রাষ্ট্রীয় আইনের কালো মেঘ মেঘাচ্ছন্ন করে তুলেছে। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে জরুরি অবস্থা এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে রয়ে গেছে। বিগত কয়েক দশকে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেভাবে সামনে এসেছে, তাতে মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার্থে সংগ্রাম করলেও ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি সম্মিলিতভাবে তাদের কণ্ঠস্বরকে নানা কৌশলে রোধ করার চেষ্টা করছে।

3.9 উপসংহার

মানবাধিকারের যে ধারণা সমগ্র দুনিয়া জুড়ে প্রচার করা হচ্ছে, তা একটি সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমী ধারণা। পশ্চিমের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মানবাধিকারকে যেভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব, সমআকারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। মানবাধিকারের বাস্তবায়নের স্বার্থে পশ্চিমী বিশ্বের দেশগুলি নানাবিধ মানবিক হস্তক্ষেপের (humanitarian intervention) অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রগুলি বহু রাষ্ট্রের সরকারকে মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে সেই দেশগুলিতে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সর্বজনীন মানবাধিকারের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে প্রথমেই অশিক্ষা এবং দারিদ্রতার হারকে নূন্যতম করতে হবে। ভারতে মানবাধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেও সামাজিকভাবে মানবাধিকারের ধারণা আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের অনীহা, কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা, জনগণের অসচেতনতা মানবাধিকারের ধারণাকে সামগ্রিকভাবে সফল হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমে মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও ভারতে মানবাধিকারের বাস্তবায়নের পথে বহু অন্তরায় রয়েছে।

ভারত দীর্ঘ দুশো বছর ঔপনিবেশিক প্রভুদের শাসনাধীন ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, ভারতীয় সমাজের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণাসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার ছাপ স্পষ্ট। ভারতীয় গণতন্ত্র মন্তেস্ক্যুর ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া, ভারতে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগীয় কাঠামো পরিলক্ষিত হয়, তা পশ্চিম থেকে আমদানি করা হয়েছে। বহু তাত্ত্বিক এটা মনে করেন যে, ভারতীয়দের মননে লিঙ্গগত ভাবনা নির্মাণ করতেও পশ্চিমী ঔনিবেশিক প্রভুদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ভারতীয়দের ধ্যানধারণায় লিঙ্গ (Gender) সম্পর্কে যে গতানুগতিক ধারণা প্রোথিত রয়েছে, তার ফলে সমকামী মানুষদের মানবাধিকার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতের জনসাধারণের মনে যে সমকামীতা ভীতি (Homophobia) পরিলক্ষিত হয়, তা সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকারের আদর্শকে অনেকাংশে ক্ষয় করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে চার্চগুলি বাইবেলের আদর্শ অনুসরণ করে সমকামী মানুষদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল। সুতরাং, এটা বলা যায় যে, ভারতীয় সমাজের সমকামীতা ভীতি (Homophobia) পশ্চিমের

দান। ভারতে মানবাধিকার সংগঠনগুলি দীর্ঘকাল সমকামী মানুষদের মানবাধিকার রক্ষার্থে লড়াই করেছে। ২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্ট সমকামিতাকে 'অপরাধ'-এর এক্রিয়ার থেকে মুক্ত করে। তবে এই রায়ের বিরোধিতা করা হলে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৩ সালে সেটি বহাল রাখে। অবশেষে ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ৩৭৭ ধারা বাতিল করে সমকামিতা (Homo Sexuality) ভারতে আর 'অপরাধ' নয় বলে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছিল। ব্রিটিশ জমানার ঐ বিতর্কিত আইনে সমকামিতাকে 'অপ্রাকৃতিক যৌনতা' অর্থাৎ, তা অপরাধ গণ্য করে 'অপরাধীর' ১০ বছরের কারাদণ্ডের শাস্তির বিধান ছিল। ১৮৬১ সালে ব্রিটিশরা এই আইনে ভারতীয় সমাজের বুকে জারি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকারের ক্ষেত্রটা অনেক বড়। সেই পরিসরকে ক্ষুণ্ণ হতে না দেওয়াই তো আধুনিক সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সেই লক্ষ্যেই দেড়শো বছরের দুর্বহ অপরাধকে জঞ্জালের মতো সরিয়ে দিয়েছিল।

১৯৯৩ সালের সরকারি উদ্যোগে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' (National Human Rights Commission) গঠিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে সংবিধানের ১২৩নং ধারা অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা অর্ডিন্যান্স' (Protection of Human Rights Ordinance) ঘোষণা করা হয়। মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' গঠিত হয়। এই কেন্দ্রীয় আইননটিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেক রাজ্যের একটি করে মানবিক অধিকার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের ২১নং ধারার নির্দেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মানবিক অধিকার কমিশন (West Bengal Human Rights Commission) গঠন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বিচারপতিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বিগত কয়েক দশকে মানবাধিকার কমিশনার ভূমিকা বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাফল্য কম নয়। জম্মু-কাশ্মীরে বিজবহেরা এলাকায় সীমান্তরক্ষা বাহিনীর গুলিতে ৩১ জন অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয় এবং ৭৫ জন আহত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঘটনাটির তদন্ত করে এবং সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর কর্মীদের তীব্র নিন্দা করেন। তাছাড়া, শিশুশ্রম, নারীর অধিকার, ইত্যাদি বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। যাহোক, ভারতীয় সংবিধানে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত অধিকারগুলি পর্যালোচনা করলে ভারতের জাতীয় নেতাদের এবং সংবিধান প্রণেতা তাদের মানবাধিকার রক্ষার আন্তরিক প্রয়াস সম্পর্কে জানা যায়। কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য ামলায় সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেন যে, "The Universal Declaration of Human Rights may not be e legally binding instrument but it shows how India understood the nature of Human Rights at the time the commission adopted."

উপরের অংশটি থেকে আমরা জানলাম—

- ভারতের সংবিধানে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের ধারাগুলিকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।
- ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাদের উপর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রভাব।
- ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকদের রাজনৈতিক সামাজিক ও নাগরিক অধিকারসমূহ।
- ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ।
- সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যেকার সাদৃশ্যসমূহ।
- ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে উল্লেখিত নাগরিকদের মানবাধিকারসমূহ।

মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

[1] ভারতীয় সংবিধানের উপর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রভাব আলোচনা করো।

[2] ভারতীয় সংবিধানে কিভাবে সাংবিধানিক কাঠামোর মাধ্যমে নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষার প্রয়াস করা হয়েছে, তা আলোচনা করো।

[3] ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহতে প্রতিফলিত মানবাধিকারের ধারাগুলি বিশ্লেষণ করো।

[4] ভারতে সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি আলোচনা করো।

[5] ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আলোচনা করো।

[6] ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে কিভাবে মানবাধিকার রক্ষার প্রয়াস করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

3.10 গ্রন্থপঞ্জী

Basu, D. D. (2013). Introduction to the Constitution of India. Gurgaon: Lexis Nexis Publication.

Baxi, U. (2007). Human Rights in a Posthuman World: Critical Essays. New York: Oxford University Press.

Clapham, A. (2007). Human Rights: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Kashyap, S. C. (2011). Our Constitution: An Introduction to India's constitution and Constitutional Law. New Delhi: NBT.

Vanta, R. (2016). 'Free to be gay': same sex relations in India, globalised homophobia and globalised gay rights. In O. Dwivedi & V. Rajan (Eds.), Human Rights in Postcolonial India (pp. 315-329). Oxdon: Routledge.

গুহ রায়, সিদ্ধার্থ (২০১৮), *মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*, কলকাতা: মিত্রম্।

Unit-4

Human rights and Legal Framework in India— Protection of Human Rights Act, 1993

Structure

4.1 Objectives

4.2 Introduction

4.3 Human Rights and the Constitution of India

4.4 Protection of Human Rights Act, 1993

4.4.1 Background

4.4.2 Main Features of the Act

4.4.3 Implementation of the Act

4.5 Human rights and the role of the Indian judiciary in post-independence and contemporary India

4.6 Conclusion: The renewed significance of the Protection of Human Rights Act (1993) after pandemic in India

4.7 Summing Up

4.8 Self-Assessment questions

4.9 Suggested Readings

4.1 Objectives

This unit aims to familiarise the students with the legal framework of Human Rights in India by exploring the following dimensions: the application of International Human Rights Law in the Indian context and Human Rights as envisaged in the Constitution of India. The unit, in this context, has its main focus, the sociopolitical background, the features and implementation of the Protection of Human Rights Act, 1993. The Unit further explicates the role of the Indian judiciary in the implementation of human rights in post-independence and contemporary India. By way of concluding, the unit tries to analyze the renewed significance and the need for greater implementation of the Protection of Human Rights Act (1993) in India in the wake of the Covid-19 pandemic.

4.2 Introduction

In the 1940s, as India embarked on her journey towards independence, the world witnessed two more phenomena – the end of the Second World War and the establishment of the United Nations, where India played a pivotal role. In fact, when the United Nations charter was signed at San Francisco on June 26, 1945, Arcot Ramaswamy Mudaliar led the delegation on behalf of India, one of the founding parties to the United Nations. That 'Global moment' was paralleled by India's journey towards decolonization and a post-colonial future. India's position on the forefront of decolonization bolstered its image in the international community. Consequently, the United Nations proved to be an institution closely intertwined with India's hopes for itself and for the future of humanity and human rights. (Bhagavan, 2010) The western priority of addressing widespread tortures and human rights violations during the second world war had a huge impact on the post-colonial nations. 'For example, Africa and Asia's struggles for independence and their post-war decolonization movements, which emphasized self-determination, reflected this Western imperative. In colonized nations, colonial domination and racism encompassed a wide range of human rights violations, justifying international concern. For colonized nations, the appreciation of human rights, therefore, was linked to their struggle for emancipation. The Universal Declaration vindicated their aspiration for such an appreciation for human rights.' (Shah, 1997) Further, the partition of 1947 had displaced millions of people across the arbitrarily drawn borders of India and Pakistan, accompanied by violence, dispossession, and irreparable loss. The question of human rights, therefore had become very crucial in the Indian context.

The concept of Human Rights has a long history in India, from pre-independence to post-independence times, which has been explicated elsewhere in another course. However, it might be pointed out that the major instruments in the development of an international human rights jurisprudence have been the United Nations Charter, the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), THE 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the 1989 Convention on the Rights of the Child (UNCRC) and other treaties. The inspirational impact of the UDHR and/or international human rights law has always been a dominant theme in the mainstream literature on post-World War II constitutions, including post-colonial constitutions like the Indian one. Over time, these rights and norms have been assimilated and adopted in the Indian context. The details of the sociopolitical context of adoption, accession and ratification of human rights treaties have been enumerated in the later parts of this unit.

India played a significant role in the drafting process of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) with women delegates like Vijaya Lakshmi Pandit and Hansa Mehta having notable

contributions in this regard. After ratifying the UDHR, later, India became a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1979. However, much before that, her journey towards creating new standards of human rights had started, primarily influenced by the 'American judicial institution and its constitutional function.' (Henkin, 1990) India acceded to the ICCPR and the ICESCR on April 10, 1979, and the UNCRC on December 11, 1992. India further ratified the CEDAW on July 9, 1993.

Indian courts have remained optimistic about applying international human rights norms in the domestic jurisdiction. For instance, in *Vishaka & Ors. v. State of Rajasthan & Ors.* (1997), the Supreme Court in India ruled that all international conventions should be included in the domestic and municipal laws in India, provided they were not inconsistent with these laws. However, it also ruled in *Jolly George Varghese v. Bank of Cochin (1980)* that unless these covenants and conventions are implemented in legislation, they have no binding effect in India. Nevertheless, in numerous cases involving a wide number of issues, the courts in India have re-emphasized the integral need to recognize human rights laws and obligations like the UDHR, the ICCPR, ICESCR, CEDAW, UNCRC and so on. For instance, in the case of *Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration* (1980), before embarking on a survey of the issues involved, the Court observed: "The Court must not forget the core principle found in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights… and ... Article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights." (Sripati, 1997)

4.3 Human Rights and the Constitution of India

The framing of the Constitution of India, as Granville Austin said in 1966 was "perhaps the greatest political venture since that originated in Philadelphia in 1787." The preamble to the constitution envisaged an egalitarian, just, and humane society committed to the dignity and liberty of the individual and thus paved the way in the constitution towards the provision of fundamental rights, directive principles and fundamental duties enshrined in parts III, IV and IVA respectively which were the flag-bearers of Human Rights long before the inception of the Protection of Human Rights Act, 1993. In fact, a large number of the fundamental rights enshrined in part III of the constitution are relevant from the perspective of human rights and have found resemblance in international human rights treaty laws and conventions such as the Universal declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights (henceforth ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

The following table enshrine the human rights which are provided both in the Constitution of India and the 1948 Universal Declaration of Human Rights:

Sl. No.	**Name of the right**	**Article No. in the Constitution of India**	**Article No. in the UDHR**
1	Equality before Law	14	7
2	Equality of Opportunity in matters of Public Employment	16(1)	21(2)
3	Protection of certain rights regarding freedoms of speech, etc.	19 (1) A	19
4	Protection in respect of conviction of offences	20 (1)	11 (2)
5	Protection of life and personal liberty	21	9
6	Right to free and compulsory elementary education	21-A	26
7	Protection of Trafficking in Human beings and forced labor	23	14
8	Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion	25 (1)	18
9	Protection of interests of minorities	29 (1)	22
10	Rights of minorities to establish and administer educational institutions	30 (1)	20 (3)
11	Right to property	Not a fundamental right after 44th Amendment, now under the purview of art. 300 A	17 (2)
12	Right to Constitutional Remedies	32	8

The Supreme Court and various high courts in India have interpreted these rights, especially the right to life and personal liberty in ways which are far beyond the traditional interpretation as laid down in the constitution. The following table lays down some more human rights which are provided both in the Constitution of India and the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):

Sl. No.	Name of the right	Article No. in the Indian Constitution	Article No. in the ICCPR
1	Right to equality	14	14 (1)
2	Right to education for all Protection against discrimination on the basis of race, religion and other grounds	21 (A) 15	13 26
3	Freedom of speech and expression	19 (1) (a)	19 (1), 19 (2)
4	Freedom of Association	19 (1) (c)	22 (1)
5	Right to life and personal liberty	21	6 (1) & 9 (1)
6	Freedom of thought, religion and conscience	25	18 (1)

4.4 Protection of Human Rights Act, 1993

4.4.1 Background

The year 1975 marked a watershed event in the annals of political history of India with the imposition of National emergency by the then Prime Minister Indira Gandhi. It was also paradoxical that India signed the United Nations Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in 1976, amidst the imposition of the 1975 National Emergency which stripped the citizens off their basis rights and freedoms on the one hand and the rising civil and political rights movement on the other. India was marked by rising social conflict and violence during that time. The state, on its part, had already manifested the following phenomena since 1950's, thereby undermining the democratic discourse that characterized its very nature since independence: '(i) increasing constriction of fundamental rights through formal constitutional amendments like the 1st, 4th, 16th, and the 42nd during the national emergency; (ii) proliferation of new repressive

legislations, often through repeated executive ordinances bypassing the legislatures like the MISA, COFEPOSA, ESMA, TADA, POTA, etc, (iii) recurrent use of the 'preventive detention' clause through the use of the colonial 'Disturbed Areas Act' and the Armed Forces Special Powers Act, etc, (iv) proliferation, and modernisation of new coercive instruments, as well as their frequent use without transparent accountability like the BSF, ITBP, RAF, CRPF, CISF, 'Black Cat' commandos, etc, along with new intelligence outfits like CBI, RAW.' (Ray, 2003) For instance, under the MISA act of 1971, eminent rights activists such as Jayaprakash Narayan who advocated the restoration of basic human rights and freedoms curtailed during emergency period, was arrested during emergency period. In fact, in 'Hussainara Khatoon v. State of Bihar, the PIL was filed by an advocate on the basis of a news report highlighting the plight of thousands of undertrial prisoners languishing in various jails in Bihar. This litigation exposed the failure of criminal justice system and led to a chain of proceedings resulting in the release of over 40,000 undertrial prisoners. Right to speedy justice emerged as a basic fundamental right which had been denied to these prisoners. This litigation also generated public debate on prison reforms.' (Singh, 2000) Thus, the human rights of prisoners were addressed by the court in this case.

The 1980's were characterized by a plethora of events like the Khalistan movement in Punjab, waves of separatism in Jammu and Kashmir and the north-east, turmoil in Andhra Pradesh and other insurgencies which shook the entire nation's fabric of security. In this context we can situate the emerging civil rights movement in India. In the wake of these events, certain draconian laws were passed by the Indian state which were originally meant to combat terrorism and preserve the national security of the country but which in reality vested enormous arbitrary powers in the hands of the Police, the army, the Border Security Forces (BSF) and the Paramilitary troops. For instance, the National Security Act was passed in 1980, followed by the passage of the Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special Powers Act in 1983 in the wake of the Khalistan movement, which empowered the armed forces to 'arrest, without warrant, any person who has committed a cognizable offence or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to commit a cognizable offence and may use such forced as may be necessary to effect the arrest.' [(AFSPA Punjab and Chandigarh, 1983, cl. 4 (c)] In 1987, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA) was passed which again vested unlimited powers in the hands of the police leading to tortures, arbitrary detention, custodial deaths, cruel treatment of prisoners and so on. In *Kartar Singh v. State of Punjab* (1994), the Supreme Court arrived at a conclusion about the conformity of the TADA with constitutional safeguards on human rights. Despite upholding the constitutional validity of the act, the apex court nullified certain provisions and laid down some other safeguards which would ensure the safeguarding of fundamental rights. It also reiterated the significance of the right to life and liberty as enshrined in the Indian constitution, even in times of emergency.

However, the genesis of these national security laws can be traced back to the British period when several 'Preventive Detention' laws were enforced, many of which have continued to exist even after independence. For instance, under the Assam Disturbed Areas Act of 1955 and the Armed Forces (Special Powers) Act of 1958 (AFSPA), the Indian army has been vested with wide ranging powers and the Judiciary has not been allowed to intervene in cases of Army excesses and brutalities. Further, the army has been placed beyond the jurisdiction of the National Human Rights Commission (NHRC).

Under these circumstances, India started facing criticisms from foreign countries like United States of America, International human rights and humanitarian bodies and organizations like Amnesty International and Asia Watch. In a report released by the Amnesty International in May 1991, it observed that 'the abuses committed by armed groups can never justify the security forces themselves resorting to arbitrary detentions, torture or extrajudicial executions of suspected opponents, the violations of human rights… such practices are not only specifically prohibited in Indian law and in the constitution itself, but they also contravene basic principles of international law.' The report also elaborately mentioned about unacknowledged arrests, torture during detention and fresh arrests immediately after bail. Another report by Human Rights Watch published in April 1993 chronicled the abuses arising out of national security laws which grant unlimited powers to the security forces, in the context of violent insurgencies in the state of Assam which gained momentum since 1979. The report says: 'Security laws that grant extraordinary powers to the armed forces provide the context for many of these abuses. Dissent is severely curtailed. Human rights activists and journalists have been arrested for reporting on human rights abuses in Assam or for criticizing the government's reliance on security legislation. Freed from normal legal restraints on arrests and detentions and on the use of force, the Indian army has had little reason to fear accountability for its abuses in Assam.'

On the other hand, increasing human rights violations against women such as dowry deaths, custodial torture and rape marked the scenario in the 1980s. Dowry deaths were routinely passed off as 'kitchen accidents' during this time. For instance, according to the National Crime Records Bureau (NCRB) 1991 report, 4,215 dowry deaths were witnessed in the year 1989, 4,836 deaths in 1990 and 4,656 in 1991. In 1986, the Indian Parliament introduced the Dowry Prohibition (Amendment) Act (Act 43 of 1986), by way of which Section 304-B was specially added to the Indian Penal Code to deal with the challenge and menace of dowry deaths in India. In the wake of these events, pressure started building from the domestic front as well.

Subsequently, the Protection of Human Rights bill was introduced by the Government of India on May 14, 1992 and was referred to the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Subsequently, an ordinance was promulgated by the President establishing a National Commission on Human Rights (NHRC) on September 27, 1993. On December 18, 1993, a Human Rights bill was passed in the Lok

Sabha so that it could replace the ordinance promulgated by the President. This bill finally became an act when it received Presidential assent on January 8, 1994. The Protection of Human Rights Act (act no. 10 of 1994) came into force, as per article 1 (3) of the act, with retrospective effect, on September 28, 1993. Under the act, the National Human Rights Commission (NHRC) was established on October 12, 1993. Justice Ranganath Mishra who was the former Chief Justice of India was appointed as the first Chairperson of the Commission on October 12, 1993.

4.4.2 Main Features of the Act

The Protection of Human Rights Act, 1993 provides for the establishment, composition, powers and functions of the National Human Rights Commission (henceforth NHRC), the State Human Rights Commissions (henceforth SHRCs) and Human Rights Courts. The act sought to conceptualize Human Rights from a macro perspective as human rights, according to Section 2 (D) of the Act, meant "the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the International covenants and enforceable by courts in India." By International Covenants, the act refers to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted by the United Nations in 1966. According to article 1 (2), the Act applies to all parts of India and 'shall apply to the State of Jammu and Kashmir only in so far as it pertains to the matters relatable to any of the entries enumerated in List I or List III in the Seventh Schedule to the Constitution as applicable to that State.'

As laid down in the act, the following persons shall constitute the NHRC – i) a Chairperson who has been a Chief Justice of the Supreme Court, ii) one Member who is, or has been, a Judge of the Supreme Court, iii) one Member who is, or has been, the Chief Justice of a High Court and iv) two Members who are to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights. The chairperson of the NHRC shall hold office for a fixed term of five years from the date he or she enters office or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier. Apart from these members, the act further laid down the inclusion of the following members in the commission – the Chairperson of National Commission for Minorities, the Chairperson of the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Chairperson of the National Commission for Women. According to the act, the headquarters of the commission shall be in Delhi and with the prior approval of the Central Government, the Commission may establish offices or branches at other parts in India. The act in its section 3(4) also provided for a Secretary-General who shall be the Chief Executive Officer of the Commission and shall exercise such powers and functions as maybe delegated to him by the Commission or the Chairperson, except judicial functions. Accordingly, Shri R.V. Pillai was appointed as the Secretary-General and Chief Executive Officer of the NHRC on October 20, 1993. The members

of the NHRC shall hold office for five years since the date they enter in office and shall be eligible for re-appointment.

Chapter III of the act enumerates the powers and functions of the NHRC, including its power relating to inquiries, investigation and statement made by persons to the commission. Some of the vital functions of the commission are – to inquire, *suo motu* or on the basis of a petition presented to it by a victim or any person on his behalf, into any complaint of human rights violation or abetment and negligence in preventing such violence, review legal and/or constitutional safeguards for the purpose of protection of human rights and recommend measures for their effective implementation, to study international human rights instruments and treaties and recommend their effective implementation, take initiative of and expand research in the arena of human rights, spread human rights literacy among various sections of the people and so on. However, Since the topic of NHRC has been dealt in details elsewhere in this course, this unit shall focus more on the implementation of the Protection of Human Rights Act, 1993 and working of the NHRC rather than enumerating the powers and functions of the NHRC as given in the Act, in details.

The act has further provided for the establishment of State Human Rights Commissions (SHRCs) which shall consist of – i) a Chairperson who has held the position of a Chief Justice of the High Court, ii) one member who is or has been a Judge of a High Court, iii) one member who has been, or is, District Judge in the State and iii) two members who should have knowledge of or practical experience in matters relating to Human Rights. The act has also provided for a Secretary who shall be the Chief Executive Officer of the State Commission. The Chairperson and members of the State Human Rights Commission/ s shall be appointed by the Governor under a warrant under his hand and seal only on the the basis of the recommendations of a committee comprising the following people – i) the Chief Minister (chairperson), ii) Speaker of the Legislative Assembly or Vidhan Sabha (member), iii) Minister-in-charge of the Department of Home in that state (member) and iv) Leader of the opposition in the Legislative Assembly in that state (member). Where there were/are legislative councils, the Chairman of that Council and the Leader of the opposition in that council shall also be members of that committee.

The term of office for the chairperson of the SHRC has been fixed at five years from the date he or she entered office or until he reaches the age of seventy years, whichever is earlier. For a member of the SHRC, the term has been fixed at five years from the date he or she enters office and has been made eligible for re-appointment for another term of five years. However, according to the act, no member can hold office after he or she has attained 70 years of age. The act lays down that the Chairperson or any other member of the SHRCs, by an order of the President may be removed on grounds of proved misbehavior or incapacity after an enquiry has been held against him/her by the Supreme Court upon recommendation by the President. Likewise, the President may remove the Chairperson or any member

of any SHRC under the following conditions: i) if the person is adjudged an insolvent, ii) if the person is engaged with any paid employment outside his or her official duties, iii) is unfit to continue with official work by body or mind, iv) if any court declared the person to be of unsound mind and v) if the person is convicted and sentenced to imprisonment due to any offence committed which in the opinion of the President involves moral turpitude.

According to article 28 (1) of the act, an annual report shall be submitted by the commission to the State Government and the commission can also, at any time, submit special reports which it considers as demanding immediate or urgent attention, so much so that it should not be deferred till submission of the annual report. These reports shall then be laid down before each house of the State Legislature (both the houses where Legislative Council exists) and a Memorandum of Action shall be adopted or proposed to be adopted on the basis of the recommendations of the SHRC. The reasons for non-acceptance of the recommendation/s shall also be laid down, if there are any. The State Human Rights Commission (SHRCs) have been empowered to make enquiries only with regard to matters explicated in List II and III of the Seventh Schedule of the Constitution of India. Further, in case any other commission or commissions established under the law operating at that time enquire/s into the matter then the concerned SHRC shall not proceed further with inquiry in this matter.

The Protection of Human Rights Act, 1993 has further provided for the establishment of Human Rights Courts at the district level by a notification of the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Hight Court of that state, with the aim of providing speedy trial of offences arising out of violation of Human rights. Under the act, the State Government of each state is also empowered to appoint a special Public Prosecutor, by notification, for the purpose of conducting cases in that Human Rights Court. The act further in chapter VII lays down provisions of finance, accounts and audit of the NHRC and SHRCs, involving the grants by the Central and State Governments and other duties to be carried out by the Comptroller and Auditor General in this regard. The Act in its miscellaneous provisions also empowers the Government to constitute Special Investigation Teams, where applicable, which shall consist of such Police Officers as it thinks necessary for meeting the purposes of investigation and prosecution of offences arising out of violation of human rights of people.

In 2019, several amendments to the Protection of Human Rights Act, 1993 were proposed by the National Human Rights Commission, to achieve the goals of further inclusivity, efficiency and transparency. Thus, the Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019 provided for the following amendments – i) a person who has been a Judge of the Supreme Court is also made eligible to be appointed as Chairperson of the Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of India; ii) to increase the Members of the Commission from two to three of which, one shall be a woman; iii) to include the Chairperson of the National Commission for Backward Classes, the Chairperson of the

National Commission for Protection of Child Rights and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities as deemed Members of the Commission; iv) to reduce the term of the Chairperson and Members of the Commission and the State Commissions from five to three years and eligibility for re-appointment; v) to provide that a person who has been a Judge of a High Court is also made eligible to be appointed as Chairperson of the State Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of the High Court; and vi) to confer upon State Commissions, the functions relating to human rights being discharged by the Union territories, other than the Union territory of Delhi, which will be dealt with by the Commission.

Thus, now, as per the Protection of Human Rights Act, 1993 [as amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019, No. 19 of 2019 w.e.f. 02.08.2019] two new features have been added to the composition of the commission: first, it shall consist of a chairperson who has been a Chief Justice or a judge of the Supreme Court (earlier it was only the Chief Justice) and second, the number of members to be appointed from amongst persons having knowledge of, or practical experience in, matters relating to human rights, have been increased from two to three, out of which, at least one shall be a woman. The term of office of the Chairperson and members has further been reduced from five to three years, as per the amendment. The rest of the amendment proposals as laid down in the bill have also been implemented via the Protection of Human Rights Act, 1993 [as amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019.

4.4.3 Implementation of the Act

According to the Annual Report of the NHRC during the period 1993-94, in the year following the establishment and commencement of the act, the NHRC had a registered number of 496 cases. Few of the illustrative cases dealt by the NHRC in this year according to this report were: i) the matter of human rights violations with regard to firing by security forces in Bijbehara, Jammu and Kashmir, ii) cases of alleged custodial death for instance that of Shri Madan Lal and Shri Om Prakash in Delhi and Shri Chandrasekharan in Pondicherry, iii) disappearance of Shri Harjit Singh and of journalists Ram Singh Biling and Avtar Singh Mander in Punjab, iv) alleged rape by an official of Punjab Police and v) atrocities meted out to Shri Jugtaram in Barmer, Rajasthan and vi) beating of a harijan girl in Delhi.

Few cases which exemplify commendable efforts by the National Human Rights Commission in effectively restoring the human rights of people since the inception of the Act were – *National Human Rights Commission v. State of Arunachal Pradesh (1996)* where the NHRC sought to establish the rights provided under article 21 of the Constitution of India (right to liberty) of the Chakma people of Arunachal Pradesh who were at risk of persecution. Further, when violence, tortures, disappearance and extra-judicial killings became a phenomenon amidst counter-insurgency operations by the Punjab Police,

the NHRC, by a reference of the Supreme Court in 1996 investigated the cases. In 2012, when this case was closed, the NHRC recommended the Punjab government to provide a total of 27.94 crores as a monetary relief or compensation to the next keen of the 1,513 deceased persons who were identified. The NHRC has further contributed to addressing the issues of police reform, custodial rape, death and torture and other issues over the years. Thus, during 1996-97, the NHRC further played an immensely significant role in implementing the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment (UNCAT).

The number of cases dealt by and the activism of the NHRC has increased over the years, with successes, failures and challenges. Other issues dealt by the NHRC include violence against women, violation of rights of the child, including the right to education, few instances of which are child labor, child trafficking and child prostitution, addressing the rights of the disabled, addressing the human rights of migrants, non-citizens and other indigenous and vulnerable communities.

4.5 Human Rights and the role of the Indian judiciary in post-independence and contemporary India

The late 1970s and 1980s witnessed massive increase in human rights violations including custodial atrocities and deaths. India being a signatory to the 1948 Universal Declaration of Human Rights is bound by article 5 of the same declaration which proclaims the following – "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment." Article 7 of the ICCPR further lays down this provision. However, the Indian scenario during that time reflected a diametrically opposite picture to the ideals and goals of human rights.

In the case of *Delhi Judicial Service Association v. State of Gujarat (1991)* the Supreme Court took cognizance of the excessive brute force applied by police and observed the following – "The law enjoins the police to be scrupulously fair to the offender and the Magistracy is to ensure fair investigation and fair trial to an offender… It is unfortunate that these objectives have remained unfulfilled even after 40 years of our constitution. Aberrations of police officers and police excesses in dealing with the law and order situation have been subjects of adverse comments from this court as well as from other courts but it has failed to have any corrective effect on it. The police have the power to arrest any person even without obtaining any warrant of arrest from a court. The amplitude of this power casts an obligation on the police and it must bear in mind, as held by this court that if a person is arrested for a crime, his constitutional and fundamental rights should not be violated." The Supreme Court further upheld in the case of *Joginder Kumar v. State of UP (1994)* that no arrest can be made unless the Police Officer is able to justify that arrest, apart from its power to arrest. Thus, the responsibility of ensuring a

humanitarian critical jurisprudence in India lied with the Indian judiciary, more so as the country was undergoing the phase of a National Emergency imposed in 1975, and ongoing human rights violations in this regard.

In this context, it can be mentioned that article 21, laying down the vital human right to life and liberty has been interpreted by the Supreme court and high courts in India in dynamic ways, including protecting the rights and civil liberties of prisoners while combating terrorism. For instance, the court, much before the commencement of the Human Rights Act, in the case of *Sunil Batra v. Delhi Administration (1979)* held that "in the eye of law, prisoners are persons not animals… prison houses are part of Indian Earth and Indian Constitution cannot be held at bay by jail officials 'dressed in a little, brief authority', When part III is invoked by a convict. When a prisoner is traumatized, the Constitution suffers a shock." Likewise, the significance of article 21 was upheld in the following cases – the right to livelihood in *Olga Tellis vs. Bombay Municipal Corporation (1985)*, the right to shelter in *Prabhakaran Nair v. State of T.N. (1987)*, the right to food and clothing in *Shantistar Builders v. Narayan Khimalal Totame (1990)*, the right to have access to pollution free water and air in *Subhash Kumar v. State of Bihar (1991)*, and so on. Other court cases relevant in case of upholding Human Rights are *M.C. Mehta vs Union of India (1986), D.K. Basu v. State of West Bengal (1986), PUCL v. Union of India (1996), National Legal Service Authority (NALSA) vs. Union of India (2014)* and so on.

Another mechanism of addressing human rights concerns by the judiciary since the 1980s has been the growth of Public Interest Litigation (PIL) in India, in which Justice P.N. Bhagwati had an instrumental role. The first landmark reported PIL case was *Hussainara Khatoon v. State of Bihar* in 1979, reflecting the deplorable condition of undertrial prisoners in Bihar. In this case, the human right to a speedy trial was upheld by the Court. Few other landmark cases with regard to addressing human rights issues via PIL were: *Anil Yadav v. State of Bihar (1981), R.C. Narain v. State of Bihar (1986), Paramjit Kaur v. State of Punjab (1998), Vishaka & Ors. v. State of Rajasthan & Ors. (1997), Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984), Munna v. State of UP (1982)*, and so on.

Apart from these issues, the Indian Judiciary has further passed landmark judgments with regard to protecting the human rights of women. For instance, in the case of *Vishaka & Ors. v. State of Rajasthan & Ors. (1997)* mentioned before, the court took cognizance of sexual harassment of women at workplace, laid down norms and guidelines for protecting women against sexual abuse at workplace. Further, for protecting the right to equality and right to freedom of religion of women, the Supreme Court in 2018 lifted the ban on the entry of women into Sabarimala Temple in Kerala, the consenting judges being former Chief Justice Dipak Misra, Justice AM Khanwilkar, Justice Rohinton F Nariman and Justice Dhananjay Y Chandrachud.

Other cases involving the protection of human rights have been *Justice KS Puttaswamy v. Union of India (2017)* where the right to privacy was reaffirmed as a constitutional right and *Navtej Johar v. Union of India (2018),* where the Supreme Court decriminalized section 377 of the Indian Penal Code, which meant decriminalizing consensual homosexuality in order to protect the human rights of gay, lesbian, transgender persons and other sexual and gender-based minorities.

4.6 Conclusion: The renewed significance of the Protection of Human Rights Act (1993) after pandemic in India

The global pandemic exposed the challenges faced by most countries in abiding by their human rights obligations in an egalitarian manner. In India, while the needs of some were fulfilled and it was a peaceful lockdown for them, for the most vulnerable, marginalized, poor sections of the country, the pandemic and the country-wide lockdown announced on March 24, 2020 sounded a death knell. The right to health, the right to life (including the right to food and shelter), liberty and equality, the right to freedom of movement, the right to education and the right to information were some of the vital rights which faced massive challenges. For instance, the deplorable condition of the migrant workers who suddenly and spectrally became visible during the pandemic raises the question of challenges regarding the widespread implementation of the Human Rights Act of 1993. With regard to a pregnant migrant woman delivering a baby on road while walking on foot from Maharashtra to Madhya Pradesh, the National Human Rights Commission observed on May 14, 2020 ‘that this incident amounts to sheer negligence of the state authorities resulting in violation of human rights of the victim woman. Rights to life and dignity of the poor woman have been grossly violated. It is also indignity to the motherhood.’

Further, in a press release on April 15, 2020, the NHRC ‘asked the Centre, through the Union Home Ministry, to issue suitable guidelines/advisory/Standard Operating Procedure to all the States and UTs emphasizing that while implementing Corona lock down guidelines, the public servants, including police personnel, should behave in a sensible manner with the people, particularly belonging to vulnerable sections, respecting human rights relating to their life, liberty and dignity…’; these directions were issued after the Commission took cognizance of a communication from one of its Special Monitors and human rights activist, Ms Maja Daruwala alleging ‘that in order to effectively implement the lock down guidelines, the public servants, including the police personnel, across the country, sometimes under tremendous pressure, tend to deal with the people, especially the ill-informed poor labourers, in a very harsh manner undermining their rights.’

The country also witnessed increasing drop outs of school children, especially migrant children, and hence, the right to education was also massively challenged during this time. A report published by

UNESCO and UNICEF on “India case study: Situation Analysis on the Effects of and Responses to Covid-19 on the Education Sector in Asia” has referred to Oxfam India and laid down that ‘children studying in government schools were hit particularly hard, with more than 80 per cent of government school students in Odisha, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttar Pradesh not receiving any educational materials during the lockdown.’ Further, the report also states, on the basis of survey across 18 states, that ‘46 per cent of migrant children have discontinued their education due to COVID-19, but this is an incomplete picture – at national level there is a big data gap on child migrants and their needs which hampers better planning.’ Therefore, in the wake of the pandemic, the role of the NHRC and SHRCs as laid down in the Protection of Human Rights Act, has assumed renewed significance. Some of the initiatives taken by the law division of the NHRC during Covid-19 were: Human Rights Covid-19 advisory to State Government in alignment with WHO/M/o Health and Family Welfare and ICMR guidelines, creation of new incident categories in different nature of Complaints for Violation of Human Rights related to Covid-19, complaints received online and registration of cases while working from home and important role played by Focal Point for Coordinator with State functionaries redressal of grievance during the pandemic.

However, the act has its own loopholes. The act, in chapter VIII, provision 38, provides the following: “No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government, State Government, Commission, the State Commission or any Member thereof or any person acting under the direction either of the Central Government, State Government, Commission or the State Commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or any order made thereunder or in respect of the publication by or under the authority of the Central Government, State Government, Commission or the State Commission of any report, paper or proceedings.” Thus, anything done during the pandemic is difficult to be taken into cognizance keeping in mind that it was done in ‘good faith’ for the public.

However, the Supreme Court in June, 2020 allowed the NHRC to intervene in cases regarding the miseries of the migrant workers caused by the nationwide lockdown. The NHRC, as reported by the Times of India on June 5, 2020, ‘in its intervention plea filed through Deputy Registrar Sunil Arora, gave “short term and long term measures” for consideration of the apex court in order to alleviate the plight of the migrant workers and to ensure that their human rights are not violated.’ According to Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), ‘all human beings are born free and equal in dignity and rights.’ This core principle needs to be implemented anew through the work of the National Human Rights Commission and the State Human Rights Commissions today as laid down in the Protection of Human Rights Act, 1993. Therefore, the significance of the Human Rights Act has assumed new levels today, more so as it draws its inspiration from International Human Rights instruments and the Paris

Principles, one of the major goals of which, apart from implementing human rights without any discrimination, is to promote the harmonization of national laws with International Human Rights Law and ensure their effective implementation.

4.7 Summing Up

- The inspirational impact of the UDHR and/or international human rights law has always been a dominant theme in the mainstream literature on post-World War II constitutions, including post-colonial constitutions like the Indian one.
- India played a significant role in the drafting process of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and has indigenised International Human Rights laws and conventions in her own unique way since independence.
- Indian courts have remained optimistic about applying international human rights norms in the domestic jurisdiction, like the UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, UNCRC and UNCAT.
- There are a number of human and fundamental rights laid down in the Constitution of India which resonate with the rights laid down in the framework of International Human Rights Law.
- The 1970s and 1980's were characterised by a plethora of events which not only caused upheavals in the Indian state and society but led to an imminent need of a formal human rights framework in India, in which context, the Protection of Human Rights Act of 1993 came into existence.
- The protection of Human Rights Act, 1993 provides for the establishment, composition, powers and functions of the National Human Rights Commission (NHRC), the State Human Rights Commissions (SHRCs) and Human Rights Courts and Special Investigation Teams.
- The act has been implemented in dynamic ways and several cases are there which exemplify on the one hand the commendable efforts by the National Human Rights Commission in effectively restoring the human rights of people since the inception of the Act.
- The Indian Judiciary has played an instrumental role in upholding Human Rights and in implementing the Act all over India.
- However, several challenges have been faced while implementing the Act fully and the NHRC and the Indian judiciary have their own shares of successes and failures in implementing the Act in an egalitarian and free manner.
- The global pandemic which exposed the challenges faced by most countries in abiding by their human rights obligations in an egalitarian manner, has led to new challenges in the widespread implementation of the Protection of Human Rights Act of 1993.

- Therefore, the significance of the Human Rights Act has assumed new levels today, more so as it draws its inspiration from International Human Rights instruments and the Paris Principles. The need of the hour is to implement the act in a wide, egalitarian manner irrespective of caste, class, citizenship, gender, and other parameters.

4.8 Self-Assessment questions

Now that you have read this Unit, please go through the following questions, and find out how many of them can be answered by you. If you see that you have been able to answer less than 50% of them, please go back again to the top, to the relevant portion of this Unit, and read again carefully. In case, you have any queries or if you require any clarification on this Unit, please ask your teacher during the PCP (Personal Contact Programme).

a) Write a detailed note on Human Rights as provided in the Constitution of India.

b) Critically discuss Human Rights and the role of the Indian judiciary in India.

c) Briefly enumerate the background which led to the birth of the Protection of Human Rights Act, 1993.

d) What are the main features of the Protection of Human Rights Act, 1993?

e) In what ways has Protection of Human Rights Act 1993 been implemented? Are there challenges in its free and fair implementation? If yes, then discuss in details.

f) In what ways do you think the Protection of Human Rights Act of 1993 has assumed renewed significance after Covid-19 in India?

4.9 Suggested Readings

a) Baxi, U. (2008). *The Future of Human Rights*. Oxford University Press. https://doi.org/10.4324/9780367178604

b) Baxi, U. (2010). Towards understanding the diplomacy of human rights: A review essay. *Indian Journal of International Law*, 50(1), 1–12.

c) Chakrabarti, D. (2011). The Human Rights Movement in India: In Search of a Realistic Approach. *Economic and Political Weekly*, *46*(47), 33–40.

d) Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.

e) Gostin, L. O., Friedman, E. A., Hossain, S., Mukherjee, J., Zia-Zarifi, S., Clinton, C., Rugege, U., Buss, P., Were, M., Dhai, A. (2023). Human rights and the Covid-19 pandemic: a retrospective and prospective analysis. *Lancet,* 401, 154–68.

f) Juss, S. (Ed.). (2019). *Human Rights in India*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367178604

g) Kaur, A. (2017). Protection of Human Rights in India: A Review. *Jamia Law Journal*, 2, 22-39.

h) Nariman, F. S. (2013). FIFTY YEARS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDIA - THE RECORD OF 50 YEARS OF CONSTITUTIONAL PRACTICE. *National Law School of India Review*, 13–26.

i) Ray, A.K. (2003). Human Rights Movement in India: A Historical Perspective. *Economic and Political Weekly*, 38 (32), 3409-3415.

j) Sripati, V. (2000). India's National Human Rights Commission: A Shackled Commission?. *Boston University International Law Journal*, 18 (1), 1-46.

k) The Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No. 10 of 1994)

l) The Protection of Human Rights Act, 1993 [As amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019, No. 19 of 2019 w.e.f. 2-8-2019 vide Notification No. S. O. 2756 (E)dt. 1-8-2019]

Unit-5

মানবাধিকার: বিষয়সমূহ ও প্রতিবন্ধকতা—জ্ঞাত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী, এলজিবিটি এবং সন্ত্রাসবাদ (Human Rights : Issues and Challenges—Caste, Tribe, Minorities and Women, LGBT, Terrorism)

বিষয়সূচি :

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 ভূমিকা

5.3 ভারতীয় প্রেক্ষিত মানবাধিকার: বিষয় ও প্রতিবন্ধকতা

5.3.1 ধারণা

5.3.2 ভারতীয় প্রেক্ষিত

5.3.3 সারসংক্ষিপ্ত

5.4 জাত ও মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.4.1 জাত ও ধারণা

5.4.2 প্রতিবন্ধকতা সমূহ

5.4.3 সারসংক্ষিপ্ত

5.5 আদিবাসী ও মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.5.1 ধারণা

5.5.2 প্রতিবন্ধকতা সমূহ

5.5.3 সারসংক্ষিপ্ত

5.6 আদিবাসী ও মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.6.1 ভারতীয় সংখ্যালঘু: ধারণা

5.6.2 প্রতিবন্ধকতা

5.6.3 সারসংক্ষিপ্ত

5.7 নারী ও মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.7.1 সারসংক্ষেপ

5.8 এলজিবিটি ও মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.8.1 এলজিবিটি: ধারণা

5.8.2 প্রতিবন্ধকতা

5.9 সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.10 আত্মমূল্যায়ণ প্রশ্ন

5.11 সহায়ক পাঠ্য তালিকা

5.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের মাধ্যমে জানা যাবে—

- ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার এর বিষয়গুলি কি এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো কি?
- জাত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী, এলজিবিটি এবং সন্ত্রাসবাদ—এই বিষয়গুলি কি ভাবে ভারতীয় প্রেক্ষিত মানবাধিকারের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার বিভিন্ন নজির সহ ত্বাত্তিক ব্যাখ্যা।

5.2 ভূমিকা

'মানবাধিকার' কথাটি দুটি শব্দের সন্ধি, যথা মানব + অধিকার = মানবাধিকার। অর্থাৎ মানুষের অধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিসংঙ্ঘ প্রথম আইনি অর্থে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য একটি অধিকারের সনদ ঘোষণা করে যা—বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা নামে পরিচিত। এটি প্রথম একটি বিশ্বজনীন আইনী অধিকার সংক্রাত ধারণা। বিশ্বের সকল মানুষের জন্য যে মানবাধিকারগুলি ঘোষণা হয়েছে তা ভারতের মত দেশে জাত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী, এলজিবিটি এবং সন্ত্রাসবাদ-এর মত বিষয়গুলি দ্বারা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে যার যথা সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী, এলজিবিটি এবং সন্ত্রাসবাদীদের ধারণা কি তাও আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচনায় দেখানো হয়েছে ধারণাগত ভাবেই ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে প্রথম থেকেই একাধিক অসমতা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সূত্রেই বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা সকল ভারতীয়দের মানবাধিকার হয়ে উঠতে পারেনি।

5.3 ভারতীয় প্রেক্ষিতে মানবাধিকার: বিষয় ও প্রতিবন্ধকতা

5.3.1 মানবাধিকার: ধারণা

মানবাধিকার এর সুস্পষ্ট এবং বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যায় সম্মিলিত জাতিসংঙ্ঘ সহ একাধিক আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সনদে। মানবাধিকার কাকে বলে (?) এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে প্রচলিত অর্থে সংজ্ঞা খোঁজা বা দেওয়া এঁড়িয়ে গিয়ে, এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝা সুবিধাজনক। এই প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে মানবাধিকার যতটা না কোন সাধারণ বিবৃতি বা ব্যাখ্যা তার থেকে বেশী কতগুলি সুনিষ্ট অধিকারের ধারাবাহিক তালিকা। টমাস পোগগী'র মতানুসারে—মানবাধিকার অনেক বেশী নথীভিত্তিক দপ্তরীয় ধারণা (অফিসিয়াল সেন্স)। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিসংঙ্ঘ 'ইউনিভার্স্যাল ডিকলারেশন অফ হিউম্যান রাইটস' শীর্ষক ঘোষণাপত্র সারা বিশ্বের মানুষের জন্য যে অধিকার সমূহ ঘোষণা করে আইনীভাবে তাই মানবাধিকার হিসেবে যথাযত অর্থবহ ধারণা। সেই সূত্রে উক্ত ঘোষণাপত্রের ১, ২ এবং ৩নং ধারা অনুসারে মানবাধিকার ধারণা হল—

বিশ্বের সমস্ত মানুষের অধিকার। বিশ্বের যে কোন জায়গায়; স্বাধীন হোক বা অছিভুক্ত হোক বা অস্থায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন হোক—এমন যে কোন দেশ বা ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত মানুষ; গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনৈতিক মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, ধন-সম্পদ-দারিদ্রতা বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান স্বাধীনতা, মর্যাদা, অধিকার এবং জীবনের নিশ্চয়তা আছে এবং থাকবে।

এছাড়াও ঘোষণা পত্রের পরবর্তী ৪নং ধারা থেকে শেষ ৩০নং ধারা সমূহ এই প্রথম তিনটি ধারার অধিকার সমূহের আনুসঙ্গিক বিস্তৃত বিধি ব্যবস্থার খুঁটিনাটি হিসেবে বর্ণিত, ঘোষিত এবং রক্ষিত হয়েছে। ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনা অনুসারে—সম্মিলিত জাতিসংঙ্ঘের সদস্যরাষ্ট্র সমূহ মানবাধিকার পালনের লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সূত্রে বলা যায় তত্ত্বগত ভাবে মানবাধিকার যথেষ্ট শক্তিশালী আইনী রক্ষাকবজ সম্পন্ন এবং সংরক্ষিত অধিকারের ধারণা।

5.3.2 ভারতীয় প্রেক্ষিতে মানবাধিকার: বিষয় ও প্রতিবন্ধকতার ভিত্তি

বিশ্বজনীন উদ্যোগের সাথে সম্মত হয়ে ১৯৯৩ সালে ভারতে 'দি প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট' পাশ করা হয় এবং মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত আইনের ২(ডি) ধারা অনুসারে মানবাধিকারের অর্থ হিসেবে বলা হয়েছে—মানবাধিকার হল ভারতীয় সংবিধান, আন্তর্জাতিক সনদ এবং ভারতীয় আদালত কর্তৃক স্বীকৃত বলবৎযোগ্য সেই সমস্ত অধিকার যা ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মর্যাদা সম্পর্কিত। এছাড়াও এটা তত্ত্বগত ভাবে সত্য যে ঘোষিত ভাবে মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা ১৯৯৩ সালে ঘোষিত হলেও, ভারতে মানবাধিকারের মূল কথা এবং ভাব অনেক আগেই ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ঘোষিত হয়েছিল কার্যকর এবং যথাযথ ভাবে হয়তো ঘোষিত ভাবে মানবাধিকার কথাটাই উহ্য থেকেছে। ১৯৪৮ সালের ঘোষণায় যা রয়েছে ব্যাখ্যান্তরে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারে তাই পাওয়া যায়। সেই দিক থেকে মানবাধিকার রক্ষায় ভারত প্রথম থেকেই আইনী অর্থে প্রস্তুত অথবা বলা ভালো প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

কিন্তু ভারত এরকম একটি দেশ যেখানে বহুবৈচিত্র্যময় মানুষের বাস, যাদের ভাষা, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি, দৈহিক গঠন, গায়ের রং, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জন্মগত ইতিবিত্তির ধারণা খুবই জটিল, বিচিত্র এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রেক্ষিতে প্রেক্ষিতে দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং বৈষম্য দেখা দেয়। যা ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্য সমূহ সমতাজাতীয়তা বোধের বিপরীতে ভিন্নতা এতটাই বহন করে আনে যে, ব্যক্তির পরিচয় তার ভাষা, নৃগোষ্ঠীগত পরিচিত, ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এই সবের ভিত্তিতে উঁচুনীচু অবস্থান ও মর্যাদা, আধিপত্য এবং অধীনস্তের বিভাজন দেখা দেয়। এই ধরনের বিভাজনের কয়েকটি পরিমাপক হল—জাত, নৃগোষ্ঠী পরিচিত, আদিবাসী সত্ত্বা, সংখ্যালঘু বোধ এবং লিঙ্গগত কারণে নারী-পুরুষ বিভাজন, যৌনতা মুখীনতা থেকে এলজিবিটি গোষ্ঠী এবং ভারতীয় প্রেক্ষিত সন্ত্রাসবাদ; এই বিষয়গুলি মানবাধিকার ঘোষণার পথে হাজার রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কারণ বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো এই বোধগুলি ভারতের সব মানুষকে সমান মূল্য বা মর্যাদা, অধিকার দেয়নি যা মানবাধিকারের বিপরীত।

5.3.3 সারসংক্ষেপ

- ভারত অঘোষিত এবং ঘোষিতভাবেই প্রথম থেকেই মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে সাংবিধানিক এবং আইনীভাবে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।
- আইনীভাবে সকল ভারতীয়ই সম মর্যাদা এবং অধিকারের অধিকারী কিন্তু ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী পরিচিত সত্ত্বা সকল নাগরিকের মধ্যে সমতা আনতে পারেনি। সেই সূত্রে মানবাধিকার সকল ভারতবাসীর মানবাধিকার হয়ে উঠতে পারে নি।

5.4 জাত ও মানবাধিকার

5.4.1 জাত: ধারণা

'কাস্ট' একটি ইংরেজি শব্দ যার উৎপত্তি স্পেনিস ভাষা 'কাস্টা' থেকে—এর অর্থ বংশগতি বা জন্মের একই উৎসগত গোষ্ঠী। ভারতীয় পরিভাষায় এই কাস্টকে আমরা জাত বলে থাকি। খুব সহজ করে বললে জাত হচ্ছে—জন্মসূত্রে পাওয়া একটি গোষ্ঠীগত পরিচয়। অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে তা তার জাতগত পরিচিতি নির্দিষ্ট করবে; উপরের দিকের কোন সুবিধাভোগী জাতে জন্ম না কি বৈষম্যের শিকার হওয়ার নীচের দিকে জাত-গোষ্ঠীর তার পরিচয় বহন করবে সে। জাত সমাজ ব্যবস্থার একটি স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো বা সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিভাজন। অনেকের মতে 'জাত' মানব সমাজের একটি স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো। যদিও অনেকেই খুব জোরের সঙ্গেই বলে থাকেন জাত বিভাজন বা তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে একটি ভারতীয় বিষয়। কিন্তু বাস্তবে তা সঠিক নয়, জি.এস. ঘুরের মতে—জন্মসূত্রে পার্থক্য বহু আদিবাসী সমাজে এবং প্রায় প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় পরিলক্ষিত হয়। ভারত ছাড়াও জন্মসূত্রে বংশ পরম্পরায় পেশা নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মর্যাদাভুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রাচীন মিশর, পারস্য, চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান এবং আফ্রিকাতেও পাওয়া যায়। তবে ভারতের মত জটিল, কঠোর এবং স্থায়ী বদ্ধজাত ব্যবস্থা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আধুনিক ভারতেও একজন ভারতীয় তার অর্থনৈতিক অবস্থা বা পেশাগত অবস্থা এমনকি ধর্মীয় পরিচয়ের পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু কোন ভাবেই যে তার জাতের পরিবর্তন করতে পারে না। তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রায় তিন হাজার জাত এবং পঁচিশ হাজার উপ-জাত বা সাব-কাস্ট রয়েছে। বৈদিক সময় থেকেই জাত ব্যবস্থার প্রাধান্য এবং আধিপত্য ভারতীয় সমাজে সামাজিক সংস্কার হিসেবে বর্তমান রয়েছে। একবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজে 'জাত' খুব শক্তিশালী বাধ্যবাধকতা বজায় রেখেছে; সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে জাত এখানো শক্তিশালী নির্ণয়ক ভূমিকা পালন করে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পেশাদার নারী-পুরুষের বিবাহ নির্ধারণেও জাতে বৈষাম্য বিচার করা এখনো ভারতীয় বিজ্ঞাপনের একটি বড় জায়গা। জাত ভিত্তিক রাজনৈতিক এবং নির্বাচক মণ্ডলী এখনো ভারতীয় রাজনীতির একটি প্রভাবশালী উপাদান।

জাত-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া মুস্কিল, কারণ এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার অভাব রয়েছে, অনেকেই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ডি.এন. প্রসাদের মতে—জাত এমন এক ধরনের বোধজম্য-বাস্তবতা (ফেনোমেনোন) যা নিদান দেয়—কোন একজন ব্যক্তির গুণ, মেধা, যোগ্যতা অথবা তার অযোগ্যতার পরিমাপ বা বিচার হবে তার জন্মগত গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান এবং স্তর বিবেচনা করে। স্বাধীনতা সংগ্রামী কাকা কালেলকর এর মতে, জাত হচ্ছে এক ধরনের অন্ধতা এবং চূড়ান্ত গোষ্ঠীগত আনুগত্য যা স্বাস্থ্যকর সামাজিক ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধকে অস্বীকার এবং অবজ্ঞা করে।

প্রাচীন ভারতের বৈদিক এবং বৈদিক উত্তর সময় থেকেই জাত হচ্ছে—কোন ব্যক্তির পেশা, যোগ্যতা, মর্যাদা নির্ণয়ের একটি মাত্রা, যদিও অনেকের মতেই এখন তা যথেষ্ট শিথিল। যদিও জাতকে কেন্দ্র করে দলিল রাজনীতি, সাহিত্য এবং দর্শন এখন ভারতীয় রাজনীতি-সমাজ এবং শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে। এখনো প্রায় প্রত্যেক ভারতীয়ই নিজের সামাজিক পরিচয় দিতে গিয়ে কোন না কোন একটি জাতগত পরিচয় দিয়েই থাকে, পারিবারিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, এমনকি কর্মস্থলেও অন্তরঙ্গ আলোচনা বা দাবীদাবা পেশের ক্ষেত্রেও। এই ক্ষেত্রে কেউ কেউ খুব সীমিত সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় নিজের জাত পরিচিতি প্রকাশে অথবা জাত ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক বলে নিজেকে জাতপরিচিতির ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করে নানান রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে যা জাত ব্যবস্থার নিয়মগুলি থেকে ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসে। এক্ষেত্রেও সেই সমস্ত মানুষের কর্মকান্ডও অন্যেক কাজ জাত-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবেই গণ্য হয়, তাদের কর্মকান্ডও জাত

সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকেই বিচার বিবেচনা হয়ে থাকে। বাস্তবে জাত পরিচিতি একজন ভারতীয়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ভোগে কখনো সুবিধাজনক অথবা অসুবিধাজনক অবস্থান নির্ধারণ করে দেয়। জাত-এর ধারণা এবং প্রভাব ভারতীয় রাজনীতি-সমাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ভারতে মূলত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং তার নীচে অসংখ্য জাতের কথা বলা হয় যারা একত্রে চন্ডাল নামে পরিচিত।

5.4.2 প্রতিবন্ধকতা সমূহ

আমরা ইতিমধ্যেই আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথমেই জেনেছি মানবাধিকারের সনদ বিশ্বের সকল মানুষকেই সমান মর্যাদা, অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রদান করেছে। অথচ প্রাথমিক ভাবে আমার জাত-এর ধারণা বিশেষত ভারতীয় প্রেক্ষাপট জাত এবং তাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনার ইঙ্গিত পেয়েছি আগের অংশে তাতে বোঝা যাচ্ছে সমস্ত মানুষের জন্য সমান মর্যাদা, অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে মানবাধিকার ঘোষিত হয়েছে তার সাথে মিলছে না। এই বিষয়ে আরো পরিষ্কার আলোচনার সুবিধার্থে আমরা জাত-এর ধারণা এবং তার প্রভাবিত ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে কি ভাবে কাজ করে তার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বোঝার চেষ্টা করবো।

ভারতে মূলত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং তার ননীচে অসংখ্য জাতের কথা বলা হয় যারা একত্রে চণ্ডাল নামে পরিচিত। প্রাথমিক ভাবে ভারতীয় জাত ব্যবস্থা অনুযায়ী—ব্রাহ্মণ এর স্থান সবার উপরে ব্রাহ্মণ এবং মূলত শিক্ষাচর্চা, শিক্ষাদান, পূজাপাঠের পৌরহিত্য এবং দানগ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্থানে ক্ষত্রিয়; এরা পড়াশোনা করবে, পূজা-আর্চা করবে, অস্ত্রধারণ, যুদ্ধ এবং রাজনীতিতে অংশ নেবে। জীবিকার্জনে প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তৃতীয় স্থানে—বৈশ্য; এরাও পড়াশোনা করবে, কিন্তু মূলত কৃষিকাজ, ব্যবসাবাণিজ্য এবং পশুপালন করবে। উল্লেখ্য এই তিনটি শ্রেণীর জাতভূক্তরা দ্বিজ নামে পরিচিত হবে, কারণ উপনয়নের মাধ্যমে এদের দ্বিতীয় জীবন শুরু হয় গুরুগৃহ থেকে। এবং চতুর্থ বর্ণাশ্রম অনুসারে জাতের শেষ স্থানে থাকবে শূদ্র; এরা মূলত আগের তিনটি জাতের মানুষের সেবা-শুশ্রুষা করবে। এর পড়াশোনা, বেদপাঠ করতে পারবে না। এছাড়াও এই চতুর্বর্ণের বাহিরে অজস্র জাত রয়েছে যাদের একত্রে চন্ডাল বলে হয়ে থাকে এবং শূদ্রেও নীচে গণ্য হতো।

জাত পরিচিতি বংশানুক্রমিক : যে ব্যক্তি যে জাত-গোষ্ঠীতে জন্ম নেবে সারা জীবন সে সেই জাতের সদস্য হিসেবেই পরিচিতি পাবে। যেমন ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ এবং মুচির সন্তান মুচি। যেহেতু ভারতীয় সমাজে জাত এবং বর্ণ ব্যবস্থা সমাজ দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা সংস্কার যা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে ফলে জন্মগত কারণে কোন ব্যক্তি উঁচু বা নীচু জাতের সদস্য হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। যদিও ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ১৫নং ধারা অনুসারে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি কোন বৈষাম্য মূলক আচরণ করবে না। এটা রাষ্ট্রের তরফে একটি আইনি দিক, কিন্তু ভারতীয় সমাজে জাত দ্বারা প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থান নির্ধারণ হয়, নিয়মিত সংবাদমাধ্যমের জাত বৈষম্যের বিভিন্ন ঘটনা প্রতিবেদন সামনে আসে। যদিও মানবাধিকারের সনদের ১ ও ২নং ধারা অনুসারে জন্মগত কারণে কোন মানুষের মর্যাদায় বৈষম্য করা যাবে না। অথচ জাত ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য গতভাবেই জন্মকে একজন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি নির্মাণ করছে। এক্ষেত্রে এটি একটি নজরি যার মাধ্যমে সার্বজনীন মানবাধিকারের ধারণা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

অন্তর্বিবাহ ব্যবস্থা : জাত ব্যবস্থা অনুযায়ী বিবাহ বন্ধন নিজ নিজ জাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণত এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের সদস্যদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এবং উঁচু জাত নীচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে পারত তবে নীচুজাতের ছেলে উঁচু জাতের বিবাহ ছিল চূড়ান্ত নিষিদ্ধ এবং অপরাধ। এমনকি ব্রাহ্মণ ছেলে যদি বৈশ্য বা শূদ্রের মেয়ের সাথে বিয়ে করত তাদের তাদের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান জাত চুত্য হতো এবং চন্ডাল বলে গণ্য হতো। এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি

মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের ১৬(১)নং ধারায় বলা হয়েছে 'ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণ বয়স্ক নরনারীর বিয়ে করার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে।....." উল্লেখ্য এখন অনেক ক্ষেত্রেই আগের মত অন্তর্বিবাহের কঠোরতা দেখা না গেলেও, নিয়মিত ভারে বিয়ের পাত্র-পাত্রী চেয়ে যে সমস্ত ছাপানো বা বৈদ্যুতিন বিজ্ঞাপন মাধ্যম রয়েছে তাতে নিজনিজ জাত এবং গোত্র, ধর্মের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের সবচেয়ে প্রাথমিক শর্ত মানা হয়।

জাত প্রথার একটি চূড়ান্ত অবমাননাকর বিষয় হল অস্পৃশ্যতার ধারণা : উঁচুজাতের লোক নীচু জাতের লোকদের স্পর্শ এড়িয়ে চলবে যদি স্বর্শ হয় উঁচুজাতের ধর্মে হানি হবে। তাই মন্দির, সর্বসাধারণের পুকুর, কুয়ো, সরাইখানা অস্পৃশ্য নীচুজাতের মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাই প্রথম থেকেই সংবিধানে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তারপরেও একটি তথ্য অনুযায়ী স্বাধীন দেশেও ১৯৭৫ সালে অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন ভাঙ্গার নথিভুক্ত অভিযোগের পরিমাণ ছিল ২৬০৫টি। এখনো দলিল সমাজের প্রতি, মুচি, মেথরের প্রতি এই ধরনের আচরণের অভিযোগ উঠে।

5.4.3 সারসংক্ষেপ

- ভারতে জাতব্যবস্থা একটি কঠোর এবং বদ্ধ ধারণা। আইন করেও জাত প্রথার নামে মর্যাদার উঁচুনীচু কমানো যায় নি।
- জাত ভেদ একশ্রেণীর মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদাই দেয় না। এই অসমতা থেকে সকল মানুষকে সমান হিসেবে দেখা হয় না এবং তাই নীচু জাতের মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে।

5.5 আদিবাসী ও মানবাধিকার : প্রতিবন্ধকতা

5.5.1 ভারতীয় আদিবাসী: ধারণা

সামগ্রিক ভাবে আফ্রিকা মহাদেশের পরে ভারত একটি দেশ হিসেবে দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দেশ। কিন্তু আদিবাসী বলতে কি বোঝায় এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া মুস্কিল, কেননা ভারতীয় আদিবাসীদের সাংবিধানিক ভাষায় 'সিডিউল ট্রাইব' বলা হয়েছে কিন্তু এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে সংবিধানের ৩৪২নং ধারায় যাদের নাম রয়েছে তারা 'সিডিউল ট্রাইব' এবং প্রয়োজন মনে করলে উপযুক্ত শলাপরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কোন জনগোষ্ঠীকে সরকারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই তালিকাভুক্ত করতে পারে। আইনি অর্থে এর বেশি কিছু বলা হয় নি। আদিবাসী'র সংজ্ঞা কি এই বিষয়ে নৃতত্ত্ব সহ একাধিক বিদ্যাচর্চায় বহু রকম আলোচনা হলেও কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই।

যাইহোক প্রাথমিকভাবে আমরা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আদিবাসী বলতে কি বোঝায় তা বোঝার চেষ্টা করবো এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে। প্রথমত আদিবাসী কথাটিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং মাইথেলজি যেমন—বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে একাধিক শব্দের ব্যক্ত করা হয়েছে যথা—নিষাদ, কিরাত, দস্যু, দাস, রাক্ষক, যক্ষ, বানর ইত্যাদি নামে। এছাড়াও বর্তমান সময়েও আদিবাসী বা ট্রাইবকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় যথা—আদিমজাতি অর্থাৎ প্রথমজাতি বা জনগোষ্ঠী, গিরিজন অর্থাৎ পাহাড়বাসী, বনবাসী অর্থাৎ বনে বসবাসকারী এবং ইংরেজি আর একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় 'ইন্ডিজিনিয়াস জনগোষ্ঠী'। নৃতাত্ত্বিকদের মতে আদিবাসী বা ট্রাইব এর একটি প্রাথমিক ধারণা হল—আদিবাসী এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মূলত মূলস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনজঙ্গল এবং পাহাড়ে বসবাস করে। মূলস্রোতের আধিপত্যকারীদের জনগোষ্ঠীর ভাষায় কথা না বলে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, জীবন ধারণের জন্য মূলত শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ করে। বৃহত্তর সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতি এবং আইনী নিয়মনীতির বাহিরে নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা

পরিচালিত হয়। এবং স্বাস্থ্য থেকে সম্পদ সংরক্ষণে নিজস্ব প্রথাগত জ্ঞানের ব্যবহার করে। জীবনযাপনে অনেক বেশি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং জীবনধারণে প্রকৃতি নির্ভর। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী এবং কেন্দ্রশাসিত চন্ডিগড় ও পুন্ডেচেরী ছাড়া সমগ্র ভারতে ভীল, গোল্ড, সান্তাল, কোন্দ, চাকমা, চুটিয়া, দিমাসা, হাজো, খাসি, অসুর, মুন্ডা, কোল, নাগা, কুকি, ওরাও, হো, রাভা, জারোয়া ইত্যাদি অজস্র নামে ২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ৭০৫ ধরনের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভারতে রয়েছে। তবে পূর্বাঞ্চল, মধ্যভারতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশী। বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সমাজের একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীরা পরিচিত বাহ্যিক এবং চিন্তাধারণার থেকেই অতিত থেকে আজ পর্যন্ত।

5.5.2 প্রতিবন্ধকতা

মানবাধিকার যেখানে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সম মর্যাদা, সম অধিকার, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতার অধিকার দিয়েছে তখন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জনগোষ্ঠী একাধিক কারণে সম-অধিকার ভোগের প্রশ্নে বিচ্ছিন্ন বা প্রান্তিক থেকে যাচ্ছে। এটা কখন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজেদের তরফে এবং তার থেকেও বেশি ভারতীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চাপের কারণে। এই ধরনের একাধিক বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে আদিবাসীদের মানবাধিকার নানান প্রতিবন্ধকতায় জড়জড়িত।

আদিবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিকসত্ত্বা সহ নিজস্বতার দিকগুলো হারিয়ে ফেলছে। আদিবাসীদের পৃথক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমূহকে অনুন্নত এবং পিছিয়ে পড়া হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের মূলস্রোতের আধুনিকতায় অন্তর্ভুক্তি করণের জন্য তাদের মতামত ছাড়াই তাদের উপর উন্নয়ন ও কল্যাণের নামে একাধিক নীতি গ্রহণ করা হয় এবং চাপিয়ে দেওয়া হয়। নির্মল কুমার বসুর মতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে মূলভূমির ব্যবসায়ী এবং সরকারি দপ্তর আদিবাসীদের নানাভাবে শোষণ করতে শুরু করে। কে.এস.সিং এর মতে কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বাহিরে প্রায় সমস্ত আদিবাসীই ব্রিটিশদের সময় থেকেই মূলস্রোতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। আদ্রে বেইলীর মতে এই ভাবেই বহু আদিবাসী তাদের নিজেদের রাজনৈতিক এবং ভাষাগত স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে।

স্বাস্থ্য এবং খাদ্য একটি মানবাধিকার অথচ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অপুষ্টি, ক্ষুধা এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবে ভারতীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মৃত্যু এবং অসুস্থতা একটি নিয়মিত ঘটনা। এই ছবি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সবচেয়ে বেশী।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মধ্যভারতের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে মাওবাদী সমস্যা এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে উপ-জাতীয়তাবাদী অথবা স্বতন্ত্রবাদী সমস্যা এবং তাঁকে কেন্দ্র করে হিংসা ভারতীয় রাষ্ট্রের একটি নিয়মিত সমস্যা। এবং এক্ষেত্রে নানান বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে আদিবাসীদের একটা অংশ যেমন বিভিন্ন স্বশস্ত্র সংগঠনের সদস্য হয় এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশেষত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে গোলাগুলিতে উভয়পক্ষের মৃত্যু যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। তেমনি মাঝে মাঝেই সংবাদ পাওয়া সেনাবাহিনী বা কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত স্বশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে ভুয়ো এনকাউন্টারের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মৃত্যু নিয়মিত হয়ে উঠেছে। এইভাবেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে।

পাহাড়, মালভূমি এবং অরণ্য অধ্যুষিত ভারতে যেমন আদিবাসীদের বাসস্থান তেমনি ঘটনাক্রমে এই এলাকাগুলিতেই বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ পাওয়া ঝাড়খন্ড, ওড়িষ্যা, ছত্তিশগড় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বা দক্ষিণের নিয়মগিরি পার্বত্য এলাকা। এই সমস্ত এলাকায় খনিজ উৎত্তোলনের জন্য দেশি বিদেশি কলকারখানা স্থাপন, জমি অধিগ্রহণ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে উচ্ছেদ বা বিস্থাপনা হওয়া, বলপ্রয়োগ মূলক উদ্‌বাস্তু হবার ঘটনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হিসেবেই দেখা দেয়। বড় বড় বাঁধ নির্মাণের জন্য বা কোন মহাসড়ক জাতীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে আদিবাসী উচ্ছেদ একটি নিয়মিত ঘটনা, নর্মদা

বাঁচাও আন্দোলনের একটি অন্যতম যুক্তি হলো সর্দার সরোবরে সুউচ্চ বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করলে পাম্পবর্তী এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলো জলের তলায় চলে যাবে এবং স্থানীয় কোল, ভীল জাতীয় আদিবাসীরা উদ্‌বাস্তু হবে। তাই এই ধরনের উৎবাস্তু হতে না চাওয়া একটি দাবী হিসেবে উঠে এসেছে।

মানবাধিকারের ঘোষণা অনুযায়ী জন্মস্থানগত কারণে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইনে বৈষম্য করা যাবে না। অথচ যে সমস্ত কারণে ভারতীয় কোন একটি জনগোষ্ঠী সাংবিধানিক ভাবে একটি রাজ্যে আদিবাসী অথবা আইনি ভাষায় 'সিডিউল ট্রাইব' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সেই একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনগোষ্ঠী অন্যত্র সেই স্বীকৃতি লাভ করেনি। যেমন লাম্বাডা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে সিডিউল ট্রাইব স্বীকৃতি পেলেও এই জনগোষ্ঠীই মহারাষ্ট্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (আদারস্ ব্যকওয়ার্ড ক্লাস) এবং কর্ণাটকে 'সিডিউল কাস্ট'। ভারতীয় সংবিধানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এই ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়।

5.5.3 সারসংক্ষেপ

- ভারতের আদিবাসীরাও কোন সমজাতীয় নয়, অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে।
- কেবলমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, পুণ্ডেচেরী, চন্ডিগড় বাদে সারা ভারতেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে। তবে দেশের পূর্বাঞ্চল, মধ্যভাগ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বসবাস করে। মূলত পাহাড়, মালভূমি এবং বন এলাকায় বসবাস করে।
- সংবিধানে আদিবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকলেও সব আদিবাসী তা ভোগ করতে পারে না। নানাভাবে আদিবাসীরা পিছিয়ে পড়েছে।
- বাস্তুচ্যুত হওয়া, হিংসায় বলি হওয়া, খাদ্যভাব এবং নিজস্বতা হারিয়ে যাওয়া বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আদিবাসীদের।

5.6 সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার : প্রতিবন্ধকতা

5.6.1 ভারতীয় সংখ্যালঘু: ধারণা

রাজনীতি এবং অধিকারের আলোচনায় সংখ্যালঘু বিষয়টি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে উঠে আসে ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র গঠনের সময় থেকে পরবর্তীতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও সংখ্যালঘু সমস্যা দেখা দেয়। ভারতীয় মহাদেশ বিভক্ত হয়ে স্বাধীন ভারত গড়ে ওঠা থেকেই এই দেশে সংখ্যালঘু সমস্যা একটি কেন্দ্রীয় এবং অমিমাংসিত বিষয়। সাধারণত, যখন কোন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে এবং চরিত্রে বিভাজন দেখা যায় তখন পৃথক পৃথক উপ-জনগোষ্ঠী বিভাজন ঘটে এর মধ্যে কোন উপ-গোষ্ঠী সংখ্যায় বৃহৎ হয় এবং অপর উপ-গোষ্ঠীটি ছোট হয় তখন ছোট-উপগোষ্ঠীটিকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। সম্মিলিত জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সাব-কমিশন অন প্রেভেনশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এ্যান্ড প্রটেকশন অফ মাইনোরিটিস-এর দেওয়া ধারণা অনুযায়ী, কোন জনসমাজে অ-আধিপত্যকারী সেইসব জনগোষ্ঠী যারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং সংরক্ষণ করতে আগ্রহী/উদ্যোগী হয় এবং তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সেই জনসমাজের বেশিরভাগ সদস্যের থেকে আলাদা। জগনাথ পাথি (১৯৮৮) সালে সংখ্যালঘু বলতে এমন জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন—যথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা কোন ভাবে অধীনস্ত, জনগোষ্ঠীগত আয়তন এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে গতদিক থেকে

সংখ্যাগরিষ্ঠের থেকে আলাদা, এবং সেই আলাদা বৈশিষ্ট্যগত কারণে প্রান্তিক ভাবে গণ্য হয় এবং জনসমাজে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। একই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ আধিপত্যকারী গোষ্ঠী দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়।

সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং নৃগোষ্ঠীগত কারণে সংখ্যালঘুর ধারণা পাওয়া গেলেও ভারতীয় সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটে মূলত ধর্ম এবং ভাষার ভিত্তিতে ভারতের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোন রাজ্যে ৫০ শতাংশ অতিক্রম করেনি এমন জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু। ধর্মের দিক থেকে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং পারসীরা ভারতের সংখ্যালঘু।

5.6.2 প্রতিবন্ধকতা

তথ্যগত ভাবে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র শক্তিশালী হতে চায় সম্ভব হলে সমজাতীয় ধর্ম, ভাষা ও নৃগোষ্ঠীর ভিত্তিতে। এই সূত্রেই ক্লুডে (১৯৫৫) সালে বলেছেন—সমজাতীয় জাতিয়তাবাদী ধারণা থেকেই সংখ্যালঘু সমস্যা তৈরী হয়। তাই রাষ্ট্র সবসময় চেষ্টা করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীটিকে নিজের সমজাতীয়তায় অন্তর্ভুক্তি করতে কখনো বল প্রয়োগ করে অথবা বিভিন্ন কৌশলে। যেমন ভারতীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদীদের মতে বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম আসলে হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ এবং ভারতে অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠীগুলির ভারতীয় ধর্ম হিসেবে হিন্দুত্বের প্রতি আনুগত্য দেখানো উচিত এবং এর ভিত্তিতে গড়ে উঠবে শক্তিশালী হিন্দুস্তান। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন—দামোদর সাভারকার। উল্লেখ্য সাম্রতিক সময়েও একাধিক রাজ্য সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত জায়গায় গুরুর মাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখন সংখ্যালঘুদের বিশ্বাসে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠে। এমনি সুপ্রিমকোর্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় এবং সুপ্রীম কোর্টকে বলতে হয় নাগরিকের খাদ্যাভাসে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। ভারতে দীর্ঘদিন ধরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক দেওয়ানী আইন রয়েছে। বিতর্ক দেখা দেয় যখন সেই সব আইনে অভিন্ন দেওয়ানী বিধির অধীনে আনার চেষ্টা হয়—এই বিষয়ে সংখ্যালঘুদের অভিযোগ শোনা ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে যে জনগোষ্ঠীগুলি পিছিয়ে পড়েছে তার মধ্যে সংখ্যালঘুরা অন্যতম। বেকারত্ব, দারিদ্রতা, অপুষ্টি এবং অশিক্ষা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্ণয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে। যদিও ভারতীয় সংবিধানে প্রথম থেকেই ধর্মীয় চর্চা এবং নিজেদের ভাষায় নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীগত মৌলিক অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত। আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবিধানিক কাঠামোতে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং ন্যায়ে সংস্থান থাকলেও ভারতীয় সামাজিক পরিমন্ডলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নানা সমস্যার মধ্যে পরতে হয়। ব্রিটিশ সময় থেকে স্বাধীনতা -উত্তর ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে প্রবাহিত হয়। সাম্প্রদায়িত হিংসা এবং হিংসার সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি, মানসিক ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিগ্রহীত হওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরী করে। এই ভাবেই মানবাধিকারের ঘোষণায় ধর্ম বা অন্য কোন পরিচয়ে কাউকে তার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে বলে না। জীবনসহ নিজ নিজ ধর্মমত নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে স্বাধীনভাবে, আত্মমর্যাদার সাথে বসবাস করার অধিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে খুব মসৃণ হয়ে উঠেনি। যদিও ভারতীয় সংবিধান এবং বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রীয় তরফে ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই আদালত ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়াও ভাষাগত সংখ্যালঘুর প্রশ্নে বহু প্রান্তিক ভাবনার মানুষ দাবীদাবা আন্দোলন সত্ত্বেও সরকারি ভাবে সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতিও পায়নি। এক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। দিনের পর দিন বাধ্য হচ্ছে আধিপত্যকারী ভাষায় নিজেদের ঢুকে আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা। বস্তুত আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার সুরক্ষার প্রশ্ন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাবে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেরও নারী ও শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আরো সামগ্রিক ভাবে মানবাধিকার রক্ষায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়।

5.6.3 সারসংক্ষেপ

- ভারতে আইনগত ভাবেই প্রথম থেকে ধর্মীয় এবং ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুর ধারণা স্বীকৃত।
- সংবিধানগত ভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- যদিও ব্যবহারিকতায় ভারতের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত সমান গণ্য হয় না সেই সূত্রেই সংখ্যালঘুরা মানবাধিকার ভোগে নানান রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন।

5.7 নারী ও মানবাধিকার : প্রতিবন্ধকতা সমূহ

সাধারণত আমরা যখন বোধজ্ঞান সম্পন্ন হতে শুরু করি তখন প্রথম পরিবার এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে থাকি তার মধ্যে নারী, পুরুষ ভেদ প্রথমেই শিখে থাকি নিজেদের আচার আচরণ এবং পরিবারের প্রযত্নে। আমার প্রথমে নিজেদের পরিচয় পাই একজন ছেলে বা মেয়ে হিসেবে ; যা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে ছেলে থেকে পুরুষ, মেয়ে থেকে নারী হয়ে উঠি। খেলার সামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, বাড়ির বাহিরে চলাফেরা, ব্যক্তিগত আবেগের বহিঃপ্রকাশ সব কিছুতেই ছেলে (পুরুষ) এবং মেয়ে (নারী) অর্থে আলাদা রকম হয়ে থাকে। তারও আগে কোন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে শারীরিক গঠন দেখেই আমরা জেনে থাকি বা বলে থাকি সে ছেলে না মেয়ে।

প্রাথমিকভাবে কে নারী এবং কে পুরুষ এটাকে একটি জৈবিক সত্ত্বা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে বা দীর্ঘ সময় ধরে তাই দেখা হতো। কিন্তু নারীবাদী চর্চা এবং 'জেন্ডার স্ট্যাডিস' এই প্রাথমিক ধারার বিরোধীতা করল এবং বলল নারী পুরুষ যতটা না জৈবিক পরিচয়, তার থেকেও বেশি ঐতিহাসিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণ। বিখ্যাত নারীবাদী দার্শনিক 'দি সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থের রচয়িতা সিমন দ্য ভিভেইরো-এর বিখ্যাত উক্তি—কেউ নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে না, পরে নারী হয়ে উঠে। তার মতে সবাই মানুষ, জন্মগত ভাবে সবাই ইংরেজি শব্দে 'ম্যান' কিন্তু যখন কাউকে ইংরেজি শব্দে 'ওম্যান' বলা হয় তখন এক ধরনের সীমাবদ্ধ ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যা. রাজনীতি, হাট-বাজার, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সরাইখানা, সিনেমা হল, চায়ের দোকান, পাড়ার আড্ডাখানা, ক্লাব, গভীর রাতে চলাফেরা ইত্যাদি কার্যত পুরুষদের বিচরণক্ষেত্র। এবং এই সমস্ত স্থানে নারীরা প্রবেশাধীকার পেলেও পুরুষসঙ্গীর সাথে গিয়ে থাকে। আর নারীদের একক বিচরণ জায়গা হিসেবে—রান্নাঘর, বাড়ির আভ্যন্তরিন সাজসজ্জা, বাড়ির রাচ্চাদের মানুষ করা, এবং পরিবারের অন্য পুরষি সদস্যদের সেবা করা ইত্যাদি। শুধু তাই নয় বাচনভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের জন্য নারীসুলভ বিশেষ আচরণের কথা বলা হয়, যার মূল কথা নারীরা হবে নরম স্বভাবের এবং সবক্ষেত্রেই পুরুষ নির্ভরশীল। পুরুষসঙ্গীর ইচ্ছের সঙ্গেই নারীকে সহমত জ্ঞাপন করতে হবে, পুরুষ হচ্ছে শক্তিশালী এবং তাই নারীর নিরাপত্তা দেওয়া তার কাজ। পুরুষ হচ্ছে প্রভূসুলভ এবং নারী হচ্ছে ভৃত্য বা সেবক। নারীবাদী তাত্ত্বিক মারিয়াম মীসের বক্তব্য অনুযায়ী পৌরুষ বা নারীত্ব কোন জৈবিক সত্য নয়, তা দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। যদিও সমাজ ভেদে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পাশাপাশি মাতৃতান্ত্রিক সমাজও দেখা যায়। আসলে নারী বলতে শুধু শারীরিক জৈবিক পরিচয় নয়, তার থেকেও বেশি সাংস্কৃতিক-সামাজিক নারীসুলভ আচরণের মোরকে একজন মানুষ হচ্ছে নারী। এই নারীর পরিচয় তার সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা আরোপিত আচরণ বিশিষ্ট সত্ত্বা। নারী নির্মাণের এই বৈষাম্য মূলক সংস্কৃতি ভারতীয় নারী নির্মাণেরই চিত্র ; সেই সূত্রে প্রথম থেকেই ভারতীয় নারী বৈষম্যের এবং নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং প্রতি পদেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়।

ভারতীয় সমাজে কিছু কিছু মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অতিত ইতিহাস পাওয়া যায়। তবে ভারতীয় নারী শিশু বয়সে কমল-নরম স্বভাবের হবে, খেলার সামগ্রী হবে পুতুল এবং সংসার যাপনের মহরা, সে যখন বড় হবে একজন গৃহবধূ হয়ে উঠবে। এবং একজন গৃহবধূর কাজ এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে পরিবারের অভ্যন্তরের সাংসারিক কাজের মধ্যে। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশে একটি পরিবার অভ্যন্তরে পুরুষ বাড়ির কর্তা এবং একজন নারীর কাছে স্বামী, শশুর, পতি, মালিক ইত্যাদি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। পুরুষ-নারী এখানে প্রভূ-ভৃত্য সম্পর্কে পরিচালিত হয়। তবে খুব অল্পকিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবশিষ্ট অংশে। প্রান্তিয় উত্তরপূর্ব ভারত যেমন এর ব্যতিক্রম, কিছু কিছু আদিবাসী সমাজেও নারী পুরুষে সমতা দেখা যায়। তবে নারী আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন সহ সাংবিধানিক ভাবে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কঠোর বিভাজন ও কাঠামো শিথিল হয়েছে। তার পরেও সমান ভাবে একাধিক ঘটনা নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখা যায়, সেখানে পুরুষ যেন প্রথম শ্রেণীর মানুষ। আর এই বৈষম্যের হাত ধরেই তৈরী হয়—নারী পুরুষে অধিকার, স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদায় বৈষম্যমূলক অবস্থান যা মানবাধিকারের পথে একাধিক প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নারী গড়ে ওঠার গোটা প্রক্রিয়া এবং প্রতিপদেই মানবাধিকারের বিষয়গুলো লঙ্ঘন হয়। ভারতীয় সমাজে গৃহস্থ হিংসার নিয়মিত শিকার নারীরা, পণপ্রথা এবং তাকে কেন্দ্র করে নারীহত্যা, আত্মহত্যা, গণধর্ষণ এবং গণধর্ষণ করে হত্যা করা, নারীকে বিভিন্ন সময় জাইনী বলে হত্যা করা, নারী পাচার, কন্যাভ্রূণ হত্যা, বৈবাহিক ধর্ষণ ইত্যাদি ভারতীয় সমাজের নিয়মিত ঘটনা মানবাধিকারের পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা যেখানে যেমনের অধিকারটা স্বীকৃত নয় বলা যায়। বাল্যবিবাহ এবং কন্যা সন্তানের তুলনায় ছেলে সন্তান কাম্য এই মনভাব থেকে কোন নারীর গর্বে ছেলে সন্তানের আশায় বারংবার সন্তান প্রজননের জন্য নারীকে বাধ্য করা হয়।

5.7.1 সারসংক্ষেপ

- সারা বিশ্বেই নারী একটি সাংস্কৃতিক অবদমিত নির্মাণ। নারীপুরুষ সমানাধিকার নেই। ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও নারী একটি অবদমিত বৈষম্যের স্বীকার হওয়া সত্ত্বা।
- শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ভারতীয় নারীদের নানাভাবে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় এবং সেই বৈষম্যগুলিই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হিসেবে ফুটে উঠে।

5.8 এলজিবিটি এবং মানবাধিকার: প্রতিবন্ধকতা

5.8.1 এলজিবিটি: ধারণা

এলজিবিটি একটি সংক্ষিপ্ত অর্থবহ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই শব্দে মূলত চারটি আলাদা আলাদা শব্দ অর্থ রয়েছে। লেজবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার এই চারটি আলাদা আলাদা অর্থবহ শব্দের সমন্বয় হিসেবে সারা বিশ্বের পরিচিত একটি ধারণা। মানুষের যৌনমুখীনতা (সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টশন) এর ধরণ এবং প্রকারভেদ বোঝাতে এই চারটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, তবে এর কেন্দ্রীয় একটি মাবনা হল সমকামিতা (হোমোসেক্সুয়ালিটি)। সমকামী অর্থাৎ জৈবিক সত্ত্বাগত ভাবে সম লিঙ্গের প্রতি যৌনমুখীনতা এবং প্রেম, ভালোবাসা, আকর্ষণ প্রবণতা। একজন জৈবিক লিঙ্গের পুরুষ যখন অন্য অপর কোন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, প্রেম এবং যৌনমুখীনতা দেখাবে, অথবা একজন নারী যখন অপর নারীর প্রতি আকর্ষণ, প্রেম ও যৌনতা প্রকাশ করবে তখন এই প্রবণতাকেই সমকামী বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা ‘গে’ এবং নারীতে

নারীতে সমকামিতা 'লেজবিয়ান' নামে পরিচিত। আবার যখন একজন মানুষ একি সাথে নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রতি যৌনুখীনতা প্রকাশ করবে তখন তার এই ধরনের যৌনমুখীনতা বাইসেক্সুয়াল বা উভকামীতা নামে পরিচিত হবে।

ট্রান্সজেন্ডার একটি আমব্রলা পরিভাষা একসঙ্গে অনেকগুলি ধারণা নিয়ে অর্থবহ; একজন মানুষ যখন জন্মগত জৈবিক লিঙ্গ নির্ধারণে অক্ষম অথবা জন্মগত জৈবিক লিঙ্গের সঙ্গে মনগত এবং আচরণগত ভাবে বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে জীবনযাপন করতে চায় অথবা জন্মগত জৈবিক লিঙ্গপরিচয় ব্যক্তিগত বিবেচনায় চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে পরিবর্তন করে অন্য লিঙ্গ পরিচয় গ্রহণ করতে চায়; এই তিন ধরনের মুখীনতা ট্রান্সজেন্ডার নামে পরিচিত। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জন্মগত একজন পুরুষ নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে নারী হতে পারে যাকে ট্রান্সজেন্ডার ওমেন, এবং যখন নারী থেকে কেউ পুরুষ হয় তখন তা ট্রান্সজেন্ডারমেন এবং যখন জন্মগত পুরুষ কিন্তু শারীরিক গঠনে পুরুষ সুলভ তখন তাকে ট্রান্সফেমিনাইন বলা হয়। ট্রান্সজেন্ডারের একটি ভারতীয় পরিভাষা হিসেবে হিজরা কথাটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডারের কথা জানা যায় প্রাচীন গ্রীক সহ ইউরোপীয় দেশের সাহিত্য-শিল্পে একাধিক নজির রয়েছে। ভারতীয় সমাজও এর বাহিরে নয় প্রাচীন ভারতী গ্রন্থ এবং মাইথোলজিতেও সমকামিতার কথা রয়েছে। তেমনি ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে অর্ধনারীশ্বর অথবা মহাভারতের **বৃহৎলনার** কথা পাওয়া যায়। গুজরাটের ছোট গ্রাম অঙ্গারে এখনো নিয়মিত আনুষ্ঠানিক প্রথা অনুসারে হোলি উৎসবের দিন ট্রান্সজেন্ডার বিবাহ উৎস হয়ে থাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে।

5.8.2 প্রতিবন্ধকতা

কোন প্রবাহমান কাজ বা ক্রিয়াকে আটকানোর জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয় এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই ভাবেই কোন বিষয়ে বাঁধাদান করতে পারে যা হয়ে চলেছে। তেমন একটি ঘটনা ১৮৬০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় দন্ড বিধি-র ধারায় (ইন্ডিয়ান পেনাল কোড)-এর সমকামিতাকে নিষিদ্ধ অপ্রাকৃতিক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর বহুদেশেই সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এর জন্য স্বল্প মেয়াদী থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড যেমন রয়েছে/ ছিল তেমন একাধিক দেশে সমকামিতা মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ। ১৯৭০-এর দশক থেকে সারা বিশ্বে সমকামিতার অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়ে আওয়াজ জোড়ালো হতে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে গে ভিত্তিক পত্রিকা বোম্বে ডোস্ট এবং লেজবিয়ান ভিত্তিক পত্রিকা সখী নিজেদের স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে আওয়াজ তুলতে থাকে। কাছাকাছি সময়ে ১৯৯০-এর দশকে একাধিক দেশে বিশেষত ক্যান্ডিভিয়ান দেশগুলিতে সমকামি বিবাহের অধিকার স্বীকৃতি পায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সমস্ত ধরনের যৌনমুখীনতার প্রতি বিদ্বেষ বৈষম্য সাংবিধানিক ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ আন্দোলন এবং একাধিক আইনী লড়াইয়ের পর ২০১৮ সালে নাভজিৎ জোহার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলার রায়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এর ৩৭৭ ধারাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে সমকামিতাকে অপরাধের তালিকা থেকে মুক্ত করে। এই রায় অনুসারে সম্মতিতে সমকামিতা অপ্রাকৃতিক এবং অপরাধ হিসেবে ভারতে গণ্য হবে না। এটা ভারতীয় এজজিবিটি গোষ্ঠীর কাছে একটি বড় স্বীকৃতি। আবার তারও আগে ২০১৪ সালের ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলার রায়ে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের লিঙ্গ পরিচিতিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয় এবং সেই অনুসারে আইনীভাবে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার বা অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয় সমস্ত নথিতে এবং জায়গায় নারী, পুরুষের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরো একটি লিঙ্গ পরিচয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

তার পরেও সমান মর্যাদার মানুষ হিসেবে এলজিবিটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মানবাধিকার নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়। মানবাধিকারের ঘোষণা অনুযায়ী লিঙ্গ গত, জন্মগত এবং মতাদর্শগত কারণে বিশ্বের কোন মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ

করা যাবে না। জন্মগত পরিচয়, লিঙ্গ এবং ভিন্নমতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের মানবাধিকার সমান, সকলে সম মর্যাদার অধিকারী। অথচ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন সমকামিতা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ১৬নং ধারা অনুযায়ী সকলপূর্ণ বয়স্ক নরনারীর বিয়ে করার এবং পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিশ্বের একাধিক দেশে এই একবিংশ শতকে সমকামী বিবাহের অধিকার আইনী স্বীকৃতি পেলেও ভারতে সমকামী বিবাহের আইনী স্বীকৃতি এখনো নেই। ভারতীয় আইনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যার দ্বারা সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, অবসরকালীন পেনশন, সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনায় পরিবার এবং বিবাহের সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, বীমা, চিকিৎসা এমনকি আবাসনসহ জাতীয় গ্রামীণ নিশ্চয়তা আইনের কাজসহ। অথচ সমকামী দু'জন স্বাধীন মানুষ বিবাহ বা পরিবার প্রতিষ্ঠাই করতে পারবে না ভারতীয় আইনে। এছাড়াও মানবাধিকার সনদের ১৬(৩) ধারা অনুসারে বিবাহের জন্য নরনারীর স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতিকে অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সামাজিক-পরিবারিক কারণে সমকামী ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ভাবে বাধ্যকরা হয় পরিবারের পছন্দ মত অ-সমকামী বিয়ে করতে। এর ফলে যেমন অশান্তি হতে দেখা যায় তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদ একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সামাজিক, ধর্মীয় এবং কার্যত এলজিবিটি গোষ্ঠী বিষায়ক আইনের অনুপস্থিত একাধিক ভাবে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয় এই গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের। তা শিশু বয়স থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। প্রথমত, মানবাধিকার সনদের ২৫(২) ধারায় শৈশবস্থায় প্রতিটি শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। এবং সকল শিশুর জন্য অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগের অধিকার বলা হয়েছে। অথচ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পরিবারের অভিভাবকতা মেনে নিতে চায় না তাদের শিশুর এজজিবিটি প্রবণতা। শিশুর এই ধরনের প্রবণতা রোধে প্রথম থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ, শারীরিক নির্যাতন এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাড়িতেই আটকিয়ে রাখা হয়, শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পোষাক পড়ানো হয়। পরিবারে অন্যদের থেকে প্রান্তিক করে দেওয়া হয়, স্কুল ছুট হতে হয়, কিশোর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, বের করে দেওয়া হয় এবং এরা আশ্রয়হীন-পরিবারহীন হয়ে রাস্তায় বা অন্যতর থাকে। নেশায় আসস্ত হয়ে পড়ে, অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে অথবা অনেকক্ষেত্রেই বাড়িতেই মানসিক ভাবে অবসাদ গ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করে। বিশেষত যারা পরিবার থেকে যেতে চায়না তারা আত্মহত্যা এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মানবাধিকারের সনদের ২৫(১) ধারা অনুযায়ী খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সুযোগ এবং বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনের অনিবার্যকারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতায় নিরাপত্তা এবং বেকার হলেও নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। অথচ এলজিবিটি গোষ্ঠীর সদস্যদের পরিবারচুত্য হতে হয়, ঘর বাড়িহীন হয়ে এমনকি নিয়মিত কাজ দেওয়া হয় না অন্যদের মত। সামাজিক, ধর্মীয় এবং পারিবারিক ভাবে এদের প্রান্তিক এবং সমাজবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। যদিও কোথাও কাজ মেলে তা হলে কর্মক্ষেত্রে নানান রকম বৈষম্য, হেনস্তা এবং নিয়মিত অমর্যাদাকর কথা শুনতে হয়, মৌলিক এবং শারিরীক নিগ্রহের শিকার হয়। প্রতিবেশীসহ জনসম্মুখেও ভয়ঙ্কর হিংসার স্বীকার হতে হয়। এই গোষ্ঠীর সদস্যরাও সমাজ দ্বারা বিছিন্ন হয়ে আলাদা থাকে। যারা বৃদ্ধ হয়ে পরে তাদের কোন সুরক্ষার আওতায় আনা হয় না, কারণ রাষ্ট্রের কাছেও এরা নাগরিক হিসেবে গণ্য হয় না। ভারতের শহরগুলির রাস্তায় এবং ট্রেনে অবমাননাকর ভিক্ষাবিত্তি এদের একমাত্র জীবনধারণের উপায় হিসেবে গণ্য হয়।

5.9 সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার : প্রতিবন্ধকতা

সন্ত্রাসবাদ কথাটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে সাধারণত সন্ত্রাসবাদ বলতে কোন সংগঠিত গোষ্ঠী বা সংগঠন দ্বারা ভয়-ভীতি, হিংসা সৃষ্টি করে নিজেদের দাবী বা ইচ্ছা পূরণের কার্যক্রমকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক সনদ অনুসারে বলা

যায়, 'সন্ত্রাসবাদ হল সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ যার মাধ্যমে কোন দেশ বা একাধিক দেশের জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য হত্যা, নির্যাতন, হিংসাত্মক আক্রমণ বা বন্দী করা হয়। এবং এর মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করা'। সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে হিংসার আতুর ঘর বিশ্বের প্রায় দেশেই সন্ত্রাসবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হুমকি গ্রস্থ হয়েছে। এই সন্ত্রাসের সমস্যা দেশের অভ্যন্তরে হতে পারে আবার দেশের বাহিরে থেকেও হতে পারে। স্বাধীন ভারতে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা নিয়তি চলতে থাকে। অতীতের কথা আলোচনা না করলেও এখনো ভারতের মধ্যভাগে মাওবাদী গোষ্ঠী দ্বারা, কাশ্মীরে এবং উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বিছিন্নতাবাদী সংগঠন সমূহের দ্বারা সংগঠিত হিংসা ভারতে সন্ত্রাসবাদী সমস্যার নিয়মিত ছবি।

ভারতের আভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ দুভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে থাকে এক, সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি গুলি করে বা অতর্কিত আক্রমণ করে সেনাবাহিনীর সদস্য, অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং নাগরিকদের একাংশকে যেমন হত্যা করে। অপর দিকে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যা উদ্যোগ নেয় তার মধ্যে কতকগুলি ঘটনা সামনে আসে—নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে সন্দেহের বশে সাধারণ নাগরিককে গুলি করে হত্যা করা, ভুয়ো এনকাউন্টারের ঘটনা, সন্ত্রাসবাদীদের ধরার জন্য সন্ত্রাস কবলিত এলাকার সাধারণ নাগরিকদের বাড়িঘরে ভাঙ্গচুর, নারী নিগ্রহ। এই অভিযোগগুলি নিয়মিত ভাবে শোনা যায় কাশ্মীর থেকে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত। এই ধরনের অভিযোগ ছাড়াও সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্য সরকারি ভাবে যেসমস্ত আইনকানুন তৈরী হয় মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক সংগঠনগুলির মতে তাতে ঘোষিত ভাবেই মানবাধিকার বিরোধী বিধিব্যবস্থা থাকে। নাগরিক সমাজ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতে ইউএপিএ তেমনি একটি আইন যেখানে কোন অভিযুক্তকে বিচারাধীন অবস্থায় জামিন নাও দেওয়া হতে পারে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন এর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের আন্দোলন দীর্ঘদিনের আন্দোলন মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং জম্মুকাশ্মীরে এই আইনের অপব্যবহারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাতে সন্দেহের বশে হত্যা সহ নারীধর্ষণ পর্যন্ত রয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপরে একাধিক সিনেমা পর্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

5.10 আত্মমূল্যায়ণের প্রশ্ন

১। ভারতীয় আইন এবং সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষায় কি ব্যবস্থা রয়েছে?

২। ভারতে জাত কিভাবে মানবাধিকার ভোগের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে আলোচনা করো।

৩। ভারতে আদিবাসীরা কিভাবে মানবাধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে আলোচনা করো।

৪। ভারতে নারীরা কিভাবে মানবাধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে আলোচনা করো।

৫। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুর ধারণা কি? সংখ্যালঘুরা কিভাবে মানবাধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে আলোচনা করো।

৬। এলজিবিটি বলতে কি বোঝায়? ভারতে এলজিবিটি গোষ্ঠীরা কিভাবে মানবাধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় আলোচনা করো।

৭। মানবাধিকারের অন্তরায় হিসেবে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা আলোচনা করো।

5.11 প্রয়োজনীয় পাঠ্য

১। ইউনিভার্সাল ডিকলারেশন অফ হিউম্যান রাইটস—ইউএন, ওয়েবসাইট।

২। দি প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস এ্যাক্ট, ২৯৯৩।

৩। স্নেহময় চাকলাদার, ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৪। ভেরিয়ার এলুইন, আদিবাসী, ঋত্বিক মল্লিক (অনু.), সেতু, কলকাতা, ২০১২।

৫। পরামাসিভান সি, কাস্টিজম ইন ইন্ডিয়া, সেপ্টেম্বর ২০১৬, অনলাইন এক্সেস, https://www.researchgate.net/publication/311010505_CASTISM_IN_INDIA

৬। অজিত জয়সাওয়াল, ''*নকশাললিজম এ্যান্ড ট্রাইবেলস ইন ইন্ডিয়া*'', ইন্ডিয়ালগস্, ডিসেম্বর ২০১৯, অনলাইন এক্সেস https://www.researchgate.net/publication/311010505_CASTISM_IN_INDIA

৭। সীমন্তী সেন, ''*জেন্ডার ও রাজনীতি*'', সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা:), রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, একুশে, কলকাতা, ২০০২, ২০০৪।

৮। সুভ্রজিৎ চ্যাটার্জী, ''*প্রোবলেম ফেসেড বাই এলজিবিটি পিপলস ইন দি মেইনস্ট্রিম সোসাইটি সাম রিকোমেন্ডেশনস*'' ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ইন্টার্ডিসিপ্লিনারি এ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্ট্যাডিস, ২০১৪, ভোল. ১, নং ৫, পৃঃ ৩১৭-৩৩১।

Unit-6

Human Rights and the Indian State – Role of the Police, Administration, Judiciary and Affirmative Action for Weaker Sections

Structure

6.1 Objectives

6.2 Introduction—Human Rights: An overview

6.2.1 Definition

6.2.2 Sources

6.3 The Practice of Human Rights in India

6.3.1 Human Rights and Indian Constitution

6.4 Human Rights in India: The role of the Police

6.5 Human Rights in India: Role of the Administration

6.6 Human Rights in India: Role of the Judiciary

6.7 Measures for the protection of Human Rights taken towards the weaker and oppressed sections of society

6.8 Self-Assessment Questions

6.9 Suggested Readings

6.1 Objectives

The objective of this unit is to familiarize the students with an understanding of the situation of human rights in India. In order to do so, this unit seeks to understand the roles played by the different parts of the government and its structures in protecting and promoting human rights in the country, as well as to prevent rights violations. After studying this unit you will be able:

a) To understand how and where human rights features in Indian Constitution

b) To understand the controversial role of the police organization in terms of human rights in India

c) To understand the role of the administration in the protection and promotion of human rights in India

d) To understand the role of the judiciary in the protection and promotion of human rights in India

e) To understand how the rights of the weaker and oppressed sections of the Indian society are protected.

6.2 Introduction—Human Rights: An overview

- **Definition**

A rudimentary understanding of the meaning of human rights is that these rights are such which are enjoyed by individuals on account of them being humans. These rights are universal by nature, i.e. applicable to people around the world. The content of these rights have been altering and evolving over the ages and contain a plethora of aspects and conditions of human lives. The protection and efficient practice of these rights directly enables the citizens of the world to live a life of dignity and experience its full potential. Due to its evolving character, human rights have been defined in various points of time differently owing to the requirements of a particular era. The beginning of Cold War in the 1940s essentially informed the structure of international politics for the rest of the century. The concept of human rights was central to this arrangement. The United Nations Declaration of Human Rights (UDHR), established in 1948, outlined the understanding of human rights and its importance, as something transcending national and international politics. According to the United Nations website, human rights are:

> *" are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status … Everyone is entitled to these rights without discrimination."*

These rights include economic, social and cultural rights like, right to work, right to social protection, right to education; basic rights like right to life, liberty, freedom from slavery, torture and discrimination; and civil and political rights which essentially allow for uniform and fair participation in the political processes as well as equal treatment of all under the same law.

- **Sources**

The biggest mouthpiece of human rights today is the United Nations Organization (UNO). Established in 1945, it birthed an international declaration on human rights which consisted of the various fundamental rights of individuals that should be protected. **The United Nations Declaration on Human Rights (UDHR)** was established on 10th December, 1948. The 10th of December is celebrated annually as Human Rights Day. Consisting of 30 articles, the UDHR recognizes various rights that are entitled to everyone as well as underlines the various treatments that should not be meted out to humans as they destroy the dignity of life (for example, slavery, discrimination, etc.). Thus, the document is both enabling as well as preventive in character. Later on, the UN launched two more international documents on human rights. The **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** was adopted in 1966 and it came into force in 1976; the **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)** was also adopted in 1966 and came into force in 1976. However, it must be remembered that the United Nations is not a supra national institution and therefore, cannot bind its members to any obligations. Nevertheless, the document represents a way of life that everyone is entitled and most States follow these guidelines in their governance.

The UN adopted the United Nations Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 1993. Adopted by 171 member states, OHCHR is a monitoring agency, an agent of the UN for supervision of human rights violation around the world. Apart from its role of monitoring human rights practices and violations, the OHCHR also promotes the protection of human rights. In individual countries, national human rights commissions are set up for this purpose. Additionally, various commissions are also set up by governments to highlight and take care of various issues concerning these rights.

6.3 The Practice of Human Rights in India

- **Human Rights and Indian Constitution**

The fact that India places immense trust and faith in the United Nations as a universal platform where it can raise its grievances is quite clear, to this day. The relationship between India and the tradition of human rights that has existed in the 20th and 21st century, dates back to the time when the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was being drafted. India's freedom struggle had entered its final phase and leaders like Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi highlighted how the keeping India from self-governance was a violation of justice. A number of Indian delegates had also directly contributed to the drafting of UDHR. These include Vijay Lakshmi Pandit, Lakshmi Menon, M.R. Masani and Hansa Mehta. They were heavily involved in the freedom struggle and at the same time, they sought to proclaim the views of Indian leaders of freedom struggle, against oppression, discrimination, need for justice and so on.

India later went on to sign the International Covenants on Civil and Political Rights as well as Economic, Social and Cultural Rights.

The enthusiasm and passion of the leaders of our freedom struggle with the cause of human rights and justice was effectively demonstrated in our Constitution. **The Preamble** to our Constitution is the first and foremost example of how India intends to respect and promote human rights of its citizens. The Preamble talks about ensuring justice, liberty and equality to the citizens, as well as, to maintain unity and integrity. **Fundamental Rights (Articles 14 – 32)**are the rights enjoyed by the citizens of India and are inviolable and justiciable. There are six fundamental rights and they are the safeguards of human rights in India that are expressly provided by the Constitution. The **Directive Principles of State Policy (Articles 36 – 50)** are essentially values that the Government shall follow; however, they are non-justiciable in character and hence lose some of their power. Nonetheless, the directive principles talk about the need to guarantee social justice, economic justice and equality in the Indian society.

Thus the main areas of the Indian Constitution, which talk about human rights and rights in general, are:

- The Preamble to the Constitution
- The Fundamental Rights (Articles 14-32)
- The Directive Principles of State Policy (Articles 36-50)

- Various constitutional commissions or bodies or those created from time to time by law look into various human rights issues and its violations.

6.4 Human Rights in India: The role of the Police

The police are the most important enforcement agency in our country. They are in charge of protecting the law and maintaining order. Hence, it also becomes their responsibility to ensure that the rights of the citizens of India are safeguarded and that adequate steps are taken when these rights are violated. The institution of the police in the country is not a new phenomenon. In fact, its origin dates back to pre-independence era. In the aftermath of the Sepoy Mutiny of 1857, India's first revolt of Independence, it was felt by the colonial government that further stringent measures were now required to rule India. Not only did India go on to be directly ruled by the Queen, the Police Act of 1861 was also established as a result of the developments in the country then. **The Police Act of 1861** continued to be the basis on which police institutions of the states of the country were modeled on even in the post-Independence era. **The Indian Penal Code (IPC),** which is covers all the crimes that are punishable under law and enforced by the police in the country, is also an instrument which came into force in 1862, in the aftermath of the Revolt of 1857. The continuation of these two legislations even today speaks about their effectiveness as well as the vision of those who had created them. However, quite understandably, with the passage of time a lot of questions and doubts have appeared on the relevance of these two pieces of legislation in contemporary times. Although not entirely, but a number of provisions of the Police Act of 1861 and the IPC have been called into question as they have promoted inefficiency and increased bias, inability to protect rights violations and corruption in the police force of the country. Apprehension towards the methods and procedures followed by the police in dealing with a situation where there has been violation of laws and their handling of suspects has created a lot of unease amongst the people. This has been expressed by various sections of the society including the media, human rights groups and activists, civil society organizations and also the sufferers of unjust treatment.

The inefficiency of the police and rising discontent amongst the public against it can be attributed to certain factors: **Firstly**, the police are controlled directly by their respective state governments. This has created a situation where there has been excessive intervention of the political structures of the state in the police organization, leading to increased bias, inefficiency in the force and in general subjected to an abuse of power. **Secondly**, there is a huge lack of accountability in the organization. Fuelled by its mother legislation of 1861, the police continue to work under colonial style legislation and fail to take into cognizance the constitutional environment in which it functions at the moment**.** Until and unless, necessary amendments come into effect which widens the scope of the police organization, the protection of constitutional rights of the citizens of the country will remain in doubt.

In the aftermath of the Emergency in the country, a **National Police Commission (NPC)** was set up. This happened as a consequence of a vast amount of complaints of police brutality during the Emergency. Between 1979 and 1981, the NPC manufactured eight reports, but, its suggestions were not given any concrete shape. In 2006, the **Model Police Act** was established, which sought to replace the Police Act of 1861. The new features of this Act exhibited the need to get in touch with the realities of the present time as well as take into account the constitutional environment in which it functions. 17 states included the features of the Model Police Act of 2006 in their respective police organizations.

Thirdly, certain methods utilized by the police in their functioning have been called into question as a violation of human rights. This is in relation, especially of their interrogation techniques. The use of third degree torture methods is an ancient format of interrogation which has been in practice in the country since pre-colonial period. Used to deal with crime and criminals, the technique of third degree torture is quite popular amongst the police who even defend the relevance and need of such methods as highly useful to battle crime. The police are quite confident of the importance of third degree torture methods. These methods are a glaring example of human rights violation as has been rightly pointed out by many. If these methods are used against suspects, and not just convicts, in order to secure a confession, this creates a situation of grave concern. In fact, these methods used against any individual, irrespective of their status, amounts to gross human rights violations.

Fourthly, the anti-terrorism laws in the country and the overarching powers that are granted to the police under it have been called into question. Their unpopularity and inefficiency in the country becomes even more evident when it comes to these laws and its implementation. These laws which had been produced to take care of national security in the country have unfortunately led to some gross human rights violations. The **Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act(TADA)**, 1987, was one of the earliest legislations made on tackling terrorism in the country. However, it soon came to be increasingly disliked due to the overarching powers that the police were given under this law which were misused extensively. Putting restrictions on granting bail, increasing power to detain a suspect and even allowing the admissibility of a confession made in front of a police officer in court, such capacities allowed the abuse of TADA. As a result, TADA lapsed early in 1995. Similarly, the **Prevention of Terrorism Act (POTA)**, which was established in 2002, was soon abolished in 2004, due to its misuse and abuse.**The Unlawful Activities Prevention Act (UAPA)**, is one of the national security laws which has persisted since a long time in India. Established in 1967, it was not formed to deal with terror activities at the time. Today, it is a primary legislation to deal with terrorism in the country. The aspect of terrorism was introduced in UAPA, in December, 2004, by the Parliament. As the number of terror acts increased in the county and in the world, the UAPA was modified time and again to help it deal with new trends. The Act was amended a number of times in 2008, in 2009, in 2009 and recently in 2019. The UAPA today covers not only terrorism but a range of activities associated with it, including, money laundering used to finance terrorism

and even recognizing individuals or groups as terrorists or terror groups. Yet, the UAPA also started facing similar complications as the ones associated with TADA and POTA. UAPA has been armed with powers which make getting bail difficult, extending the pre-charge sheet custody period, making the court rely on evidence gathered by the police to make a decision on the guilt of the accused, and so on. These over-arching capacities of the police under UAPA has made the law intensely disliked amongst the people and has been debated about in media circles and human rights groups in the country.

A current popular example of this is the death of Father Stan Swamy in custody. Stanislaus Lourduswamy, or Father Stan Swamy was booked under UAPA, by the National Investigation Agency (NIA), as he was suspected to be involved in the clashes at the village of Bhima Koregaon, which was believed to be part of a maoist insurgency. The 84 year old tribal rights activist from Jharkhand spent nine months in jail while he was suffering from Parkinson's disease. Repeated attempts at securing bail or even struggles to secure basic amenities for the ailing suspect was rejected by the judiciary and prisons respectively. Overcrowding in the prison also increased the risk of contracting coronavirus. However, both judiciary and prison system turned a blind eye to these requests and Father Swamy breathed his last on July 5th, 2021, in the prison. Human rights activists, media and civilians have been up in arms and protesting at the gross injustices and ultimate death in custody of the 84 year old Jesuit priest.

Thus, the police organization in the country has been coming increasingly under fire by various sections of the society due to its inability in the protection of human rights of the citizens and also at times for becoming the perpetrator of human rights violations. The role of the police in the human rights situation in the country can be summarized as follows:

- Excessive political interference has made the police organization biased, inefficient and allows for misuse of power
- There is huge lack of accountability of the police and one of the main reasons is that the organization is based on pieces of legislation, like the **Police Act of 1861** and the **Indian Penal Code**, those were created during colonial times.
- Utilization of methods such as torture and violence in custody amounting to death has brought the police in direct conflict with human rights.
- Measures like a **National Police Commission** and **Model Police Act** have been introduced to bring changes in the police organization, but there has not been much success.
- Anti-terrorism laws and national security laws, such as **TADA, POTA and UAPA,** have enhanced the powers of the police and created stringent policies which has often led to controversial arrests, violence, police encounters and deaths in custody
- These laws have become highly questionable in terms of protection of human rights of the citizens.

6.5 Human Rights in India: Role of the Administration

The administration of a country is the main implementation arm of governance in a country. As a result, it becomes quite clear that the administration has a vital role to play in ensuring that the rights guaranteed to its citizens under the Constitution is not violated and how other laws and measures that are made by the legislature becomes a ground reality. The protection of human rights of the citizens of a country becomes a paramount aspect for the administration. Governance in present times has received a revamped outlook, both in terms of the subjects it covers and as well as the international environment a country lives in. Liberalization, Privatization and Globalization (LPG), swept into the country in the early 1990s and demanded a change in the way of governance in the country. Public Administration was refurbished as New Public Management (NPM) and brought along with it a number of changes that were to be made in the administration of the country to keep up with changing times. The safeguarding of human rights has become more important than ever.

The Constitution has ensured the protection of human rights for its citizens ever since Independence. As mentioned earlier in the Chapter, the fundamental rights and Article 13 guarantees various aspects of human rights and also talks about the justiciability of these rights. The meaning and content of human rights have expanded. The effectiveness with which citizens are governed and the availability of facilities to them has become increasingly important. In the era of NPM, certain words have become crucial in the administration of a country; efficiency and transparency. Transparency in public administration ensures efficiency and conversely, efficiency in public administration calls for transparency. When administration in a country offers transparency to its citizens, it increases faith in the administration, improves efficiency and also allows the citizens to hold the administration accountable. Transparency of administration towards the citizens also becomes important to make the protection of human rights efficient. This has been done by introducing a number of measures like the Right to Information (RTI), E-governance, the National Human Rights Commission, Ombudsman or Lokpal and a few other measures

The Right to Information Act came into force on 15th June, 2005 in India. This Act enables citizens to access documents of any organization or office that is controlled by public authorities. These include offices of central, state and local governments, offices, companies, corporations, trusts or societies constituted by government legislation. The public are allowed to access these documents for their knowledge, information or understanding, unless such documents in question are not allowed for disclosure by the government. This promotes both transparency and accountability of the administration and also empowers the citizens with the right to knowledge of the working of the administration. **E Governance** is another instrument the administration has introduced in its operations. E governance allows the citizens access to various public services via the internet. Here, information technology (IT) is utilized to increase the effectiveness and quality of service provided to the citizens, increases accountability on the part of the administration as well as

minimizes the scope of corruption. Furthermore, it also opens up a way for the citizens to provide feedback and hence opens up a direct link between the citizens and the administration. In cases of public distribution systems, e governance helps in ease of issuing identity cards, allowing the facilities of updating and changing of information of the citizens and so on. The **Lokpal/Lokayukta or Ombudsman** formed under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, is another example of the administration's attempts to become more accountable, transparent and, prevent corruption. The idea of an ombudsman system or lokpal is not new and has been under process in India since the late 1960s. The term Lokpal was first coined by L.M. Singhvi, an erstwhile Rajya Sabha member. A number of attempts were made to pass the lokpal bill in the Parliament, however, due to opposing views and clashing opinions, the bill didn't make it through. Finally, the Lokpal and Lokayuktas Act was passed in 2013, following an Anti-Corruption movement launched by social activist Anna Hazare in 2011 The Lokpal system has been revolutionary because it allows anyone to bring to their notice any complaint or allegation of corruption against any public office including but not restricted to the Prime Minister, erstwhile Prime Minister, Minister of Union Government, member of Parliament, officials of Group A. B, C and D and societies or trusts receiving foreign donations The Lokayuktas function in a similar way and are state level ombudsman. Former Supreme Court judge, Shri Justice Pinaki Chandra Ghose was elected as India's first lokpal in 2019.

The **National Human Rights Commission (NHRC)** is the top most organization to review human rights conditions in the country. The genesis of the NHRC lies in the propositions passed by the United Nations (UN). Known as the Paris Principles, its proposals were adopted by the UN General Assembly in 1993. The Paris Principles called for the establishment of national institutions to act as the watchdog of human rights in respective countries. It also provided standards against which these national institutions are judged on their efficiency. According to the Paris Principles, the national human rights organizations are to protect and promote human rights, they are to receive and investigate complaints of human rights violations in the country, act as a monitoring agency of human rights, promote the importance of human rights through education, media, training and capacity building and, to advise and support the Government**.** The National Human Rights Commission of India was set up in 1993, under the Protection of Human Rights Act of 1993. The Commission consists of one Chairperson, five full time members and four deemed members. At present, there are thirteen members in the Commission including, the Chairperson (Shri Justice Arun Kumar Mishra), five full time members, six ex-officio members and a special invitee. The members of the NHRC have tenure of 5 years or till 70 years of age, whichever is earlier. They are appointed by the President on the recommendation of a committee led by the Prime Minister. The functions of the NHRC in India involve, receiving and investigation complaints of human rights violations or negligence, preventing violation of human rights by public servants, studying and analyzing international treaties or instruments on human rights and assisting the Government by making recommendations for effective implementation of these instruments. The NHRC is a highly active body in the country and has voiced its concerns over various human rights violations

in the country. The Commission publishes annual reports and other publications on a regular basis, reviewing and explaining the human rights situation in the country. They have often spoken out against police violence and its use of torture as well as the rising number of custodial deaths. Another aspect in which the NHRC has been quite loud in its opinion is the case of India's national security laws and laws against terrorism. Specifically, the NHRC has often come out against the human rights violations that have occurred as a result of faulty legislation and imperfect implementation. State Human Rights Commissions are also established which monitor the human rights scenario in respective states.

Thus the role of the administration in the protection and promotion of human rights in the country can be summarized as follows:

- **Transparency** between administration and the public ensures more faith and trust on the administration
- **Right to Information Act (RTI)** allows public access to documents of organization or office controlled by public officials. This helps the public by empowering their right to knowledge
- **E-governance** has helped in more efficient, transparent and satisfactory receipt of public services by the public and also makes possible public feedback.
- **Lokpal** or ombudsman is one of the most important high powered legislations in recent times in the country to identify and take care of corruption.
- **National Human Rights Commission** and **State Human Rights Commissions** are monitoring agencies and, are domestic representations of the international duty to protect and promote human rights.

6.6 Human Rights in India: Role of the Judiciary

The Judiciary in India is one of the three main organs of the government. Our government functions on the basis of the concept of separation of powers and the system of checks and balances. These factors prevent the exercise of absolute power by any of the three organs (executive, legislature and judiciary) of the government and, it also brings in the possibility of these three institutions acting as a check on the other. Our Constitution has vested certain key powers and responsibilities on the judiciary to act as a check on the executive and the legislature. We shall now look at these powers in detail.

Part III of the Indian constitution deals with fundamental rights. Before introducing these rights, the constitution clearly mentions that any legislation made by the Centre or States that breaches or in any way abridges these rights will be held null and void.

> *13(2) "The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made by the contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."*

Dr. B. R. Ambedkar referred to **Article 13 (2)** as the heart of the Constitution. The makers of the constitution were eager to establish the non-violability and absoluteness of these rights. They have vested the judiciary with the responsibility to be the guardian of the fundamental rights. The **power of judicial review** enables the judiciary (the Supreme Court and the High Court) to fulfill this responsibility. Borrowed from the American Constitution, the power of judicial review enables the judiciary to ascertain the constitutional validity of any legislation or executive action. In other words, the Supreme Court (Article 32) and the High Courts (Article 226) can make any law null and void if they contradict or come into conflict with constitutional provisions or the fundamental rights. Thus, the power of judicial review enables the judiciary to:

- Maintaining the sanctity of the Constitution
- Protecting the fundamental rights and preventing its violation.
- Enables the judiciary to act as a check on the executive and legislature
- Prevents the possibility of absolute power by the executive or legislature
- Makes the judiciary a guarantor of fundamental rights

The power of judicial review does not have any express mention in the Constitution; nevertheless, it is a chief function of the judiciary. The Kesavananda Bharati vs. State of Kerala was one of the landmark cases in India in which the Supreme Court passed its judgment on what constitutes a simple understanding of the basic structure of the Constitution. The judgment stated that while the legislature had the power to amend the Constitution, it can in no way alter its basic structure. If the legislature attempts to change the basic structure, it will amount to the legislature exercising unlimited powers which goes against the Constitution. The judgment did not specifically explain the content of basic structure, however, erstwhile Chief Justice of India, Shri Justice S.M. Sikri, referred to the basic structure as consisting of: the republican and democratic character of the government, the secular nature of the Constitution, the concept of separation of powers between the legislature, executive and judiciary and the federal character of the Constitution.

The right to constitutional remedies (Article 32) is one of the fundamental rights listed in the Indian Constitution. This right allows the aggrieved party to approach the Supreme Court and seek justice if their fundamental rights are violated in any way. The same right is also allowed with relation to High Courts. The right to constitutional remedies also mentions the instrument via which the Supreme Court or High Courts can enforce these rights. These are known as **Writs**. Issuing writs fall under the original jurisdiction of the Supreme Court in India. There are five types of writs. These are:

1. Habeas Corpus—This is a Latin word which literally means, “to have the body”. This writ is issued when an individual is held in unlawful detention. Habeas Corpus requires that the individual must be brought before the court.
2. Mandamus—This writ acts in the way of a command. The court/s can command any public official, who has failed or refused to do their duty, to recommence their work

3. Prohibition—This writ is issued by a higher court to a lower court to prevent it from exceeding its jurisdiction
4. Certiorari—This writ is issued by a higher court to a lower court, directing them to transfer a case or put an end to proceedings in a case. This is done when the lower court exceeds or judges on cases outside its jurisdiction.
5. Quo-Warranto—This writ is issued in order to judge the legality of a person's claim to a public office.

Another way through which the judiciary seeks to protect human rights and prevent its violations is through the practice of **Public Interest Litigation (PIL)**. Public interest litigation is an instrument that is provided by the judiciary to the public, to bring to its attention any violation or concerns of any issue of public importance. Borrowed from American political culture, PIL was first introduced in the country by erstwhile Chief Justice, Shri Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer in the late 1980s. PIL refers to any litigation filed by any individual or group of individuals regarding any valid issue of public interest concerning the weaker and poorer sections of society, who are mostly unrepresented. The PILs, however, need to be valid concerns and the ones filing the litigation must be able to fully justify it truly concerns a matter of public importance, otherwise the litigations will not be heard. There have been a number of PILs filed over the years since its introduction by the Indian judiciary. It has become an important way through which a number of societal concerns have been brought to light and presents itself as a much more accessible way which can help in reporting or complaining against any type of violation of rights.

Thus, the role of the judiciary in India in the protection and promotion of human rights can be summarized as follows:

- The power of **Judicial Review** enables the Supreme Court and High Courts to prevent any legislation, executive action or steps taken by any private entity that comes in direct conflict with what our Constitution offers to its citizens
- Fundamental rights of the citizens are protected by the judiciary, and the **Supreme Court is the guardian of fundamental rights**
- The Supreme Court and High Courts can issue **Writs** against any violation of fundamental rights
- **Public Interest Litigation (PIL)** is another instrument, via which the judiciary seeks to protect the rights of the marginalized sections of our society.

6.7 Measures for the protection of Human Rights taken towards the weaker and oppressed sections of society

It is often seen that the weaker and oppressed sections of societies fall behind when it comes to opportunities, facilities and government protection. It is similar in the case of the human rights scenario of these

sections. In order to protect them the government has come up with various instruments. These instruments attempt to protect their rights, provide facilities and opportunities and even try to right the wrongs that they have suffered. Some of these mechanisms will be explained below.

The Constitution provides certain safeguards for the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). **Article 338** talks about **National Commission for Scheduled Castes** and Article **338-A** refers to the **National Commission for Scheduled Tribes**. The functions of these commissions involve monitoring the safety and safeguards of the SC and ST communities, to investigate complaints made against the violation of these safeguards, to make suggestions for the socio-economic development of these communities, to annually prepare reports on their observations and the overall protection and promotion of their welfare. The Constitution also tals about the need for advancement of the socially and educationally backward sections of the population including the SCs, STs, Other Backward Classes (OBCs), economically weaker sections, and the requirement of **Reservations,** in Articles 15 and 16, respectively. Commissions are also set up from time to time to handle matters that come up. For example, the Mandal Commission was set up in 1979, under the Janata Government to review the number of socially and economically backward classes in India and to suggest adequate measures for their improvement. **The Prevention of Atrocities Act, 1989**, was enacted to stop crimes committed against the SCs and STs, and has become quite controversial in recent times. The **Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006**, recognize the forest rights of these communities. These are only a few amongst many progressive legislations created for the protection and promotion of rights of the socially and economically weaker sections of Indian society.

The **United Nations Convention on Rights of Child, 1989** is another international instrument which India closely follows ensures the protection and growth of children as well as ensuring their education. **Article 21A**, a fundamental right, guarantees right to free and compulsory education to all children between the ages of 6-14. **Article 24**, also fundamental right, prohibits the employment of children below 14 years of age in any hazardous endeavor. The judiciary has also come out time and again to speculate and give judgments on the rights of the child. Apart from the Fundamental Rights guaranteeing equality, privacy, freedom of expression and practice and so on, women's rights in India have often been highlighted and the judiciary has come to their aid. There are a number of landmark judgment cases centered around women's rights. The **Vishakha vs. State of Rajasthan** was a milestone in women's rights in India. The three judge bench which ruled over this case, gave the guidelines to deal with instances of sexual harassment of women in places of work. **The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act,** popularly known as the **TripleTalaq** case, was passed recently in 2017 and came into force in 2019. This legislation is historic in terms of women's rights and gender equality as it outlaws divorce instantly through uttering *talaq* thrice, as it is unconstitutional. It also makes the violation of this law a punishable offence. In the **Indian Young Lawyers Association &Ors vs. The State of Kerala &Ors,** the Supreme Court passed the judgment that

women of all age groups can enter the Sabarimala temple in Kerala, as the banning of women from entering temples becomes an unconstitutional act.

A number of NGOs and Civil Society Organizations have often taken up the issues of deprivation of rights of the weaker sections of society and have sought to protect and promote them.

Thus, the protection of the rights of the oppressed and weaker sections of society can be summarized as follows:

- **National Commission for Scheduled Castes (Article 338)** and **National Commission for Scheduled Tribes (Article 338-A)** monitor the safety of the SCs and STs, investigate into violations of these safeguards, and also assist in their socio-economic development.
- The Constitution offers protection to the interests of the women and children of society and ensures their protection.
- The judiciary has played an important role in the field of women's rights in India by passing landmark judgments on a number of occasion
- Various constitutional bodies, statutory bodies, NGOs, CSOs, etc., play their parts in the protection and promotion of rights of the weaker and oppressed sections of the society.

6.8 Self-Assessment Questions

Please go through the following questions and see whether you can answer them adequately. If there are any queries or need for clarification, please ask your teacher during the PCP (Personal Contact Programme)

a) What do you understand by human rights? What are the main international sources of human rights?

b) What are the elements in the Indian Constitution that are a source of human rights for its citizens? Elucidate.

c) What are the main reasons of inefficiency of the police organization in India? Explain in detail.

d) Why do the anti-terrorism laws in India come into conflict with human rights? Elucidate.

e) What are the measures taken by the administration in India to protect and promote human rights? Explain in detail.

f) What is judicial review?

g) Explain how the Indian judiciary plays a crucial role in the protection of rights of the citizens.

h) Is Public Interest Litigation an important instrument to protect human rights and prevent it violation? Argue your case.

i) Explain two landmark judgments in detail on the rights of women in India.

6.9 Suggested Readings

i. Dhiman, O.P. (2011). *Understanding Human Rights: An Overview*. Delhi: Kalpaz Publications.

ii. Singh Sehgal, B.P. (Ed.). (1995). *Human Rights in India: Problems and Perspectives*. New Delhi: Deep and Deep Publications.

iii. Das, Asish Kumar & Mohanty, Prasant Kumar. (2007). *Human Rights in India*. New Delhi: Sarup and Sons.

iv. Gupta, U.N. (2004). *The Human Rights: Conventions and Indian Law*. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.

v. https://www.epw.in/engage/article/indias-unforgivable-laws

vi. https://nhrc.nic.in/

Unit-7

মানবাধিকার প্রসঙ্গে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা (Role of Civil Society in Human Rights)

বিষয়সূচি :

7.1 উদ্দেশ্য

7.2 ভূমিকা

7.3 সিভিল সোসাইটি: ধারণা

7.3.1 সারসংক্ষেপ

7.4 ভারতীয় প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সোসাইটি এবং মানবাধিকার

7.4.1 সারসংক্ষেপ

7.5 মানবাধিকার রক্ষায় সিভিল সোসাইটি

7.5.1 সারসংক্ষেপ

7.6 আত্মমূল্যায়ণ প্রশ্ন

7.7 কয়েকটি প্রয়োজনীয় পাঠ্য নির্দেশ

7.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আমরা জানতে পারবো—

- সিভিল সোসাইটি বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবো।
- ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সিভিল সোসাইটিগুলি বিভিন্ন ভাবে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেই বিষয় জানা যাবে।

7.2 ভূমিকা

পৃথিবীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত অভিযোগ পাওয়া যায় তার বড় অংশ সরাসরি কোন না রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধে। যদিও অন্যান্য সংগঠিত স্বশস্ত্র গোষ্ঠী এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে থাকে। আবার কোন আইনী ঘোষণাও ঠিকমতো কাজ করতে পারবে না যদিনা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বাহিরে নাগরিক স্তরে তা নিয়ে উদ্যোগ আয়োজন তৈরী না হয়। এছাড়াও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ যখন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উঠে তখন সেই রাষ্ট্রের পক্ষে কি ন্যায়বিচারের চাওয়া বা পাওয়া সম্ভব হয়? এই প্রশ্ন এবং সংশয়ের উপর হিসেবে দেখা যায় যে 'সিভিল সোসাইটি' নামক একটি বিষয় এর অনেকটাই সমাধান করতে পারে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কি ভাবে একটি স্বাধীন জনপরিসর হিসেবে

সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠে এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই সিভিল সোসাইটির উৎপত্তি এবং কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য এককে। একটি ব্যাপক কর্মক্ষেত্র হিসেবে সিভিল সোসাইটির ধারা হিসেবে স্বাধীন ভারতের প্রথম থেকেই পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলি পরবর্তীতে মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের সক্রিয় নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মানবাধিকার সংগঠনগুলির কাজের ধরন এবং বিষয়গুলি আলোচনা করে আমরা দেখবো যে মানবাধিকার রক্ষায় দেশের সিভিল সোসাইটিগুলি খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এবং রাষ্ট্রকেও সিভিল সোসাইটির কাজের স্বীকৃতি দিতে হয়েছে।

আলোচনা সুবিধার্থে প্রথমে সিভিল সোসাইটির একটা ধারণাগত আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপর দুটি ভাগে ভারতীয় প্রেক্ষিতে মানবাধিকার রক্ষায় সিভিল সোসাইটির ভূমিকা যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে।

7.3 সিভিল সোসাইটি: ধারণা

ইংরেজি সিভিল সোসাইটি কথাটির বাংলা হিসেবে আমরা নাগরিক সমাজ বলে থাকি। রাজনীতি বিদ্যাচর্চায় সিভিল সোসাইটির ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক রাজনীতি চর্চায়। তবে এ্যারিস্টোটলের প্রথম যে অর্থে সিভিল সোসাইটি কথাটি ব্যবহার করেছিলেন তার অর্থ ছিল রাষ্ট্রের একটি প্রতিশব্দ এবং কাছাকাছি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। উল্লেখ্য বর্তমানে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে সিভিল সোসাইটির অর্থবহ। বর্তমান সিভিল সোসাইটি সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের থেকে বহুদূরের পৃথক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। সিভিল সোসাইটির কোন একমাত্রিক সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বহুতাত্ত্বিক এই নিয়ে একাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, সিভিল সোসাইটি বলতে কি বোঝায় এটা বোঝার জন্য আমরা বেশ কিছু তাত্ত্বিকের সংজ্ঞা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো।

রাজনীতি তত্ত্ব আলোচনায় ঠাণ্ডা-যুদ্ধ-উত্তর সময়কে সিভিল সোসাইটির 'স্পীরিট অফ এজ' বলা হয়। যদিও আধুনিক অর্থে সিভিল সোসাইটর আলোচনা এবং কার্যকারিতা তারও আগে থেকেই পাওয়া। টমাস পেইন এবং জর্জ হেগেল এর মতে সিভিল সোসাইটি বলতে একটা পরিসর বা ক্ষেত্র (ডোমেইন) বোঝায় যেখানে নাগরিকরা সংগঠিত হয়ে তাদের স্বার্থ, আকাঙ্খা এবং ইচ্ছা নিয়ে। মার্ক্সিয় তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামচি'র মতে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। ১৯৯০-এর দশকে সিভিল সোসাইটি একটি জনপ্রিয় বহুল-ব্যাপক শব্দ হিসেবে সারা বিশ্বের রাজনীতি চর্চায় উঠে আসে? নিরাজ গোপাল জয়াল এর মতে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের নয় এমন সমস্ত ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া হল সিভিল সোসাইটি। এবং মিশেল বরাটোন এর মতে পরিবার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (সোস্যাল ইন্টারেকশন) কারী গোষ্ঠী সহযোগিতা, সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জন যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে সিভিল সোসাইটি।

বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক সিভিল সোসাইটির একটি সংজ্ঞা দিয়েছে সেই মত—সিভিল সোসাইটি বলতে বোঝায়, বিস্তৃত বিষয়ের অসরকারী এবং অলাভজনক সংস্থা যারা জনপরিসরে নিজ সদস্যদের এবং অন্য সকলের স্বার্থ তুলে ধরে, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং ফিলান্থ্রোপিক বিষয়ে। এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বলতে অনেক ধরনের সংগঠন বোঝায় যার মধ্যে, সামাজিক গোষ্ঠী (কমিউনিটি গ্রুপ), অ-সরকারি সংস্থা সমূহ (নন-গর্ভারমেন্টাল অর্গানাইজেশনস/এনজিও) শ্রমিক ইউনিয়ন, ইন্ডিজিনিয়াস গ্রুপ, দাতব্য সংস্থা, বিশ্বাস ভিত্তিক সংস্থা, পেশাদারী সংগঠন ও সংস্থা সমূহ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর মতে সিভিল সোসাইটির সংস্থা সমূহ হলো—সমস্ত রকম অ-রাষ্ট্রীয়, অ-লাভজনক, অ-দলীয় (নন-পার্টিজান) এবং অ-হিংস সাংগঠনিক কাঠামো, যেগুলির মাধ্যমে নাগরিকরা সংগঠিত হয় এবং মতবিনিময় করে নিজেদের

উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনা নিয়ে; তা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিকসহ অনেক কিছু হতে পারে। এই সংস্থাগুলি সদস্যপদ ভিত্তিক এবং পরিষেবামুখীও হয়ে থাকে। এর মধ্যে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জেন্ডার ভিত্তিক সংস্থা, এলজিবিলি সংস্থা, সমবায়, পেশাগত এবং ব্যবসায়ী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অ-লাভজনক সংস্থা রয়েছে। ২০১৩ সালে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম সিভিল সোসাইটির কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যেগুলো নিয়ে সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠে—১) এটি গড়ে ওঠে অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে, ২) পরিবার, রাষ্ট্র এবং বাজারের বাহিরের একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, ৩) সংগঠিত, ৪) স্বেচ্ছাসেবী, ৫) স্বতন্ত্র/স্বশাসিত, ৬) অ-লাভজনক (অ-বাণিজ্যিক) এবং ৭) জনগণের সাথে রাষ্ট্রের যোগাযোগ ঘটায় এবং নাগরিকদের গভার্নেন্সে অংশগ্রহণ করায়। এছাড়াও তথপ্রযুক্তি নয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা অনলাইন ভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমে সংগঠিত উদ্যোগ, যার প্রথাগত সমাবেশ, আইনি এবং অর্থনীতিক কাঠামো দরকার পরে না এটা সিভিল সোসাইটির একটি রূপ এবং মাধ্যম।

7.3.1 সারসংক্ষেপ

- সিভিল সোসাইটি গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা মাধ্যম।
- সিভিল সোসাইটি কোন একটা প্রতিষ্ঠান বা সম্পূর্ণ কাঠামো ভিত্তিক সংগঠিত কোন সংগঠন বা একেবারে কাঠামো হীন কোন বিষয় নয়।
- সমস্ত ধরনের অ-দলীয়, অ-লাভজনক সংস্থা, অ-সরকারি সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনগোষ্ঠী সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, নয়া সামাজিক আন্দোলন এগুলো সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত।
- বিংশ শতকের ৯০-এর দশক থেকে সারা বিশ্ব জুড়ে সিভিল সোসাইটি একটি প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক অংশিদার।

7.4 ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সিভিল সোসাইটি এবং মানবাধিকার

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এবং অ-লাভজনক মনভাব নিয়ে যে ধরনের স্বশাসিত নাগরিক, সামাজিক, উদ্যোগকে সিভিল সোসাইটি বলা হচ্ছে তা ভারতীয় সমাজে প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান যা আজও রয়েছে। উনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা জনপ্রিয় সামাজিক উদ্যোগ, ব্রহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন-এর মত প্রতিষ্ঠানকে সিভিল সোসাইটির উদ্যোগ বলা হচ্ছে। তার পরবর্তী সময়েও, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহী আন্দোলন যখন—ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছিল তা ছিল সিভিল সোসাইটির উদ্যোগ। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সিভিল সোসাইটি হসেবে বহু অলাভজনক সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে যারা দারিদ্র্য দূরীকরণ, গরীবের ক্ষমতায়, শিক্ষার-প্রসার, স্বাস্থ্য এবং পৌরস্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করতে থাকে। বর্তমান সময়ে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিভিল সোসাইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তথ্যগত ভাবে একবিংশ শতকে একটি ভালো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো শক্তিশালী সিভিল সোসাইটির সক্রিয়তা। মূলত ১৯৯০ এর দশক থেকে সিভিল সোসাইটির সংস্থা সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়, নাগরিকের মৌলিক এবং মানবাধিকার রক্ষায় এবং প্রয়োজনীয় মানুষদের বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

ভারতীয় সিভিল সোসাইটি সমূহের কাজের ধরন এবং কর্মসূচীর বিস্তার, ব্যপকতা দেখে ড: রমেশ শর্মা একটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন যথা: ১) গান্ধীবাদী চিন্তা দ্বারা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ২) গ্রামীণ উন্নয়ন মূলক সংস্থা, ৩) পৌর ও

রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা গোষ্ঠী, ৪) ধর্মীয় সেবা প্রতিষ্ঠান (মিশনারী অর্গানাইজেশন), ৫) ছাত্র, শ্রমিক ও নারী আন্দোলনের সংগঠন সমূহ, ৬) দলিত, অধিবাসী, নারী এবং পরিবেশ আন্দোলনকারী স্বাধীন সামাজিক আন্দোলন সমূহ, ৭) সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আন্দোলন এবং ৮) আধ্যাত্মিক এবং মৌলবাদী ধর্মীয় আন্দোলন সমূহ।

স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রের তরফে মানবাধিকার রক্ষার জন্য পরিষ্কার বিধিব্যবস্থা হিসেবে ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইনে পাশ হয় এবং সেই সূত্রে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৯ সাল যদি সারা বিশ্বের জন্য মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং রক্ষার ভিত্তি বছর হয়, সদ্য স্বাধীন ভারতে সেই সময় থেকেই নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় গঠিত থাকে একের পর এক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা গোষ্ঠীগুলি। এমনকি অনেক পরে হলেও মানবাধিকার আইনেই ১২(আই) ধারায় পরিষ্কার বলা হল মানবাধিকার রক্ষা নিয়ে কাজ করা অ-সরকারি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা করা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি কাজ। এই ভাবে আইনের তরফেও ঘোষিত ভাবে সিভিল সোসাইটি ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

যারা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার রক্ষার ইতিহাস তৈরী করে এবং এখনো পর্যন্ত সক্রিয়া ভাবে মানবাধিকার রক্ষা করে যাচ্ছে। এখানে আমরা সেই সময় মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠন সমূহ যা আসলে সিভিল সোসাইটির উদ্যোগ তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানার চেষ্টা করবো। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, আইনজীবী শরৎচন্দ্র বোস এবং ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সিভিল লিবার্টিস কমিটি' এবং ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের ১৬ ও ১৭ তারিখ দুদিন ধরে মাদ্রাসে অনুষ্ঠিত হয় সিভিল লিবার্টিস কনফারেন্স এবং উদ্যোগ দুটিকে স্বাধীন ভারতের মানবাধিকার রক্ষায় প্রধান প্রথ দিককার সিভিল সোসাইটি উদ্যোগ বলা যায়। পরবর্তী কালে ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ গড়ে ওঠে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস' (এপিডিআর), ১৯৭৪ সালে 'অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টিস কমিটি', ১৯৭৬ সালে দিল্লীতে সর্বভারতীয় স্তরে 'পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস' (পিইউসিএল) এবং এই সংগঠনের থেকে বেড়িয়ে আসা একটা অংশ গঠন করে 'পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস' (পিইউআর) শুধু ভারতের মধ্য ভাগেই নয় নাগাল্যান্ড গঠিত 'নাগা পিপলস মুভমেন্ট ফর হিউম্যান রাইটস' একটি অন্যতম সক্রিয় সিভিল সোসাইট সংগঠন।

7.4.1 সারসংক্ষেপ

- ভারতে প্রাচীন কালে থেকেই সোসাইটি সক্রিয়ভাবে রয়েছে।
- স্বাধীন উত্তর সময় থেকেই সেবা মূলক সিভিল সোসাইটির পাশাপাশি পৌর-রাজনৈতিক অধিকার ভিত্তিক সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠতে থাকে।
- ভারতীয় শাসনতন্ত্র এবং আইনে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে বিধিব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ করে সংবিধানের প্রথমে থেকেই নাগরিক মৌলিক অধিকারের মধ্যে মানবাধিকারের ধারণা অন্তর্নিহিত রয়েছে।
- মানবাধিকার রক্ষায় সিভিস সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মানবাধিকার আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

7.5 মানবাধিকার রক্ষায় সিভিল সোসাইটি

মানবাধিকার রক্ষায় সিভিল সোসাইটিগুলির ভূমিকা কোন একমাত্রিক নয়, কাজের ধরণ, কাজের বিষয় এবং এলাকাগত ব্যাপকতা ও ভিন্নতা দেখা যায়। তাই আলোচনার সুবিধার্থে বিশেষ কতগুলি ভাবে আমরা তা বোঝার চেষ্টা করবো।

● **সচেতনতা বৃদ্ধি**

জনপরিসরে যে কোন কাজ করতে হলে সবার আগে জনপরিসরের থাকা 'স্ট্যেকহোল্ডার' অর্থাৎ নাগরিকদের কাজে কাজের বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তথ্যের আদান প্রদান করা জরুরি এবং তত্ত্বগত ভাবেই সিভিল সোসাইটি একটি অন্যতম কাজই হোল নাগরিকের মধ্যে জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনার পরিসর তৈরী করা এবং মতামতের আদান প্রদান করা। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়ারতের মানবাধিকার ভিত্তিক পৌর ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি নিয়মিত মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। এর জন্য মানবাধিকার দিবস উদযাপন, সভা, সমাবেশ এবং প্রচারমূলক বই, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র ছাপিয়ে প্রচার কর্মসূচী চালায়। এই প্রচারের মধ্যে মানবাধিকার কি, কেমনভাবে লঙ্ঘন হয়, কোথায় কোথায় হয়েছে, কিভাবে মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তার প্রতিবিধান কিভাবে হবে বিষয়গুলো থাকে।

● **নজরদারি**

গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যলোচনা করা কোথাও কোন ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। প্রাথমিক ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রাষ্ট্রীয় তরফেই এবং সামাজিক বিভিন্ন কাঠামো থেকে অধিক মাত্রায় হয়ে থাকে এমতাবস্থায় কোথায়, কোথায় কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে অথবা মানবাধিকার রক্ষার ঘোষিত আইন-বিধি ব্যবস্থায় সব ঠিকঠাক চলছে কি না সমস্যা তৈরী হচ্ছে, এমন কি কোন আইন কি তৈরী হচ্ছে যা মানবাধিকারের বিরুদ্ধে এই সব বিষয়ে তদারকি করা মানবাধিকার সিভিল সোসাইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলি অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে যে বিষয়গুলি দেখে তার একটা তালিকা করলে দেখা যাবে, কোন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক/সামাজিক কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না? বিচারাধীন কোন বন্দি যথাযথভাবে রক্ষিত হচ্ছে কি না এবং তার মানবাধিকার থাকছে কি না? কোন নাগরিককে অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছে কি না এবং দেশের কোন পুরোনো আইন বা নতুন আইন যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে কি না। যেমন সীমান্ত এলাকায় বিশেষ করে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, জম্মকাশ্মীর এলাকায় বিশেষ সামরিক আইন জারি রয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রায় সবকটি মানবাধিকার সংগঠন সরব কারণ তাদের মতে এই আইনের প্রয়োগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলি সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রের আইন ইউপিএ-এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করে এর কারণ হিসেবে মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ যে এই আইনের আওতায় কাউকে অভিযুক্ত করা থেকে গ্রেপ্তার এবং বিচারপর্বের প্রতিটি স্তরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে যা বিশ্বজনীন মানবাধিকার সনদের বিরুদ্ধে। যেমন এই আইনে কাউকে গ্রেপ্তারের জন্য গ্রেপ্তারের স্মারক দেওয়া হয় না, চাইলে ২৪ ঘন্টা পার করেও আদালতে হাজির করানো যাবে, জামিন নাও হতে পারে এবং টানা একমাস ধরে জেরা করা যেতে পারে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে। অন্য আইনে এই ধরনের বিষয় দেখা যায় না।

● **বন্দিমুক্তি এবং মানবাধিকার**

ভারতে প্রায় প্রথম দিকের সবকটি মানবাধিকার সংগঠন তৈরী হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এবং জেলের ভিতরে বিচারাধীন বন্দিদের নির্যাতন বন্ধের দাবীকে সামনে রেখে। জেল বা পুলিশ হেপাজতে বন্দি মৃত্যুর ঘটনা মাঝে মাঝেই শোনা যায়, এই বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি নিয়মিত সরব থাকে। মানবাধিকার সংগঠনে কর্মীরাই এই বিষয়ে বন্দিমুক্তি কমিটির গঠন করেছে একাধিক বার। মানবাধিকার সংগঠনগুলি একটি নিয়মিত দাবী বন্দিমুক্তি নিয়ে। ভারতের অভ্যন্তরে এবং সীমান্তে জঙ্গীগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ ও দেশের ভিতরে মাওবাদী সমস্যা থাকায় বহু মানুষ রাজনৈতিক কারণে

বন্দি হয়ে রয়েছে যাদের মাওবাদীদের সহায়ক হিসেবে দেখা হয় এবং এদের বড় অংশের লোক শহরে একাডেমীক, শিল্প-সাহিত্য জগতের লোক ; এদের মুক্তির দাবী ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলির একটি অন্যতম অগ্রাধিকার যোগ্য কাজ। কারণ মানবাধিকার সনদের ১১ ধারায় কোন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার নিয়ে এবং বিচার নিয়ে যা বলা আছে তা লঙ্ঘন হয় বলে মানবাধিকার সংগঠনগুলি বারে বারে সরব হয়।

● তথ্যানুসন্ধান এবং তদন্তমূলক কাজ

কোথাও কোন নাগরিক বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার অভিযোগ উঠলে মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট ঘটনার উৎসে চলে যায়। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দাবী করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ যদি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির বিরুদ্ধে উঠে তাহলে ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত রাষ্ট্রের তরফে হয় না, রাষ্ট্র নিজের দোষ আড়াল করার চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংগঠনগুলি সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার নাগরিকদের নিকট যায় এবং তথ্যতলাস, জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত করে এবং তার ভিত্তিতে নিজেরা তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুর করে, প্রকার করে পুস্তক ছাপিয়ে। এপিডিআর, মাসুম ইত্যাদি মানবাধিকার সংগঠনগুলি নিয়মিত ক্ষেত্র সমীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে এবং তা প্রচার করে থাকে।

● প্রকাশনা ও গণ-মাধ্যম

মানবাধিকার সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশনার কাজটি করে থাকে। এই ক্ষেত্রে প্রচলিতভাবে বই, পত্র-পত্রিকা রচনা এবং সম্পাদনা যেমন রয়েছে সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর তথাচিত্র নির্মাণ, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, লেখা প্রকাশ করে থাকে। এবং এই কাজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে করে থাকে পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় এবং তথ্যচিত্র নির্মাণে পেশাগত নাগরিকদের দিয়ে এই সমস্ত কাজ করে থাকে।

ঘোষিত মানবাধিকার সংগঠনগুলি ছাড়াও প্রচলিত গণমাধ্যমগুলিতে মানবাধিকার এর বিষয়ে নিয়মিত লেখা প্রকাশ হয়। বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমগুলি বিশেষজ্ঞ লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের পত্রপত্রিকায় অথবা আলোচনার স্টুডিওতে মানবাধিকার বিষয়ক চর্চা করায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ও বিচার নিয়ে গুরুত্বসহকারে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। গণমাধ্যম সিভিল সোসাইটির একটি অঙ্গ হিসেবে মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে।

● মধ্যস্থতার ভূমিকায়

আমরা আগেই আলোচনা করেছি সিভিল সোসাইটি'র একটি কাজ হল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থেকে নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ সাধন করে। বহুক্ষেত্রেই মানবাধিকার সংগঠনগুলি যেমন রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ নিয়ে নানাভাবে সরব হয় তেমনি বহুক্ষেত্রেই হিংসা ও মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনে জঙ্গসংগঠনগুলির সাথে সরকারের পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র বা সরকার পক্ষ এবং জঙ্গীগোষ্ঠীগুলিও এই ধরনের মধ্যস্থতাকে স্বাগত জানায়। সারা ভারতে একাধিকবার এই ধরনের উদ্যোগ মানবাধিকার মূলক সিভিল সোসাইটি ভূমিকা নিয়েছে।

● চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে

কোথায় কোন ঘটনা দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে অথবা এমন কোন সরকারি নীতি, আইন ঘোষণা করা হয়েছে যার ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বা হতে পারে এই রকম পরিস্থিতিতে সরকারের উপর গণতান্ত্রিক ভাবে চাপসৃষ্টি করে যথাযথ প্রতিবিধান করার কাজ করে মানবাধিকার সংগঠন সমূহ। এই ক্ষেত্রে প্রতিবাদ আন্দোলন, বিক্ষোভ সমাবেশ করে সরকারি দপ্তরের সামনে অথবা জনবহুল জায়গায় যাতে জনমত সংঘটিত হয় এবং সরকারের উপর চাপসৃষ্টি হয় তার উদ্যোগ

নেয়। সম্প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় এই ধরনের চাপসৃষ্টি করার জন্য সোস্যাল মিডিয়াকে বেছে নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে টুইটারে ট্যাগ করা, ফেসবুক আইডি/পেজে বক্তব্য রাখা একটি চাপসৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও প্রচলিত প্রথাগত পদ্ধতিতে মানবাধিকার কমিশন এবং বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান।

● প্রত্যক্ষ সহায়তা

মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কোন হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় অথবা কোন একজন সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সরাসরি তাদের আর্থিক সহ জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রি পৌঁছে দেওয়া বর্তমান মানবাধিকার সংগঠনগুলির একটি কাজ হয়ে উঠেছে। সেই সাথে মানবাধিকার চুত্য নাগরিকরা যাতে আইনী পথে ন্যায়বিচার পান তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে আবার প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যও করে।

এছাড়াও মানবাধিকার প্রসঙ্গে আক্রান্তদের চিকিৎসা করা, সীমান্ত এলাকার নানান সময় হিংসার ঘটনায় সাধারণ নাগরিক শারীরিক ভাবে আক্রান্ত হয় তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার উদ্যোগ মানবাধিকার সংস্থাগুলো করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এলাকায় ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের নাগরিকদের (সিটমহলের) চিকিৎসা করতে পশ্চিমবঙ্গের 'মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ' (মাসুম) শ্রমজীবী হাসপাতাল এবং ভারতীয় যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান সমিতির সহায়তায় মাসিক চিকিৎসা শিবির করে থাকে।

● আইনী পথে

চিরাচরিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সাথে বর্তমানে জনস্বার্থ মামলা করা মানবাধিকার সংগঠন কর্মীদের একটি কর্মপন্থা হয়ে উঠেছে। এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে দেশের স্বনামধন্য বিশিষ্ট আইনজীবীরাও বিনা পারিশ্রমিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলির হয়ে আদালতে সওয়াল করে। সম্প্রতি এপিডিআর এর পরিবেশ সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বিনা পারিশ্রমিকে মামলায় সওয়াল করে যাচ্ছেন।

শুধু জনস্বার্থ মামলাই নয়, মানবাধিকার কর্মী এবং সিভিল সোসাইটিগুলির অন্যতম দাবী মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ অত্যাচারিতদের আইন অনুসারে দ্রুত শাস্ত্রি এবং আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ। মানবাধিকার আইনের সম্প্রসারণ দাবী করে।

● নয়া-সামাজিক আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে বর্ণ বিদ্বেষ, নারীর অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষার মত বিষয়গুলিকে নিয়ে গড়ে ওঠতে থাকে একাধিক আন্দোলন, যে আন্দোলনগুলি প্রথাগত রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বাহিরে নাগরিকদের স্বাধীন উদ্যোগে হাত থাকে এবং যে আন্দোলনগুলি সরকার বা রাষ্ট্রের কাছে দাবী জানায় কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হবার চেষ্টা করে না বা নির্বাচনে অংশ নেয় না এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হয়। এগুলি সবেই সিভিল সোসাইটি উদ্যোগ হিসেবে গড়ে ওঠে এংাব আন্দোলনের দাবীগুলিকে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বড় বড় বাঁধ বানানো, সড়স বানানো সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যখন আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষের বড় অংশকে উদ্বাস্তু হতে হয় বা উদ্বাস্তু হবার হুমকির মুখে পড়তে হয় তখন পরিবেশ আন্দোলন বা নির্দেশ ক্ষেত্রে প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনগুলি অভিযোগ করে যে মানুষকে উদ্বাস্তু করা আসলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এছাড়াও জাতের নামে দলিত নির্যাতন, আদিবাসী নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং এলজিবিটি গোষ্ঠীর নির্যাতন এর বিরুদ্ধে অথবা এদের সুরক্ষায় একাধিক নয়া সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যেগুলি চরিত্রগত ভাবে মানবাধিকার রক্ষারও আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

7.5.1 সারসংক্ষেপ

- মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সিভিল সোসাইটি ব্যাপকতার সঙ্গে সক্রিয়।
- মানবাধিকার সংক্রান্ত গণসচেতনতা বিস্তারে ভারতীয় সিভিল সোসাইটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।
- আন্দোলন কর্মসূচির পাশাপাশি গবেষণা, প্রকাশনা এবং প্রয়োজনে মধ্যস্থতার ভূমিকাও পালন করে থাকে মানবাধিকার সংগঠনগুলি।
- মূলত রাষ্ট্রীয় তরফে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলি সক্রিয়।
- রাজনৈতিক বন্দি, জেল বন্দি বিচারাধীন নাগরিকদের মানবাধিকার এবং মানবাধিকার অপরাধের দ্রুত বিচার মানবাধিকার সংগঠনগুলির অন্যতম দাবী।
- ভারতের নয়া সামাজিক আন্দোলনগুলিতে মানবাধিকার একটি অগ্রাধিকার যোগ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- মানবাধিকার রক্ষায় ভারতে বহুমুখী সিভিল সোসাইটি দেখা যায় এবং কর্মকান্ডের বিষয়ও বহুমুখী।

7.6 আত্মমূল্যায়ন প্রশ্ন

১। সিভিল সোসাইটি বলতে কি বোঝায়?

২। ভারতীয় সিভিল সোসাইটি সংশ্লিষ্ট পরিচয় দাও?

৩। মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সিভিল সোসাইটির বহুমুখী ভূমিকা আলোচনা করো?

7.7 কয়েকটি প্রয়োজনীয় পাঠ্য নির্দেশ

১। ''কনসেপ্ট এ্যান্ড রোল অফ সিভিল সোসাইটি'' আইজিএনওইউ, অনলাইন এক্সেস https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/68791/1/Block-5.pdf

২। সিদ্ধার্থ গুহ রায়, ''*ভারতের মানবাধিকার আন্দোলন: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা*'', ইয়াসিন খান (সম্পা), মানব অধিকার নানা দিক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫।

৩। দেবনারায়ন মোদক, ''*মানব অধিকার এবং অ-সরকারি সংগঠন: ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতা*'', ইয়াসিন খান (সম্পা), মানব অধিকার নানা দিক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫।

Unit-8

মানব অধিকার কমিশন

বিষয়সূচি :

8.1 ভূমিকা

8.2 মানব অধিকার কাকে বলে?

8.3 মানব অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র **(Universal Declaration of Human Rights, 1948)**

8.4 মানব অধিকারের গঠন

8.5 মানব অধিকার কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

8.6 মানব অধিকার কমিশনের কার্যাবলী

8.7 পশ্চিমবঙ্গ মানব অধিকার কমিশন: গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

8.8 কার্যাবলী

8.9 মানবাধিকার আদালত

8.1 ভূমিকা

মানব অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র যাকে Universal Declaration of Human Rights (UDHR) বলা হয় সেটা ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। মানবাধিকারের ইতিহাসে এ এক মাইলফলক ঘোষণা যা প্রথমবারের মতো মৌলিক মানবাধিকারকে সার্বজনীন ভাবে সুরক্ষিত করার নির্দেশ দেয়। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালন করা হয় গোটা বিশ্বে। ২০১৮ সালে মানব অধিকারের ঘোষণা দিবসের ৭০তম বার্ষিকী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মানব অধিকারের জাতীয় স্তরের সংস্থাগুলিকে আরো শক্তিশালী রূপে গড়ে তোলার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) 12 অক্টোবর, 1993 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি যে আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হল মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (PHRA), 1993 হিসাবে সংশোধিত মানবাধিকার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, 2006।

এটি প্যারিস নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা 1991 সালের অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম আন্তর্জাতিক কর্মশালায় গৃহীত হয়েছিল এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তার প্রবিধান 48/134 দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। 20 ডিসেম্বর, 1993।

এনএইচআরসি মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য ভারতের উদ্বেগের একটি মূর্ত প্রতীক।

PHRA-এর ধারা 2(1)(d) মানবাধিকারকে সংবিধান দ্বারা গ্যারিন্টিযুক্ত ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে বা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে মূর্ত এবং ভারতের আদালত দ্বারা প্রয়োগযোগ্য।

এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ই-গভন্যান্স প্রচার করা, ইলেকট্রনিক্স, আইটি এবং আইটি শিল্পের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই বৃদ্ধির প্রচার করা, ইন্টারনেট শাসনে ভারতের ভূমিকা বাড়ানো, একটি বহুমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করা যার মধ্যে মানব সম্পদের বিকাশ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের প্রচার অন্তভুক্ত করা।

8.2 মানব অধিকার কাকে বলে?

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুসারে, মানবাধিকার জাতি, লিঙ্গ, জাতীয়তা, জাতি, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে সকল মানুষের সহজাত। এই অধিকারগুলো কোনো বৈষম্য ছাড়াই সকল মানুষের প্রাপ্য। জীবনের অধিকার—থেকে শুরু করে যা জীবনকে বেঁচে থাকার যোগ্য করে তোলে, যেমন খাদ্য, শিক্ষা, কাজ, স্বাস্থ্য এবং স্বাধীনতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR), সর্বজনীনভাবে সুরক্ষিত মৌলিক মানবাধিকার নির্ধারণের প্রথম আইনি দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

Harold J. Laski তার বিখ্যাত গ্রন্থ ''A Grammar of Politics'' এ উল্লেখ করেছেন যে Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best. অর্থাৎ অধিকার হলো সামাজিক জীবনের এমন কিছু আবশ্যিক শর্ত যেগুলির অবর্তমানে মানুষ নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ করতে পারে না। সুতরাং অধিকার এমন এক শর্তাবলীর বা বাহ্যিক অবস্থা যা মনুষ্য ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ বিকাশের সহায়ক-ই এই প্রসঙ্গে রাজনীতিবিদ আর্নেস্ট বার্কার (ERNEST BARKER) তার Principles of Social and Political Theory নামক গ্রন্থে অধিকারের সংজ্ঞা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতানুসারে অধিকার হল: … the external conditions necessary for the greatest possible development of the capacities of personality. These secured and guaranteed conditions are known by the name of Rights. অর্থাৎ অধিকার হল এমন আবশ্যিক বাহ্যিক অবস্থা যেগুলি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। এই সমস্ত নির্ধারিত ও সংরক্ষিত অবস্থাগুলিকে 'অধিকার' রূপে গণ্য করা হয়।

8.3 মানব অধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights, 1948)

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (UDHR) হল একটি নথি যা স্বাধীনতা এবং সমতার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী রোড ম্যাপের মতো কাজ করে—প্রতিটি ব্যক্তির, সর্বত্র অধিকার রক্ষা করে। এটিই প্রথমবারের মতো দেশগুলি সেই স্বাধীনতা এবং অধিকারগুলি বিষয়ে সম্মত হয়েছিল যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য স্বাধীনভাবে, সমানভাবে এবং মর্যাদার সাথে তাদের জীবনযাপন করার জন্য সর্বজনীন সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 10 ডিসেম্বর 1948 সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ দ্বারা UDHR গৃহীত হয়েছিল, ''বর্বর কাজ যা [...] মানবজাতির বিবেককে ক্ষুব্ধ করেছিল'' এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এর গ্রহণ মানবাধিকারকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

1946 সালে খসড়া কমিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লেবানন এবং চীনসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। খসড়া কমিটিকে পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া, চিলি, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্ধিত করা হয়েছিল, যাতে দলিলটি সমস্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির অবদান এবং তাদের বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে উপকৃত হতে পারে। UDHR তার পরে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সকল সদস্যদের দ্বারা আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশেষে 1948 সালে সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR), আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মৌলিক দলিল। এটিকে মানবতার ম্যাগনা কার্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এলেনর রুজভেল্ট, যিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন যেটি নথিটির খসড়া তৈরির জন্য দায়ী ছিল। ছোটখাটো পরিবর্তনের পর এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল—যদিও বেলোরুশিয়ান

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (SSR), চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউক্রেনীয় SSR এবং যুগেশ্লাভিয়া থেকে বিরত থাকার সাথে—10 ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা, 1948 (এখন মানবাধিকার দিবস হিসাবে বার্ষিক পালিত হয়), ''সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জাতির জন্য অর্জনের একটি সাধারণ মান'' হিসাবে। ফরাসী আইনবিদ রেনে ক্যাসিন মূলত ইউডিএইচআর-এর প্রধান লেখক হিসেবে স্বীকৃত। এটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, যাইহোক, যদিও কোনো ব্যক্তি এই নথির মালিকানা দাবি করতে পারে না, জন হামফ্রে, একজন কানাডিয়ান আইনের অধ্যাপক এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারিয়েটের মানবাধিকার পরিচালক, এটির প্রথম খসড়াটি রচনা করেছেন। UDHR-এর খসড়া তৈরিতেও ভূমিকা ছিল রুজভেল্ট ; চ্যাং পেং-চুন, একজন চীনা নাট্যকার, দার্শনিক এবং কূটনীতিক, এবং চার্লস হাবিব মালিক, একজন লেবানিজ দার্শনিক এবং কূটনীতিক।

এই ঘোষণা পত্রে ৩০টি অধিকার এবং স্বাধীনতার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যা আমাদের সকলের এবং কেউ আমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যে অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ভিত্তি তৈরি করে চলেছে। আজ, ঘোষণাটি একটি জীবন্ত দলিল হিসাবে রয়ে গেছে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে অনুদিত নথি।

UDHR-এ নির্ধারিত 30টি অধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং আশ্রয় চাওয়ার অধিকার। এতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত, যেমন জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তা। এতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার।

8.4 মানব অধিকারের গঠন

NHRC এর মধ্যে রয়েছে:

1. একজন চেয়ারপার্সন এবং পাঁচজন সদস্য (পদাধিকারিক সদস্য ব্যতীত) একজন চেয়ারপার্সন, যিনি ভারতের একজন প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি হয়েছেন।
2. একজন সদস্য যিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক হয়েছেন বা একজন সদস্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বা হয়েছেন।
3. তিনজন সদস্য, যাদের মধ্যে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্তত একজন নারীকে নিয়োগ করা হবে।
4. এছাড়াও, জাতীয় কমিশনগুলির চেয়ারপার্সন যেমন—জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশন, তফসিলি উপজাতির জন্য জাতীয় কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশন, সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য জাতীয় কমিশন, শিশু অধিরা সুরক্ষার জন্য জাতীয় কমিশন ; এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রধান কমিশনার পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে কাজ করেন।
5. সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতি বা যেকোনো হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের পরই নিয়োগ পেতে পারেন।

নিয়োগ ও পদচ্যুত

TPHRA-এর ধারা 2, 3 এবং 4 এনএইচআরসি-তে নিয়োগের নিয়মগুলি নির্ধারণ করে। NHRC-এর চেয়ারপার্সন এবং সদস্যদের নিযুক্ত করা হয় ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশে:

1. প্রধানমন্ত্রী (চেয়ারপার্সন)

2. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

3. লোকসভার বিরোধী দলের নেতা (নিম্নকক্ষ)

4. রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা (উচ্চকক্ষ)

5. লোকসভার স্পিকার (নিম্নকক্ষ)

6. রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান (উচ্চকক্ষ)

সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হলো ৭০ বছর বয়স অথবা 5 বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়।

তাদের অপসারণ দেউলিয়াত্ব, অস্বাস্থ্যকর মন, শরীর বা মনের দুর্বলতা, অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত, বা বেতনের চাকরিতে জড়িত থাকার কারণে রাষ্ট্রপতির দ্বারা করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে এর তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রমাণিত অসদাচরম বা অক্ষমতার জন্যও তাকে অপসারণ করা যেতে পারে। তারা রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন।

8.5 মানব অধিকার কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ভারত মানবাধিকার সুরক্ষা এবং প্রচারের জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, 1993 এর অধীনে সংসদের একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনের ১২ নম্বর ধারায় বর্ণিত কমিশনের কার্যাবলী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বা সরকারী কর্মচারীর দ্বারা এই ধরনের লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলার অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করা আছে। এ ছাড়াও, কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কিত চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক উপকরণগুলি অধ্যয়ন করে সরকারের কাছে তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করার কথা বলা আছে।

কমিশন জনসাধারণের মধ্যে মানবাধিকার সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং মানবাধিকার সাক্ষরতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সকল অংশীদারদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য দায়ী। এনএইচআরসি একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান কারণ এটি বিশ্বের কয়েকটি জাতীয় মানবাধিকার ইনস্টিটিউটের (এনএইচআরআই) মধ্যে একটি যার চেয়ারপার্সন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। বিশ্ব মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রচার ও পর্যবেক্ষণে ভারতের NHRC-কে একটি রোল মডেল হিসাবে দেখা হয়।

PHR আইনের ধারা 2(1)(d) মানবাধিকারকে সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে বা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে মূর্ত এবং ভারতের আদালত দ্বারা প্রয়োগযোগ্য। এনএইচআরসি, ভারত মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশ্বের অন্যান্য এনএইচআরআইগুলির সাথে সমন্বয় করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এটি জাতিসংঘের সংস্থা এবং অন্যান্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সুশীল সমাজের সদস্য, আইনজীবী এবং অনেক দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীদেরও হোস্ট করেছে।

8.6 মানব অধিকার কমিশনের কার্যাবলী

এনএইচআরসি আজ একটি খুব বিস্তৃত ম্যান্ডেড উপভোগ করে, প্রতি বছর 70,000-এর বেশি অভিযোগ পায়। সুপারিশ এবং অনুসন্ধানের অনুরোধের মাধ্যমে, কমিশন ভারত জুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমাধান করতে চায়। মানব অধিকার কমিশনকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

1. আইনি মামলা প্রক্রিয়া:

এটি মানবাধিকারের কার্যক্রমেও হস্তক্ষেপ করতে পারে, যা আদালতের সামনে বিচারাধীন থাকতে পারে। চিকিৎসা, সংস্কার বা সুরক্ষার জন্য কারাবন্দী বন্দীদের জীবনযাত্রার অবস্থা পরিদর্শন করতে NHRC কর্মকর্তারা কারাগার পরিদর্শন করতে পারেন।

2. নীতির উপকরণ:

নীতির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি সংস্থা হিসাবে, NHRC সাংবিধানিক এবং আইনি সুরক্ষাগুলির পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করতে পারে। এটি আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ইভেন্টগুলি পর্যালোচনা করতে পারে।

3. মানবাধিকার সাক্ষরতা:

এনএইচআরসি ভারতে মানবাধিকার সাক্ষরতার ভিত্তি হিসাবেও কাজ করে, প্রকাশনা, মিডিয়া চ্যানেল, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা শুরু করে। ভারতের সমসাময়িক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাসের সাধারণ থিমগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, যৌন সহিংসতা এবং এলজিবিটি অধিকার, সংহিসতা এবং নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য।

4. মানবাধিকার সাক্ষরতা:

এনএইচআরসি ভারতে মানবাধিকার সাক্ষরতার ভিত্তি হিসাবেও কাজ করে, প্রকাশনা, মিডিয়া, চ্যানেল, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা শুরু করে। ভারতের সমসাময়িক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাসের সাধারণ থিমগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, যৌন সহিংসতা এবং এলজিবিটি অধিকার, সহিংসতা। এবং নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য।

5. ভারতে শিশু অধিকার: NHRC-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ:

শিশু অধিকারগুলিকে প্রায়শই সমস্ত মানবাধিকার সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে সমালোচনামূলক হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ তারা বর্তমান এবং আসন্ন উভয় ভারতীয় প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যতকে সংজ্ঞায়িত করে। ''শিশু অধিকার'' আমূল পরিবর্তন হয়েছে ; মধ্যযুগ থেকে, যা শৈশবের ধারণাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল এবং শিশুরা তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করার সাথে সাথে একটি শিশুর অনন্য পরিচয় লালন করার বিষয়ে আজকের বোঝার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে পাশাপাশি কাজ করতে দেখেছিল।

শিশুদের অধিকার 18 বছরের কম বয়সী নাবালকদের বিশেষ সুরক্ষা এবং যত্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক আইনের উপর ভিত্তি করে, এর মধ্যে রয়েছে পিতামাতা উভয়ের সাথে মেলামেশার অধিকার, শারীরিক সুরক্ষা, খাদ্য, বিনামূল্যে শিক্ষা। স্বাস্থ্যসেবা এবং সহিংসতা বা বৈষম্য থেকে আইনি সুরক্ষা।

6. সচেতনতা সৃষ্টি:

মানবাধিকারের প্রচারের জন্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত অন্য যেকোন কার্য সম্পাদন করতে পারে।

7. কার্যকলাপ পর্যালোচনা:

কমিশনের ক্ষমতা আছে সংবিধানের অধীন বা তার অধীনে মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য আপাতত বলবৎ কোনো আইনের সুরক্ষা পর্যালোচনা এবং তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা সুপারিশ করার। মানবাধিকার উপভোগে বাধা দেয় এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ কারণগুলি পর্যালোচনা করে এবং উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে।

8.7 পশ্চিমবঙ্গ মানব অধিকার কমিশন: গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

একটি রাজ্য সরকার প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ..... (রাজ্যের নাম) মানবাধিকার কমিশন নামে পরিচিত একটি সংস্থা গঠন করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা। এটি প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে অর্পিত কার্য সম্পাদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি নং 42 HS/HRC Dt: 31-01-1995 এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্য কমিশন, রাজ্য সরকার যে তারিখ থেকে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে পারে, তার মধ্যে থাকবে—

(ক) একজন চেয়ারপার্সন যিনিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন;

(খ) একজন সদস্য যিনি জেলা জর্জ হিসাবে ন্যূনতম সাত বছরের অভিজ্ঞতা সহ রাজ্যের একটি হাইকোর্টের বিচারক বা জেলা জর্জ হয়েছেন;

(গ) মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান, বা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন সদস্য নিয়োগ করা হবে। (2006 সালের আইন 43 দ্বারা উপসর্গ);

(ঘ) একজন সচিব থাকবেন যিনি রাজ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং তিনি সেই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং রাজ্য কমিশনের এই ধরনের কার্যাবলী পালন করবেন যা এটি তাকে অর্পণ করতে পারে।

(ঙ) রাজ্য কমিশনের সদর দপ্তর এমন জায়গায় হবে যেটা রাজ্য সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নির্দিষ্ট করতে পারে।

(চ) একটি রাজ্য কমিশন শুধুমাত্র সংবিধানের সপ্তম তফসিলে তালিকা 11 এবং তালিকাভুক্ত যেকোনও এন্ট্রির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে কমিশন বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীনে যথাযথভাবে গঠিত অন্য কোনো কমিশন যদি এই ধরনের কোনো বিষয় ইতিমধ্যেই তদন্ত করে থাকে, তাহলে রাজ্য কমিশন উক্ত বিষয়ে তদন্ত করবে না:

রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ

চেয়ারপার্সন এবং অন্যান্য সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক তার হাত এবং সীলমোহরের অধীনে ওয়ারেন্ট দ্বারা নিযুক্ত হবেন: তবে শর্ত থাকে যে এই উপ-ধারার অধীনে প্রতিটি নিয়োগ করা হবে একটি কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর:

(ক) মুখ্যমন্ত্রী—চেয়ারপার্সন

(খ) বিধানসভার স্পিকার—সদস্য

(গ) সেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী—সদস্য

(ঘ) বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা—সদস্য আরও শর্ত থাকে যে, যেখানে একটি রাজ্যে একটি আইন পরিষদ আছে, সেই পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সেই পরিষদের বিরোধী দলের নেতাও কমিটির সদস্য হবেন। এছাড়াও শর্ত থাকে যে, (১) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ ব্যতীত হাইকোর্টের কোনো বর্তমান বিচারক বা বর্তমান জেলা জর্জ নিয়োগ করা যাবে না। (২) রাজ্য কমিশনের কোনও চেয়ারপার্সন বা সদস্যের নিয়োগ শুধুমাত্র কমিটিতে কোনও শূন্যতার কারণে অবৈধ হবে না।

রাজ্য কমিশনের সদস্যের অপসারণ

(1) উপ-ধারা (2) এর বিধান সাপেক্ষে, রাষ্ট্রীয় কমিশনের চেয়ারপার্সন বা অন্য কোনো সদস্যকে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের পরে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির আদেধের মাধ্যমে তার পদ থেকে অপসারণ করা হবে, রাষ্ট্রপতি

কর্তৃক এটির প্রতি প্রদত্ত একটি রেফারেন্সের ভিত্তিতে, সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত তদন্তে রিপোর্ট করা হয়েছে যে চেয়ারপার্সন বা এই জাতীয় অন্য সদস্যের, যেকোন ক্ষেত্রে, এই জাতীয় যেকোন ভিত্তিতে করা উচিত। অপসারণ করা হোক,

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্যকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্য, ক্ষেত্রমত—

(a) একজন দেউলিয়া হিসাবে বিবেচিত হয়; বা

(খ) তার কার্যকালের সময় তার অফিসের দায়িত্বের বাইরে যেকোন বেতনের চাকরিতে নিযুক্ত হন; বা

(গ) মন বা শরীরের দুর্বলতার কারণে পদে বহাল থাকার অযোগ্য; বা

(ঘ) অস্বাস্থ্যকর মনের এবং একটি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে; বা

(ঙ) রাষ্ট্রপতি মতে নৈতিক স্খলন জড়িত এমন একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রাজ্য কমিশনের সদস্যদের অফিসের মেয়াদ

(1) চেয়ারপার্সন হিসাবে নিযুক্ত একজন ব্যক্তি তার পদে প্রবেশ করার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য বা তার বয়স সত্তর বছর না হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে হবে;

(2) একজন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত একজন ব্যক্তি তার পদে প্রবেশ করার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং পাঁচ বছরের অন্য মেয়াদের জন্য পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সদস্য সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তার পদে অধিষ্ঠিত হবেন না।

(3) পদে থাকা বন্ধ করার পরে, একজন চেয়ারপার্সন বা একজন সদস্য রাজ্য সরকারের অধীনে বা ভারত সরকারের অধীনে আরও চাকরির জন্য অযোগ্য হবেন।

সদস্য চেয়ারপার্সন হিসাবে কাজ বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন

(1) চেয়ারপার্সনের মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে তার পদ শূন্য হওয়ার ঘটনা ঘটলে, গভর্ণর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন সদস্যের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন হিসাবে কাজ করার জন্য সদস্যদের মধ্যে একজনকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। নতুন চেয়ারপার্সন এই ধরনের শূন্যপদ পূরণ করতে পারেন।

(2) যখন চেয়ারপার্সন ছুটিতে বা অন্যথায় অনুপস্থিতির কারণে তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে অক্ষম হন, তখন গভর্নরের মতো সদস্যদের মধ্যে একজন, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই পক্ষে অনুমোদন দিতে পারেন, যে তারিখ পর্যন্ত চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করবেন চেয়ারপার্সন তার দায়িত্ব পুনরায় শুরু করবেন।

8.8 কার্যাবলী

TPHRA, 1993[3] (সংশোধনী আইন 2006 সহ) অনুসারে, কমিশন নিম্নলিখিত যেকোন কার্য সম্পাদনের অধিকারী:

1. ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে অভিযোগ হিসাবে যে কোনও ব্যক্তির দায়ের করা পিটিশনের উপর স্বায়ত্তশাসিতভাবে তদন্ত করা।
2. মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং প্ররোচনা বা কোনো সরকারি কর্মচারীর এই ধরনের লঙ্ঘন প্রতিরোধে অবহেলা।
3. সেই আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে আদালতের সামনে বিচারাধীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বা লঙ্ঘনের অধীন যে কোনো কার্যক্রমে জড়িত হন।

4. রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো কারাগারে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বন্দীদের জীবনযাত্রার অবস্থা পরিদর্শন করুন যেখানে ব্যক্তিদের চিকিৎসা, সংস্কার বা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আটক বা রাখা হয়েছে।
5. মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে প্রদত্ত সুরক্ষাগুলি পর্যলোচনা করা।
6. মানবাধিকার উপভোগে বাধা দেয় এমন কারণগুলি পর্যালোচনা করুন মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রচার করা।
7. মানবাধিকার অনুশীলনের অধীনে উপলব্ধ সুরক্ষা এবং সুরক্ষার জন্য সাক্ষরতা প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকার সচেতনতা প্রচার করা।
8. মানবাধিকার সচেতনতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কাজের জন্য বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা।
9. মানবাধিকারের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে এমন অন্য কোনো কার্য সম্পদন করা। এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে যদিও কমিশনের ক্ষমতা আছে কোনো সরকারী কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন (বা উহাতে প্ররোচনা) তদন্ত করার।
10. কোনো ব্যক্তি নাগরিক কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কমিশন হস্তক্ষেপ করতে পারে, যদি কোনো সরকারি কর্মচারীর পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো লঙ্ঘন প্রতিরোধে ব্যর্থতা বা অবহেলা দেখা যায়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাজ

কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি একটি দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা রাখে এবং এর কার্যধারার একটি বিচারিক চরিত্র রয়েছে। এটি রাজ্য সরকার বা এখনও পর্যন্ত অধীনস্থ অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য বা প্রতিবেদনের জন্য কল করতে পারে। যে তারিখে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইনটি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তার তারিখ থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কমিশনের কোনো বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা নেই। অন্য কথায়, এটি ঘটনার এক বছরের মধ্যে একটি বিষয় দেখতে পারে। তদন্তের সময় বা তদন্ত শেষ হওয়ার পরে কমিশন নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির মধ্যে যে কোনও একটি গ্রহণ করতে পারে:

1. এটি ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য রাজ্য সরকার বা কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারে। এটি রাজ্য সরকার বা কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোনো পদক্ষেপের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করার সুপারিশ করতে পারে।
2. এটি রাজ্য সরকার বা কর্তৃপক্ষকে ভুক্তভোগীকে অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করতে পারে। এটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ, আদেশ বা ব্রিটের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা রাজ্য হাইকোর্টের কাছে যেতে পারে। কমিশন তার বার্ষিক বা বিশেষ প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করে।
3. এই রিপোর্টগুলি রাজ্য আইনসভার সামনে পেশ করা হয়, কমিশনের সুপারিশগুলির উপর গৃহীত পদক্ষেপের একটি স্মারকমলিপি এবং এই ধরনের কোনও সুপারিশ গ্রহণ না করার কারণগুলির সাথে।

8.9 মানবাধিকার আদালত

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (1993) এছাড়াও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দ্রুত বিচারের জন্য প্রতিটি জেলায় একটি মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান করে। এই আদালতগুলি কেবলমাত্র সেই রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

উপস্থিতিতে রাজ্য সরকার স্থাপন করতে পারে। প্রতিটি মানবাধিকার আদালতের জন্য, রাজ্য সরকার একজন পাবলিক প্রসিকিউটরকে নির্দিষ্ট করে বা একজন অ্যাডভোকেট নিয়োগ করে (যিনি প্রসিকিউটর হিসেবে অনুশীলন করেছেন)।

References:

1. Payel Dutt Roy Chowdhury, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
2. Sankar Sen, National Human Rights Commission,L.g.Publishers, NewDelhi, 2018
3. Pinki Gautam, National Human Rights Commission: An Assessment (A Study of its Working from 1994 to 1999), 2019

Important Website:

http://wbhrc.nic.in/Human_right_Act.htm

https://nhrc.nic.in/

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx

Suggested:

1. Write a note on Universal Declaration of Human Rights.
2. Discuss the composition and functions of National Human Rights Commission in India.
3. Discuss the composition and functions of West Bengal Human Rights Commission.
4. Write a note on State Human Rights Commission.
5. Discuss the vision and objectives and working nature of Human Rights Commission.